উৎসর্গ পত্র।

৺রামকুমার বিদ্যালঙ্কার

পিতামহ-দেবের

স্বর্গীয় চরণোদ্দেশে

এই গ্রন্থ

ভক্তিময়ী স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপে

গ্রন্থকার-কর্তৃক

সমর্পিত

হইল।

বিজ্ঞাপন।

প্রতাপসিংহ উপন্যাস পুস্তাকাকারে প্রচারিত হইল ইহা প্রথমে সুপ্রতিষ্ঠিত "বান্ধব" পত্রে প্রকাশিত হইয়া ছিল। "বান্ধবে" বর্ত্তমান উপন্যাসের যে পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়, মনে করিয়াছিলাম, সেই স্থলেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিয়া দিব। কিন্তু পুস্তকাকারে মুদ্রণ কালে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, সেই স্থলে গ্রন্থের অবসান হইলে যে ঐতিহাসিক ব্যাপার বর্ত্তমান গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়, পাঠকের সমক্ষে তাহার পূর্ণচিত্র উপস্থাপিত করা হয় না এবং প্রাসঙ্গিক উপন্যাসও নানা রূপে অঙ্গহীন থাকিয়া যায়। এই সকল ত্রুটি পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে "বান্ধব" প্রকাশিত অংশের পর অধুনা আরও কয়েকটী পরিচ্ছেদ সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল।

যে মহাত্মার মহান্ চরিত্র অবলম্বনে বর্ত্তমান উপন্যাস লিখিত, তাঁহার জীবনী ও কার্য্যকলাপ যেরূপ অমানুষী ব্যাপারসমূহে পরিপূর্ণ তাহার যথোপযুক্ত বর্ণনা করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। আমার দ্বারা তাহা যে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ প্রগল্ভ বিশ্বাসকে আমি ভ্রমেও মনে স্থান দিই না।

গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ নানা ঐতিহাসিক ব্যাপারের অবতারণা করা হইয়াছে এবং তৎসমস্তের সমবায়ে ইহা উপন্যাস না হইয়া অনেক স্থলেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ রূপে পরিণত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ উপন্যাস-পাঠকের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইবে কি না

তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বলা বাহুল্য, ভারত-হিতৈষী মহাত্মা টড প্রণীত রাজস্থান নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থই আমার প্রধান অবলম্বন।

সম্প্রতি আমার শরীর যেরূপ অবসন্ন ও রুগ্ন, তাহাতে এরূপ অবস্থায় গ্রন্থ প্রচারে উদ্যোগী হওয়া আমার পক্ষে সর্ব্বথা অসম্ভব। তথাপি আরব্ধ কার্য্য অর্দ্ধ সমাপিত রাখিতে নিতান্ত অনিচ্ছা হেতু ইহা এই অবস্থাতেই পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। শিরঃপীড়ায় ও অন্য নানা রোগে শরীর যেরূপ কাতর, তাহাতে একটী পংক্তিমাত্রও লিখিতে বিজাতীয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। সে যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়াও শেষ কয়েক পরিচ্ছদের বহুল অংশ লিখিত হইয়াছে। যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা দ্বিতীয়বার পাঠ করিতেও পারি নাই এবং প্রুফ সীটও স্বয়ং দেখি নাই। এরূপ কাতর অবস্থায় যাহা লিখিত ও প্রচারিত হইল, তাহাতে রাশি রাশি হীনতা পরিলক্ষিত হইবার সম্ভাবনা। পাঠকগণ আমার অবস্থা বিবেচনায় আমাকে ক্ষমা করিবেন, ইহার আমার ভরসা। ইতি

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।
কলিকাতা। বৈশাখ, ১২৯১।

শ্রীদামোদর শর্ম্মা।

"Thus closed the life of a Rajpoot whose memory is even now idolized by every Seesodia, and will continue to be so, till renewed oppression shall extinguish the remaining sparks of patriotic feeling. May that day never arrive! yet if such be her destiny, may it, at least, not be hastened by the arms of Britain!"

Tod's Rajasthan.

প্রতাপসিংহ।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শত্রু না মিত্র?

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর সময়ে মিবারের অন্তর্গত উদয়পুর নগর সন্নিহিত শৈল-শিরে একজন অশ্বারোহী যুবক ভ্রমণ করিতেছেন দৃষ্ট হইল। সেস্থান তৎকালে যারপরনাই ভয়-সঙ্কুল হইলেও নিতান্ত অপ্রীতিকর নহে। চতুর্দ্দিকে অর্ব্বলীশৈল-মালা, মেঘের পর মেঘ—তৎপরে আবার মেঘ—এবংবিধ পরম্পরাগত মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী শৈলাঙ্গ বিধৌত করিয়া কুলু কুলু শব্দে প্রধাবিত হইতেছে। কোথাও বা একটি প্রকাণ্ড তিন্তিড়ী বৃক্ষ সুবিস্তৃত শাখা-প্রশাখা-সহ দণ্ডায়মান আছে, দূর হইতে তাহাও যেন পর্ব্বত-চূড়া বলিয়া ভ্রম হইতেছে। স্থানে স্থানে দুর্ভেদ্য অরণ্য। বৃক্ষ-পত্রের শাঁ শাঁ শব্দ, নির্ঝরিণীর কুলু কুলু ধ্বনি, ঝিল্লীর অবিশ্রান্ত চীৎকার, অশ্বপদাঘাত-জনিত অত্যুচ্চ শব্দ, দলিত শুষ্কপত্রের মর্ম্মর ধ্বনি প্রভৃতি সমবেত হইয়া তথায় মনোহর ঐকতান সমুৎপাদন করিতেছে।

অন্ধকারে সমস্ত সমাচ্ছন্ন। কৃষ্ণ-প্রস্তরময় পর্ব্বত, ঘনারণ্য ও রজনীর অন্ধকার, এই তিন একত্রিত হওয়ায় সেস্থান এতাদৃশ তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে যে, সন্নিহিত পদার্থও লক্ষ্য হওয়া অসম্ভব।

অশ্বারোহীর বেশ রাজপুত যোদ্ধার ন্যায়। তাঁহার মূর্ত্তি বীরত্ব-ব্যঞ্জক। দুর্ভেদ্য অরণ্য, দুর্গম গিরি, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নির্ঝরিণী পদে পদে অশ্বারোহীর গতিরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু মিবারের প্রত্যেক স্থানই যেন অশ্বারোহী ও তাঁহার সুশিক্ষিত অশ্বের সুপরিচিত। তিনি সেই সমস্ত ভয়াবহ স্থান নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় অতিক্রম করিতে লাগিলেন। সহসা একটি তীর শন্ শন্ শব্দে তাঁহার কর্ণের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। তিনি অশ্ববল্গা সংযত করিলেন; অশ্ব কর্ণ উচ্চ করিল। তৎক্ষণাৎ আর একটি তীর তাঁহার কবচে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। অশ্বারোহী বুঝিলেন শত্রু অতি নিকট। অদূরে অশ্ব-পদ-ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল; অনতিবিলম্বে অপর এক অশ্বারোহী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে প্রচণ্ড বর্ষাঘাতে রাজপুত যোদ্ধার বাম হস্ত বিদ্ধ করিল। তখন রাজপুত বীর কহিলেন,—"যদি তুমি মিবারের মিত্র হও, তবে আমার বধচেষ্টা ত্যাগ কর,—আমার সহিত তোমার শত্রুতা হইতে পারে না। আর যদি তুমি মিবারের শত্রু হও, তবে আইস,—অমরসিংহের হস্ত হইতে তোমার কদাচ নিস্তার নাই।"

আক্রমণকারী উত্তর না দিয়া অসির দ্বারা রাজপুতকে আঘাত করিল। অমরসিংহ বিদ্যুদ্বেগে অসি নিষ্কোষিত করিয়া বিপক্ষকে বেগে আঘাত করিলেন; অন্ধকারে লক্ষ্য স্থির হইল না, উভয়েরই আক্রমণ ব্যর্থ হইতে লাগিল। অবশেষে অমরসিংহের জয় হইল; তিনি স্বীয় বর্ষা বিপক্ষের বক্ষোমধ্যে আমূল বিদ্ধ

করিয়া দিলেন। সে চীৎকারসহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

অমরসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া হস্তদ্বারা মৃতের পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন সে ব্যক্তি যবন। কহিলেন,—"দুরাত্মন্! যত দিন যাবতীয় যবন এই দশা না পাইতেছে, ততদিন ভারতের উন্নতির আশা নাই।"

এই বলিয়া তিনি পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অমরসিংহ এতক্ষণ নিতান্ত অন্যমনস্ক ছিলেন, সুতরাং বাম হস্তে যে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে আঘাত-জনিত যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল; এবং বুঝিতে পারিলেন যে, ক্ষতমুখ হইতে দরদরিত ধারায় রুধির প্রবাহিত হইতেছে। অশ্বে কশাঘাত করিলেন,—বেগগামী অশ্ব দ্রুতগতি চলিতে চলিতে একটি নদী-তীরে উপস্থিত হইল। অমরসিংহ দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং নদী-জলে বস্ত্র ভিজাইয়া তদ্দ্বারা ক্ষতস্থান বদ্ধ করিলেন। পরে হস্ত-পদাদি ধৌত করিয়া তীরস্থিত এক খণ্ড সুবিস্তৃত উপলখণ্ডে উপবেশন করিয়া রাত্রিশেষে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

শোভাময়ী জ্যোৎস্না তখন বিশ্বের স্বতন্ত্রবিধ রমণীয়তা সংবিধান করিয়াছে। রাত্রি তিন প্রহর,—প্রকৃতি নিস্তব্ধ, প্রশান্ত, ঘোর, অলস। সম্মুখে ক্ষুদ্র বুনাস্ নদী নীরবে স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছে; পার্শ্বে ও পশ্চাতে অর্ব্বলীমালা উন্নতমস্তকে বসুধা পরিদর্শন করিতেছে; অদূরে নাথদ্বার নগরের সৌধ-চূড়া, মন্দির-ধ্বজা প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হইতেছে। সকলই নিস্তব্ধ, সকলই শান্ত। আকাশে চন্দ্র তারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। চন্দ্রকিরণ নদী-

নীরে, গিরি-প্রান্তরে, সৌধ-শিখরে প্রতিবিম্বিত হইয়া জ্বলন্তবৎ প্রতীত হইতেছে। এইরূপ সময়ে অমরসিংহ নাথদ্বার নগর সন্নিধানে বুনাস্ নদী-তীরে পাষাণখণ্ডে উপবেশন করিয়া, ভূত ভবিষ্যৎ ভাবনায় নিবিষ্ট হইলেন।

রাত্রি আরও এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। উষার স্বভাব-শীতল বায়ু নদী-নীর সংস্পর্শহেতু সমধিক শীতল হইয়া অমর সিংহের গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিল। তিনি সেই শিলাখণ্ডের উপর নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রভুভক্ত অশ্ব সন্নিহিত প্রান্তরে স্বীয় আহার্য্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রণরঙ্গিণী।

ঘোর পরিশ্রম জনিত ক্লেশে অমরসিংহ গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন হইলেন; দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাকাশের নিম্নভাগে সূর্য্যদেবের প্রতিবিম্ব প্রকটিত হইল। প্রাতঃকাল সমুপস্থিত প্রায়। এমন সময়ে সহসা অমরসিংহ জাগরিত হইলেন। তিনি নিদ্রাভঙ্গ সহকারে দেখিলেন—চমৎকার!—একটি পরমা সুন্দরী কিশোরী কামিনী কোন লতিকাগ্র স্বীয় সুকোমল হস্তে দলিত করিয়া তাহার রস তাঁহার ক্ষত-মুখে ধীরে ধীরে প্রদান করিতেছে। অমরসিংহ বিস্মিত,

অবাক্ এবং মোহিত! আরও বিস্ময়ের কারণ কিশোরীর যোদ্ধৃবেশ! সুন্দরী অমরসিংহের নিদ্রাভঙ্গ দেখিয়া নিতান্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ সহকারে অবনতমস্তকে দন্তে রসনা কাটিয় দুই পদ সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং কিয়ংকাল পরে কহিলেন,—

"রাজপুত্র! আপনি আমার ব্যবহারে চমৎকৃত হইতেছেন? বীরের সেবা করা আমার স্বভাব;—আপনি রাজপুত-কুলের ভূষণ, রাজপুতজাতির লুপ্তপ্রায় আশার আধার।"

রাজপুত্র অমরসিংহ আরও চমৎকৃত হইলেন। রমণীর পরমরমণীয় সৌন্দর্য্য, বাক্যকথন সময়ে তাঁহার মনোহর ভাব, এবং কামিনীর—বিশেষতঃ চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কমনীয়া কামিনীর মুখে এবংবিধ কথা শ্রবণ করিয়া তিনি মোহিত হইলেন। তাঁ-হার মনে আশার সঞ্চার হইল। ভাবিলেন—'কে বলে রাজপুত জাতির অধঃপতন হইয়াছে?' সুন্দরী পুনরায় কহিলেন,—

"যুবরাজ! আমি এক্ষণে প্রস্থান করি।"

যুবরাজ অমরসিংহ এতক্ষণ অবাক্ হইয়া ছিলেন; এক্ষণে তাঁহার কথনোপযোগী ক্ষমতা হইল। তিনি কহিলেন,—

"বীরসুন্দরি! আমি তোমার মোহিনী প্রকৃতি সন্দর্শনে বিমোহিত হইতেছি। আমি যদিও তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী নহি, তথাপি তোমার সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সাক্ষ্য দিতেছে যে, তুমি রাজবারার কোন মহা বংশসম্ভূতা। তুমি কিরূপে রাত্রিশেষে এ বিজন প্রদেশে আসিলে?"

নবীনা লজ্জাসহ কহিলেন,—

"এরূপ বিজনপ্রদেশে আমার আগমন অন্যায় বলিয়া কি যুবরাজ বিরক্ত হইতেছেন?"

অমরসিংহ ব্যস্ততাসহ কহিলেন,—

"না সুন্দরি, তাহা নহে। মনে করিবে না যে, আমি ইহার উত্তর না পাইলে অসন্তুষ্ট হইব। উত্তর না দিলেও তোমার ব্যবহারে যে অপার আনন্দ জন্মিয়াছে, তাহার কণিকাও অপচিত হইবে না।"

সুন্দরী কহিলেন,—

"রাজপুত্র! আপনি যাহা জিজ্ঞাসিলেন, তাহা ব্যক্ত করাই আমার উদ্দেশ্য। আপনি রাজপুত-কুল-প্রদীপ—আপনি কাহারও নিকট অপরিচিত নহেন। কিন্তু আমি আপনার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিতা। প্রথম সাক্ষাতেই পুরুষের সহিত আলাপ করা কুলকামিনীর পক্ষে ভাল কথা নহে।" রাজপুত্র বাধা দিয়া বলিলেন,—

"সে আশঙ্কা করিওনা। যাহার চিত্ত নিয়ত উচ্চচিন্তায় নিবিষ্ট, তাহার পক্ষে কিছুই দোষের কথা হইতে পারে না।"

কিশোরী ক্ষণকাল চিন্তার পর কহিলেন,—

"আপনার পিশাচ-স্বভাব পিতৃব্য,—যুবরাজ! বিরক্ত হইবেন না, আপনার পিশাচ-স্বভাব পিতৃব্য সুক্তসিংহ আকবরের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি অধিকতর অনুগ্রহলাভ বাসনায় দুরাচার সম্রাট সমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, একবিংশ দক্ষ সৈনিক সঙ্গে লইয়া মিবারের অরণ্য মধ্যে অবস্থান করিবে এবং সুযোগমতে একে একে আপনাদিগকে বিনষ্ট করিবে।"

রাজপুত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইল। কহিলেন,—

"এ সকল সংবাদ তোমায় কে জানাইল?"

"শুনুন যুবরাজ! কল্য রাত্রিতে গ্রীষ্মাতিশয্য হেতু অট্টালিকার উপরে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছিলাম। দেখিতে

পাইলাম অর্ব্বলী পর্ব্বতোপরি এক স্থানে আলোক জ্বলিতেছে। কৌতূহল সহ দেখিতে দেখিতে বোধ হইল অগ্নিসমীপে কতকগুলি মনুষ্য বিচরণ করিতেছে। ভাবিলাম রাত্রিকাল, অরণ্য স্থল—শত্রু ভিন্ন কে তথায় ভ্রমণ করিবে? আমি সেই দিকে দৌড়িলাম। রাজপুত্র! আমাকে কুলকামিনী বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না, রমণী-দেহ অনর্থক বলিয়া মনে করিবেন না। আমি এই হস্তে ধনু ধারণ করিয়া শত শত্রু বিমুখ করিতে পারি, বর্শা-ফলক-সাহায্যে শত যবন বিনষ্ট করিতে পারি, অসির আঘাতে যথেষ্ট ম্লেচ্ছ নিপাত করিতে পারি। আর যুবরাজ! আর আমি অবিচলিত চিত্তে শত্রু-বধ-নিরতা থাকিয়া রণভূমে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।”

বলিতে বলিতে বালিকার লোচনযুগল যেন বর্দ্ধিত হইল। রাজপুত্র আনন্দে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন—‘এ রমণীর দ্বারা নিশ্চয়ই রাজবারা উপকৃত হইবে। বীরবালা দক্ষিণ হস্ত বিস্তৃত করিয়া কহিতে লাগিলেন,—

“নিকটস্থ কোন স্থানই আমার অপরিচিত নহে। জ্ঞানোদয় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সন্নিহিত অরণ্য ও গিরিশিখরে আমি ইচ্ছা মতে পরিভ্রমণ করিতে পাইয়াছি। সুতরাং উদ্দেশ্য স্থানে উপস্থিত হইতে আমার বিলম্ব হইল না। অন্তরাল হইতে শত্রুগণের সমস্ত কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিলাম। আমি একাকিনী—শত্রু পঞ্চবিংশজন। ঘোর উৎকণ্ঠার সহিত কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। এমন সময় অশ্ব-পদ-ধ্বনি হওয়াতে সুক্তসিংহ একজন সৈনিককে আজ্ঞা দিল, ‘দেখিয়া আইস অশ্বারোহী কে?’ সৈনিক বহুবিলম্বে আসিয়া কহিল,—‘বোধ হয় অশ্বারোহী একজন যোদ্ধা।’ সে অশ্বারোহী—আপনি। সুক্তসিংহের আজ্ঞাক্রমে একজন অশ্বারোহী

আপনাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল, আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। তাহার পর যাহা ঘটিল তাহা রাজপুত্রের অগোচর নাই।”

রাজপুত্র কহিলেন,—

“তোমাকে কি বলিব, কি বলিয়া তোমার প্রশংসা করিব, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যদি সাহস দেও তাহা হইলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।”

কিশোরী অবনতমস্তকে ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন,—

“যুবরাজ! আমার এতাদৃশ প্রগল্‌ভতা অপরাধের তিরস্কারের জন্য কি এমন সম্ভাষণ কবিতেছেন? আমি সাহস দিলে আপনি আমাকে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, এতদপেক্ষা আমাকে তিরস্কার করিবার অধিকতর সদুপায় আর দেখিতেছি না।”

যুবরাজ কহিলেন,—

“সে কি কথা? তোমাকে তিরস্কার,—আমি ভ্রমেও তাহা ভাবি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, তুমি পুরস্ত্রী—যবন-বধে তোমার এত আনন্দ কেন?”

কিশোরী কিয়ৎকাল মস্তক অবনত করিয়া চিন্তা করিলেন; পরে বলিলেন,—

“যুবরাজ! যবনবধে আমার আনন্দ কেন জিজ্ঞাসা করি-তেছেন? যবনবধে আমার আনন্দ হইবে না কেন? যাহারা মিবারের, যাহারা রাজপুতজাতিব, যাহারা সমস্ত ভারতের প্রবল শত্রু, তাহারা কি আমাব শত্রু নহে? রাজপুত্র! আমি কি মিবারের, রাজপুতজাতির, ভারতের কেহই নহি? আমি পুবস্ত্রী বলিয়া অত্যাচারীর অত্যাচার কি আমার হৃদয়ে আঘাত করে না? আর যুবরাজ! পুবস্ত্রীরা কি মানব-সমাজের অংশিনী

নহে? তাহাদের দেহ কি রক্তমাংসে গঠিত নহে? তবে তাহাদের শত্রু-নিপাতে প্রবৃত্তি হইবে না কেন? দেখুন যুবরাজ! আমরা মুসলমান জাতির কি অনিষ্ট করিয়াছি? ধন-ধান্য-সুখ-পূর্ণ ভারত কবে কাহার কি অনিষ্ট করিয়াছে? জগন্মান্য রাজপুত জাতি তাহাদের কি ক্ষতি করিয়াছে? তবে কেন দুরাচারেরা অনর্থক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের বিমল সুখ-সলিলে গরল ঢালিয়া দিতেছে? কেন তাহারা আমাদের সৌভাগ্য-শিরে অশনি-ক্ষেপ করিতেছে? যুবরাজ! কাহাদের দৌরাত্ম্যে এই মিবার জনশূন্য মরুভূমির ন্যায় হইয়াছে? কাহাদের দৌরাত্ম্যে অদ্য চিরসুখী রাজপুত-শিশু অন্নাভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছে? কাহাদের ভয়ে জগদ্বিখ্যাত রাজপুতাঙ্গনাগণ পরম স্পৃহণীয় সতীত্বরত্ন সংরক্ষণার্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে? দুরাচার, ধর্ম্মজ্ঞানহীন, যবনদস্যুরাই কি এই সমস্ত অশুভের মূল নহে? রাজপুত্র! সেই মহাশত্রুর বিনাশ-সাধনে আমার আনন্দ কেন জিজ্ঞাসিতেছেন?”

অমরসিংহ কিছু অপ্রতিভ হইলেন। ভাবিলেন, ‘হৃদয়ের এতদূর উদারতা আমারও নাই; তথাপি এই কুমারী এখনও বালিকা বলিলেই হয়! না জানি আর দুই চারি বৎসর পরে, আমার মত বয়সে উপস্থিত হইলে, এই কামিনী কি অসাধারণ ক্ষমতাশালিনী হইবে। এত রূপ, এত গুণ একাধারে থাকিতে পারে তাহা আমি জানিতাম না।’ প্রকাশ্যে কহিলেন,—

“রাজপুত-রমণী-কুল-কমলিনি! আমি তোমার কথা শুনিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছি। ভরসা করি যবন-যুদ্ধে তোমায় অগ্রণী দেখিব।” রমণী করযোড়ে কহিলেন,—

“রাজপুত্রের আশীর্ব্বাদ।”

"অতঃপর কোথায় তোমার সাক্ষাৎ পাইব?" সুন্দরী একটু ভাবনার পর বলিলেন,—

"সাক্ষাৎ—সাক্ষাতের কথা সময়ান্তরে বলিব।"

"তোমার নাম ও পরিচয় প্রকাশ করিতে আপত্তি আছে কি?"

রমণী যেন কিছু উৎকণ্ঠিতা হইলেন। বলিলেন,—

"সন্নিহিত নাথদ্বার নগরে আমার পিত্রালয়। আর পরিচয়, উপযোগী সময় উপস্থিত হইলে বলিব।"

এমন সময়ে অদূরে অশ্ব-পদ-ধ্বনি শুনিয়া উভয়ে সোৎসুকে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমরসিংহ কহিলেন,—

"স্বর্গীয় জয়পাল সিংহের পুত্র প্রিয় সুহৃৎ রতনসিংহ আসিতেছেন।"

তরুণী ব্যস্ততা সহ বলিলেন,—

"যুবরাজ! আমি প্রস্থান করি। এ উন্মাদিনীর প্রগল্‌ভতা ও অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

এই বলিতে বলিতে নবীনা প্রস্থান করিলেন। অমরসিংহ সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অসি—না প্রেম ?

যখন রতনসিংহ তথায় উপস্থিত হইলেন, তখনও অমরসিংহ যে দিকে বীরনারী গমন করিয়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন। রতনসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অমরের সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন,—

"ভ্রাতঃ। যুদ্ধ বিগ্রহ ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি কি যুবতী-সন্দর্শন-সুখে পরিলিপ্ত হইলে ?"

অমরসিংহ লজ্জিত ভাবে কহিলেন,—

"তাহা কি তোমার বিশ্বাস হয় ? তুমি যাহাকে যুবতী মনে করিতেছ, সে একটি বালিকামাত্র। আইস, এই স্থানে উপবেশন করিয়া যে কাহিনী বলি তাহা শ্রবণ কর ; শুনিলে তুমি বিস্ময়াবিষ্ট হইবে, এবং নির্নিমেষ-লোচনে তাঁহাব পরিগৃহীত পন্থা অবলোকন করিবে, বা সমস্ত রাত্রি তাঁহারই আলোচনায় অতিবাহিত করিবে।"

রতনসিংহ সহাস্যে কহিলেন,—

"রহস্য থাউক—ব্যাপার কি বল দেখি।"

অমরসিংহ একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। রতনসিংহ সমস্ত অবগত হইয়া প্রত্যুত মৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট।

হইলেন। উভয়ে বহুক্ষণ সেই সুন্দরীর বিষয় আলোচনা করিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন রতনসিংহ কহিলেন,—

"এরূপ স্থানে আর অধিকক্ষণ থাকা বিহিত নহে। স্বক্তসিংহ অন্তরালে থাকিয়া সর্ব্বদা আমাদের বিনাশ-সাধনে চেষ্টিত রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায অসাবধানে থাকা ভাল নয়। চল এখান হইতে প্রস্থান করি।"

অমরসিংহ অশ্ব আনয়ন করিলেন এবং রতনসিংহকে কহিলেন,—

"তুমি এখন কোথা হইতে আসিতেছ, কোথায় বা যাইবে?"

রতনসিংহ কহিলেন,—

"আমি কমলমর হইতে আসিতেছি, সম্প্রতি রাজনগর যাইব। পূজ্যপাদ মহারাণার আজ্ঞা—রাজনগরের সামন্তকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সত্বর যুদ্ধ সম্ভাবনা,—প্রতিক্ষণে বিপদ। সামন্তের সহিত এই সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। তুমি যে কার্য্যে গিয়াছিলে তাহার কি হইল?"

"সফল।"

"অনেক ভরসা হইল।"

উভয়ে অশ্বারোহণ করিলেন। অমরসিংহ বিদায় হইয়া অশ্বচালনা করিবেন, এমন সময় রতনসিংহ কহিলেন,—

"শুন অমর! পথ শত্রু-সমাচ্ছন্ন। আমি বলি তুমি একাকী যাইওনা। আইস, উভয়ে রাজনগর যাই—আবার একসঙ্গে ফিরিব।"

অমরসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—

"তোমার বুঝি ভয় লাগিয়াছে?"

রতনসিংহ উত্তর না দিয়া স্বীয় অসি দেখাইলেন। আর বাক্য-ব্যয় না করিয়া উভয়ে স্বতন্ত্রদিকে প্রস্থান করিলেন। এই অবকাশে এই যুবকদ্বয়ের সংক্ষেপ পরিচয় আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে জানাইতে ইচ্ছা করি। অমরসিংহ মিবারের তদানীন্তন মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র। তাঁহার বয়স অষ্টাদশবর্ষের অধিক নহে। এই অল্প বয়সেই তিনি যোদ্ধৃত্ব, পাণ্ডিত্য, বিনয়, শিষ্টাচার প্রভৃতি সদ্গুণ-হেতু সর্ব্বত্র সমাদৃত।

রতনসিংহ প্রথিতনামা বেড্‌নোর-রাজ স্বর্গীয় জয়মলসিংহের পুত্র। জয়মলসিংহের বীরত্ব, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সদ্গুণের সীমা ছিল না। বাদশাহ আকবর স্বয়ং তাঁহার প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রতনের নিতান্ত বাল্যাবস্থায় জয়মলসিংহের কাল প্রাপ্তি হয়। মৃত্যু সময়ে তিনি পুত্রকে স্বীয় অধিনায়ক মহারাণার হস্তে সমর্পণ করেন, এবং তাহার প্রতি অনুগ্রহ রাখিতে অনুরোধ করিয়া যান। মহারাণা রতনসিংহকে পুত্রবৎ যত্নে লালন পালন ও যথাবিধানে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন।

রতন ও অমর প্রায় সমবয়স্ক। তাঁহারা একত্রে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত, সুতরাং তাঁহাদের পরস্পর অতিশয় সৌহার্দ্দ ছিল। রতনসিংহকে অনেকেই মহারাণার পুত্র বলিয়া জানিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঐতিহাসিক কথা।

আমরা এক্ষণে এই আখ্যায়িকা সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিবরণের সার মর্ম্ম অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব ইচ্ছা করিতেছি। কোন কোন পাঠক উপন্যাস অথবা তদ্বৎ কৌতূহলোদ্দীপক পুস্তকমধ্যে কিয়দংশ নীরস ঐতিহাসিক বিবরণ ও শ্রেণীবদ্ধ এবং পরম্পরাগত ঘটনানিচয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং দুর্ভাগা গ্রন্থকারকেও অনর্থক গ্রন্থ-কলেবর-পুষ্টি-কারক অকর্ম্মণ্য লেখক বলিয়া কলঙ্কিত ও লাঞ্ছিত করেন। এ সকল অসুবিধা ও অপমান সহ্য করিয়াও আমরা অতঃপর এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছি। অনেকেই হয়ত, আমরা এক্ষণে যে দুই একটি কথা বলিব ইচ্ছা করিতেছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। তাঁহারা অনায়াসে এ পরিচ্ছেদ ত্যাগ করিতে পারেন। যাঁহারা এ সকল কথা জানেন না, তাঁহাদের সমীপে আমাদের সবিনয়ে অনুরোধ এই যে, যৎপরোনাস্তি নীরস হইলেও, স্বদেশের ইতিহাসের মমতায় একবার এই কয় পৃষ্ঠার উপর নয়নপাত করিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

দুর্দ্দান্ত যবনদিগের প্রতাপের নিকট একে একে ভারতের সমস্ত রাজবর্গ ক্রমশঃ পরাজিত হইয়া চির-গৌরব-শূন্য হইতে

লাগিলেন। যখন সুবিচক্ষণ সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন, সে সময়ে হিন্দুজাতির ভরসা স্বরূপ রাজপুত রাজগণের অধিকাংশই ক্রমে ক্রমে মোগলদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অধীনতা স্বীকার করিলেন। কেহ বা বিবাহ-বন্ধনে, কেহ বা সন্ধি-সূত্রে, কেহ বা অনুগ্রহ-পাশে বদ্ধ হইয়া যবনদিগের ঘোর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। যাঁহারা এইরূপে জাতীয় গৌরব বিস্মৃত হইয়া বলবন্তের আশ্রয়ে ধন-প্রাণ রক্ষা করেন, তন্মধ্যে অম্বরদেশাধিপ মহারাজ মানসিংহ, বিকানীরের কুমার পৃথিরাজ ও মিবারের শুক্তসিংহের সহিত বর্ক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকার কিঞ্চিৎ সংস্রব আছে। রাজপুত-শ্রেষ্ঠ মিবারেশ্বরগণ ভ্রমেও কদাপি যবনের নিকট হীনতা স্বীকার করেন নাই। রাজ্য যায় যাউক, ধনসম্পত্তি যায় যাউক, প্রাণ যায় যাউক, তথাপি কাহারও—বিশেষতঃ ভারতের চিরশত্রু ম্লেচ্ছ যবনের—দাসত্ব স্বীকাব করিয়া পবিত্র ইক্ষ্বাকুবংশ সম্ভূত রাজপুতকুলে কুলঙ্ক অর্পণ করিব না, বাপ্পা রাওলের বীর্য্যবন্ত সতেজ বংশধরগণ এই গর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন। এই গর্ব্ব হেতু তাঁহাদের অপরিমেয় ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে, শোণিত দিয়া সমর-ক্ষেত্র ভাসাইতে হইয়াছে, তথাপি কদাপি তাঁহাদিগের দৃঢ়তা বিচলিত বা চিত্তের পরিবর্ত্তন হয় নাই।

মিবারেশ্বর মহারাণা উদয়সিংহের সময় রাজধানী চিতোর নগর সম্রাট আকবরের হস্তগত হয়। চিতোর রক্ষার্থ যুদ্ধে রাজপুত বীরগণ ও রাজপুত রমণীমণ্ডলী যে অসাধারণ বীরত্ব ও স্বদেশানুরাগ প্রকাশ করেন, তাহার তুলনা বোধ হয় অন্য কোন জাতির ইতিহাস মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা পাঠকগণকে ইতিহাস হইতে সেই অসাধারণ ঘটনার বিবরণ

অধ্যয়ন করিয়া হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিতে বার বার অনুরোধ করি।* উদয়সিংহ প্রকৃত প্রস্তাবে সুদক্ষ নৃপতি ছিলেন না। আলস্য, শিথিলতা ও ভোগ-সুখোন্মত্ততা তাঁহার স্বভাবের অনপনেয় কলঙ্ক ছিল। এই জন্যই তাঁহার সময়ে ধন-জন-সহায়-শূন্য অধঃপতিত মিবারের সম্পূর্ণ অধঃপতন সঙ্ঘটিত হয়।

উদয়সিংহ রাজধানীহীন হইয়া রাজপিপ্পলী নামক স্থানের দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চিতোর-ভ্রষ্ট হইবার পূর্ব্বে তিনি গৈরব নামক পর্ব্বতের উপত্যকা সমীপে "উদয়সাগর" নামক এক হ্রদ খনন করিয়াছিলেন। অধুনা তিনি তৎসমীপে একটি ক্ষুদ্র হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিলেন ও গিরিসন্নিহিত সমস্ত ভূভাগ অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ করিলেন। অবিলম্বে ধনবান্ প্রজাবর্গ এই স্থানে সৌধমালা নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। এইরূপে সুবিখ্যাত উদয়পুর নগর সৃষ্ট হইল।

সংবৎ ১৬২৮ অব্দে উদয়সিংহের জীব-লীলা সমাপ্ত হইল। প্রতাপসিংহ সেই রাজ্যশূন্য, সম্পত্তি-শূন্য, শূন্য-রাজোপাধির উত্তরাধিকারী হইলেন। কিন্তু প্রতাপসিংহ ধন-জন-শূন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন বলিয়া তাঁহার হৃদয় মুহূর্ত্তেকের জন্যও শূন্য হয় নাই। ভারত হিন্দুশাসনাধীনে সংস্থাপিত করিব, চিতোর নগরে পুনরায় সূর্য্যবংশীয়দিগের জয়-ধ্বজা প্রোথিত করিব এই আশায় উন্মত্ত হইয়া বীরবর প্রতাপসিংহ জীবন-তরণীকে দারুণ বিপদ-সঙ্কুল সাগরে ভাসাইয়া দিলেন।

প্রতাপসিংহের হৃদয়ের অত্যুচ্চ ভাব বিবৃত করা অসাধ্য; তাহা অনুমান করাই কঠিন, প্রকাশ করা সর্ব্বথা অসম্ভব।

---

* Babu Hari Mohan Mookerjea's Edition of Tod's Annals and Antiquities of Rajasthan, vol. i, ch. x, pp. 252—254.

চিতোরের মায়া প্রতাপের মনে এতই বলবতী ছিল যে, তিনি চিতোরের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া, বিরলে বসিয়া, অবিরল অশ্রু-ধারা বিসর্জ্জন করিতেন। বাদশাহ চিতোর অধিকার করিয়া তাহার নিরুপম শোভা সমস্ত বিধ্বংসিত করিয়াছিলেন। রাজপুত কবিগণ (চারণ) চিতোরের এই অবস্থা নিরাভরণা বিধবা পৌর-নারীর দশার সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রতাপসিংহ এই চিন্তায় এতাদৃশ উন্মনা ও কাতর ছিলেন যে, যতদিন চিতোরের এই দারুণ দুর্দ্দশা অপনোদিত না হয়, ততদিন তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গ সমস্ত ভোগবিলাস হইতে বঞ্চিত রহিবেন, এই নিয়ম করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসনানুসারে তিনি ও তাঁহার স্বজনগণ স্বর্ণ-রৌপ্য-নির্ম্মিত ভোজনপাত্রের পরিবর্ত্তে বৃক্ষপত্রে (পাতারি) আহার করিতেন, সুকোমল শয্যার পরিবর্ত্তে তৃণ-শয্যায় শয়ন করিতেন, মৃতাশৌচের ন্যায় নখরকেশাদি রাখিতেন এবং সমৃদ্ধির পুরোভাগে যে নাকারা বাদিত হইত, তাহা সেই নিরানন্দ ঘটনা নিরন্তর স্মৃতির সম্মুখে উপস্থিত রাখিবার নিমিত্ত অতঃপর পশ্চাতে বাদিত হইত। চিতোরের পুনরভ্যুদয় বিধাতার বাসনা নহে,—তাহা হইল না। কিন্তু অদ্যাপি প্রতাপের বংশধরগণ সেই কঠিন আজ্ঞা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা অদ্যাপি ভোজনপাত্রের নিম্নে বৃক্ষপত্র পাতিত করেন, শয্যার নিম্নে তৃণ বিস্তৃত করেন, কখনই সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডন করেন না, এবং নাকারা অদ্যাপিও পশ্চাতে বাদিত হয়।

প্রতাপ এই ধনজনশূন্য রাজোপাধির উত্তরাধিকারী হইয়া দেখিলেন,—শত্রু যেরূপ প্রবল প্রতাপ, এবং তাঁহার সহায় সম্পত্তি যেরূপ হীন, তাহাতে সহসা তাঁহার অভ্যুদয়ের কোনই আশা নাই। এই মিবার ধন-ধান্যে যেরূপ পরি-

পূর্ণ এবং ইহা প্রকৃতির যেরূপ প্রিয় নিকেতন, তাহাতে ইহা চিরদিন রাজ্য-লোলুপ মোগলের মনে নিরতিশয় লোভ উদ্দীপ্ত করিবে। অতএব এক্ষণে অন্য চেষ্টা না করিয়া এবংবিধ উপায় অবলম্বন করা বিধেয়, যাহাতে মিবার মরুভূমির বালুকার ন্যায় অসার ও অপদার্থ বলিয়া প্রতীত হয়। তিনি তদর্থে আজ্ঞা দিলেন যে, প্রজাগণ অতঃপর আর সমতল ভূমিতে—নগরে বা গ্রামে—বাস করিতে পাইবে না, সকলকেই বাসস্থান ত্যাগ করিয়া অরণ্য বা গিরি-গহ্বরে বাস করিতে হইবে। প্রতাপের বাসনা ও আজ্ঞা বিচলিত হইবার নহে। প্রজাগণ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে ঘনারণ্য ও গিরি-সঙ্কটে উপনিবেশ সংস্থাপন করিল। সোণার মিবার জনহীন, শব্দহীন, পরিত্যক্ত ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া উঠিল, মিবারের নগর সমস্ত শার্দ্দূল, শৃগাল ও সর্পের আবাস হইল। শোভাময় ভবন সমস্ত শ্রীহীন, পতনোন্মুখ, নিরানন্দময় ও «বেচেরাগ» অর্থাৎ দীপহীন হইয়া উঠিল। মিবারের যেরূপ শোচনীয় দশা হইল, তাহাতে বিরোধী ভূপালের চক্ষে সে রাজ্যে কোনই লোভনীয় সামগ্রী রহিল না। যাঁহারা মিবারের প্রদেশপতি এবং যাঁহাদের আবাস দুর্গমধ্যে সংস্থিত, তাঁহারাই কেবল এই কঠোর নিয়ম হইতে কথঞ্চিৎ অব্যাহতি লাভ করিলেন। তাঁহারা সমস্ত দিবস দুর্গাভ্যন্তরে বাস করিয়া বিশেষ প্রয়োজন হইলে রাত্রিকালে বাহিরে আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। একতঃ এরূপ প্রদেশপতি ও দুর্গসম্পন্ন প্রজার সংখ্যা নিতান্ত অল্প, অপরতঃ তাঁহাদের পক্ষেও দিবা-ভ্রমণ নিষিদ্ধ সুতরাং মিবারের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেও মানব-কণ্ঠ-ধ্বনি শ্রবণ করা যাইত না।

স্বয়ং প্রতাপসিংহও স্ত্রীপুত্রাদি সঙ্গে লইয়া বনারণ্য মধ্যে বৃক্ষ-মূলে বাস করিতেন। তাঁহাদের সে অসহনীয় ক্লেশের কথা কি বলিব! সেরূপ অবক্তব্য যাতনা-সঙ্কুল রাজ-পদ অপেক্ষা ছিন্ন-কন্থা-ধারী ভিক্ষুকের অবস্থাও শ্রেয়ঃ! যুবরাজ অমরসিংহ সে সময় বালক।

এইরূপে পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইল, কিন্তু তথাপি রাজ্যের কোনই উন্নতি হইল না। মহারাণা দেখিলেন,—নিরন্তর অরণ্যে বাস করিলে ও যবনদিগের আক্রমণ হইতে পরিরক্ষিত থাকিলেও মিবারে সৌভাগ্যের পুনরাবির্ভাব হওয়া অসম্ভব। বলবিক্রমে স্বাধীনতা ও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেই উন্নতির সম্ভাবনা, এ বনে বসিয়া তাহা কিরূপে হইবে? রাজধানীতে থাকিয়া বুক পাতিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। তিনি তদর্থে কমলমর নামক দুর্গ-সম্পন্ন নগর পুনঃসংস্কৃত করিয়া তথায় স্বজনগণ সহ আসিয়া রাজধানী সংস্থাপন করিলেন।

যে কয়জন প্রধান ব্যক্তি মহারাণাকে অবিচলিত চিত্তে শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার উন্নতি ও অবনতির সহিত আপনাদের উন্নতি ও অবনতি মিশাইয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কুমার অমরসিংহ ও কুমার রতনসিংহ ব্যতীত আরও তিনজন বিশেষ প্রশংসার্হ। সে তিনজন শৈলম্বর-রাজ, দেবলবর-রাজ এবং ঝালা-রাজ। শৈলম্বর-রাজ, মহারাণা প্রতাপসিংহের সমবয়স্ক—তাঁহাদের উভয়ের হৃদয়ে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের বন্ধন ব্যতীত আত্মীয়তার দৃঢ়-বন্ধন ছিল। দেবলবর-রাজ বৃদ্ধ। তাঁহার ধবল শ্মশ্রু ও ধীরকার্য্য জ্ঞানের পরিচায়ক। মিবারের যখন হীনদশা উপস্থিত হইল, তখন তিনি ধন-প্রাণ-রক্ষার্থে যবনের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে তেজের অঙ্কুরও আছে, তাহারা

সেরূপ হীন ভাবে কতদিন থাকিতে পারে? ধন যায় যাউক, তথাপি মিবারের হিতার্থে জীবন ব্যয় করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়া দেবলবর-রাজ পুনরায় আসিয়া মহারাণার নিকট সবিনয়ে ক্রটী স্বীকার করিয়াছেন ও তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। ঝালা-রাজ সর্ব্বদা মহারাণার সমীপে অবস্থান করিতেন না বটে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে মহারাণার নিমিত্ত জীবন দিতে তিনি কিছুমাত্র কাতর ছিলেন না। এতদ্ভিন্ন আর এক ব্যক্তি সতত মহারাণার সমস্ত পরামর্শে লীন থাকিতেন। তিনি মন্ত্রী—তাঁহার নাম ভবানীসহায় (ভামা সাহ)। তাঁহাব আকৃতি দেখিলে তাঁহাকে কুৎসিৎ বলিলেও বলা যাইত, কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহাকে যে উদার হৃদয় দিয়াছিলেন, সেরূপ হৃদয় লইযা মনুষ্যত্ব করা অল্প মানবের সৌভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। মহারাণার প্রতি ভক্তি ও দেশের কল্যাণকর কার্য্যই তাঁহার প্রিয়কার্য্য। মন্ত্রণা তাঁহার সাধন হইলেও অসিধারণে তিনি অপটু ছিলেন না।

প্রতাপসিংহ রাজ্যলাভ করিবার পাঁচ বৎসর পরে ঘটনা এই আখ্যায়িকায় স্থান পাইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চারণ।

বৈকালে মহারাণা প্রতাপসিংহ, শৈলম্বর-রাজ ও মন্ত্রী ভবানী-সহায় কমলমর দুর্গের উপরে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার এখনও বিলম্ব আছে। দূরে উদয়পুর নগরের সৌধ-শিরে ও মন্দির-ধ্বজায় স্বর্ণ-বর্ণ সৌরকররাশি প্রতিভাত হইতেছে। ঘন কৃষ্ণ মেঘমালর ন্যায় অর্ব্বলী পর্ব্বত চতুর্দ্দিকে উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান

থাকিয়া জগতের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে—মিবারের ভূত ঘটনাবলীর সাক্ষ্য দিতেছে।—কারণ তদপেক্ষা রাজবারার চঞ্চলা অদৃষ্টলিপির উৎকৃষ্টতর সাক্ষী আর কে আছে? অর্ব্বলী-হৃদয়ে রাজবারার কতই উম্মাদকাহিনী অঙ্কিত আছে! রাজবারার উৎকৃষ্ট শোণিত-বিন্দু সমস্ত অর্ব্বলীর স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে; অর্ব্বলী চিরকাল বক্ষ পাতিয়া রাজবারার প্রধানগণের পদ-চিহ্ন ধারণ করিয়াছে; অর্ব্বলীর গুহায় গুহায়, কন্দরে কন্দরে রাজবারার বীরকীর্ত্তির নিদর্শন আছে; অর্ব্বলী রাজবারার দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের, সুখ ও দুঃখের জীবন্ত সাক্ষী।

মহারাণা প্রতাপসিংহ ও তাঁহার বন্ধুগণ বসিয়া কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছেন। কি মনে হইল সহসা উঠিয়া মহারাণা পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি অতি দূরস্থ ছায়াবৎ চিতোর নগরের ভগ্নচূড় দেবমন্দির, শ্রীভ্রষ্ট প্রাসাদ প্রভৃতি অবশেষ-সমস্তে নিবদ্ধ হইল। তিনি এমনি উন্মনা হইয়া উঠিলেন যে, যেন দেখিতে লাগিলেন বিগলিত-কুন্তলা, শ্রীহীনা ভবানী কল্যাণী দেবী ভগ্ন মন্দিরোপরে দাঁড়াইয়া বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতেছেন। বহুক্ষণ এইরূপ দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেদিক হইতে চক্ষু ফিরাইলেন। সেই সময় একজন পরিচারক নিবেদিল,—

"অন্তাল নগরের চারণ দেবীসিংহ নিম্নে অপেক্ষা করিতেছেন।"

মহারাণা সকলের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—

"তাঁহাকে এই খানে লইয়া আইস।"

অচিরে দেবীসিংহ উপস্থিত হইলেন। মহারাণা ও অপর

সকলে তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। দেবীসিংহ একে একে মহারাণা ও তদনুচরগণকে সম্মান জ্ঞাপন করিলেন।

দেবীসিংহের বয়স ষষ্টি অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার মস্তক বহ্বায়ত শ্বেত উষ্ণীষে সমাবৃত—উষ্ণীষের পার্শ্ব দিয়া কয়েক গুচ্ছ ধবল কেশ প্রকাশিত। তাঁহার বদন শ্মশ্রুবিহীন—গুম্ফ নির্ম্মল শ্বেত ও উভয় পার্শ্বে বহু বিস্তৃত। ভ্রূ ও চক্ষুর লোম সমস্ত ধবল বেশ ধারণ করিয়াছে। দেবীসিংহের দেহ শ্বেত স্থূল পরিচ্ছদে আচ্ছন্ন। পৃষ্ঠে একখানি প্রকাণ্ড ঢাল এবং স্থূল শুভ্র কোমর-বন্ধে একখানি তরবার ও একখানি কিরীচ বিলম্বিত। দেবীসিংহের দেহ উন্নত—বদন চিন্তাযুক্ত—মূর্ত্তি গম্ভীর। বয়স যতই কেন হউক না, স্বাভাবিক শ্লথতা তাঁহাকে অধীন করিতে পারে নাই। দেবীসিংহ মহারাণাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"এক্ষণে কি স্থির করিয়াছেন?"

প্রতাপসিংহ বলিলেন,—

"যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধ করিব।"

দেবী। উত্তম।

ভবানীসহায় বলিলেন,—

"কিন্তু কি ভরসা—আমাদের কি আছে?"

বৃদ্ধ দেবীসিংহের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল; তিনি কহিলেন,—

"কাহার কি থাকে? আমাদের আমরা আছি। যদি না পারি তবে এরূপ কলঙ্কিত জীবন বহিয়া থাকা অপেক্ষা মরণে ক্ষতি কি?"

মহারাণা বলিলেন,—

"ঐ কথা। ভবানী জানেন কেন এতদিন এ কলঙ্ক বহিলাম—ধিক্!"

দেবী। যত্নে কি না হয়? তেজ, উদ্যম, ভরসা।

মহারাণা কহিলেন,—

"দেব! আমার হৃদয় তেজ, উদ্যম বা ভরসা শূন্য নহে। আমি এখনও দেখিতেছি ঐ চিতোরের ভগ্নচূড় মন্দির-মস্তক হইতে যেন শ্রীহীনা আলুলায়িত-কুন্তলা কল্যাণী দেবী আমায় অভয় দিয়া বলিতেছেন, 'বৎস! মিবারের পুনরুদ্ধার তোমার দ্বারাই ঘটিবে।' মরি বা বাঁচি দেখিব মিবার থাকে কি না।"

দেবলবর রাজ বলিলেন,—

"যদি আপনার দ্বারা না হয়, তবে আর আশা নাই।"

দেবীসিংহের নয়ন আবার প্রদীপ্ত হইল। কহিলেন,—

"মানব যাহা করিয়াছে, মানব তাহা কেন পারিবে না? মিবারের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত হীন হইলেও ইহার আশা আছে! এইরূপ ঘোরান্ধকারে মিবার বার বার সমাচ্ছন্ন হইয়াছে—আবার সুখ-সূর্য্যের উদয়ে আলোকিত হইয়াছে। এবারও কেন তাহা না হইবে? যদি তাহা না হয় তবে আমাদের হৃদয়ই নিন্দনীয়। হায়! পূর্ব্বে যে হৃদয় লইয়া রাজপুতগণ জগৎ পূজিত ছিলেন, এক্ষণে আমাদের সে হৃদয় নাই—সে উদ্যম নাই, সে অদম্য স্পৃহা নাই, সে উচ্চ আশা নাই, সুতরাং এক্ষণে আমাদের এই হীনতা, এই দুর্দ্দশা, এই অপমান।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উন্মত্তভাবে গায়িতে লাগিলেন,—

"কোথায় সে দিন মনের গরবে
হাসিত ভারত যেদিন সুখে?
কোথায় এখন স্বাধীনতা ধন?
পর নিপীড়ন, ভারত-বুকে।

"হায়! হায়! হায়! একি হেরি আজি
কাঙ্গালিনী বেশে রাজার মাতা
মলিন বসন, নাহিক ভূষণ;
শীর্ণকায় হায়! জীবন-মৃতা!

"কি গায়িব আজি? গায়িতে কি আছে?
সকলি লুটেছে যবনদল।
ভারত এখন শ্মশান সমান
শুষ্ক মরুভূমি যাতনা স্থল।

"ঐ যে চিতোর আলু থালু বেশা,
কবরী বিহীনা নারীর মত,
ভূষণ বিহীনা, শ্রীহীনা নবীনা,
বিধবা কামিনী রোদনে রত;

"উহার এদিন ভাবিলে সতত
কাঁদিয়া উঠে হে আকুল প্রাণ;—
সলিলে প্রবেশি, হলাহল খাই,
আছাড়িয়ে মাথা কবি শত খান্।"

মহারাণা উৎপৎস্যমান শোক-প্রবাহ প্রশান্ত করিবার নিমিত্ত বক্ষে হস্তদ্বয় চাপিয়া বার বার পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন; চাবণ দেবীসিংহ সংক্ষুব্ধ স্বরে হস্তান্দোলন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—

"ভাবিয়ে দেখহে সেদিনের কথা
যেদিন চিতোর স্বাধীন ছিল,

সেই শুভদিন মনে কর সবে
যে দিন বাপ্পা জনম নিল।

"ত্রিকূটের পদে নগেন্দ্র নগরে
খেলিছে বালক বাপ্পা রায়,
বালক যখন তখন হইতে
যশের সৌরভ দিগন্তে ধায়।

"সোলাঙ্কির বালা ঝুলুনি খেলিতে
ছয়শত সখি সঙ্গেতে লয়ে,
আম্র উপবনে মনের আনন্দে
গিয়েছে হরষে যতেক মেয়ে।

"ঝুলুনি খেলিবে নাহি তার দড়ি
ভাবিয়ে আকুল, মরমে মরে;
গোপাল লইয়া দরিদ্র বাপ্পা
ছিল সেই মাঠে, জীবিকা তরে।

" 'হাসিতে হাসিতে নরেশ-নন্দিনী
বলিল তাহাকে দড়ির কথা।
বাপ্পা কহে 'তাহে কি ভয় তোমার?
'দিইতেছি দড়ি আনিয়া হেথা।

" 'আগে হ'ক তবে বিবাহের খেলা
'ঝুল্ ঝুল্ খেলা খেলিও শেষে।'
ভাবিয়া চিন্তিয়া বালিকার দল
ধরিল তাহার হাত হরষে!

"কুমারীর বাস,গোপালের বাসে
বাঁধিয়া দিলেক সকলে মিলে,
পাক দিল সবে শাস্ত্রের বিধানে
আনন্দেতে আম্র গাছের মূলে।

"হইল বিবাহ খেলার ছলে,
শুনিলা নরেশ দুদিন পরে;
রাখাল বালক করেছে বিবাহ
রাজার দুহিতা গোপন করে।

"আজ্ঞা দিলা রাজা বাঁধিতে বাপ্পায়,
শুনিয়া বালক ব্যাকুল ভয়ে;
গিরির গুহায় পলাইয়া যায়
ভীল দুইজন সঙ্গেতে লয়ে।

"চিতোরের যত মোরী রাজা ছিল
তারা আদরিল বাপ্পায় অতি;
সামন্তের পদে অভিষেক তায়
করিল আদরে মোরীর পতি।

"সমরে অটল প্রবল প্রতাপ—
শাসিল বাপ্পা যবনগণে;
গজনি নগরে বিজয় কেতন
উড়াইল বীর তেজের সনে।

"চিতোরের ছত্র ক্রমেতে শোভিল
বাপ্পার শিরে ছটার মত।

রাজ, উপরাজ, সামন্ত প্রধান
ভীতভাবে সব হইল নত।

"'হিন্দু-সূর্য্য' আর 'রাজ-গুরু' দেব
হইল সেহতে বাপ্পার নাম।
ভবেশের দাস, দেবের চিহ্নিত,
অজর, অমর, বিজয-কাম।

"সেই কাল হতে চিতোরের দ্বার
দেবাদেশে মুক্ত হইয়ে গেল,—
নাচিল অপ্সরা, গাইল কিন্নর,
প্রসুন বর্ষিল দেবের দল।"

দেবলবর-রাজ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"হায়! কি দিনই গিয়াছে।"

দেবীসিংহ বলিলেন,—

আবার শুনুন্—

"কাগার সমরে দুরাত্মা যবন
নাশিল ভারত বীরের দল।
হ'ল অন্ধকার, গেল গেল সব
ধরম করম অতল তল।

"চিতোরের রাণা ধীর বীরবর
'যোগীন্দ্র' উপাধি সমর রায় (সিংহ)
ত্যজিল জীবন কাগার সংগ্রামে,
কবি বীরপণা—কহা না যায়।

"পৃথা রাণী তাঁর, নবীন কুসুম,
চিতায় আরোহী জ্বলিয়া গেল।
দেশ ছারখার, শোণিতের ধার
প্রবল বেগেতে বাহিত হ'ল।

"এই চিতোরের কি দশা তখন
স্মরণ করহে ধীমানগণ!
শিশু কর্ণ হাতে রাজ-কার্য্য-ভার,—
রাণী কর্ম্মদেবী ব্যাকুল মন।

"কিতব-কিঙ্কর কুতব আসিল,
হরিতে চিতোর স্বাধীনতায়।
স্মরিয়া মহেশে, দেবী কর্ম্মদেবী
দিলা গিয়া তেজে আটক তায়।

"হইল সমর অম্বরের দেশে
কল্যাণীর মত যুঝিলা বামা,
পরাজিত করি নিজ বাহু-বলে
তাড়াইয়া দিলা কুতবে বমা।

"সমস্ত ভারত ক্রমে ক্রমে হায়
যবন চরণে বিনত হ'ল,
কেবল চিতোর কর্ম্মদেবী তেজে
অটল ভাবেতে স্বাধীন র'ল!

"সেকথা স্মরিলে এখনও উল্লাসে
নাচিয়া উঠে এ অবশ প্রাণ,

হর্ষ, ঘৃণা, রাগ এ মৃত হৃদয়ে
করে পুনরায় জীবন দান।

"রমণীর মনে যে তেজ আছিল
এখন কোথায় সে তেজ আর ?
গত যত বল, রোদন এখন
চিতোর অদৃষ্টে হয়েছে সার।"

মহারাণা দন্তে দন্তে নিপীড়ন করিয়া বলিলেন,
"কেন মরি নাই ?"

দেবীসিংহ কহিলেন,—
"আর এক দিন—

"আর এক দিন চিতোর অদৃষ্টে
ঘটিল ঘটনা কাহিনী শুন।
চোহান-তনয়া পদ্মিনী সুন্দরী—
অতুল ভুবনে সে রূপ গুণ।

"শোভার ভাণ্ডার পদ্মিনীর কথা,
জগত জুড়িয়া হইল খ্যাত।
বাদশাহ আলা শুনিয়া সে কথা
হইয়া উঠিল পাগল মত।

"লম্পট দুরন্ত ত্যজি লাজ-ভয়
ভীমসিংহে কয় মনের কথা ;—
'দেখিবারে চাই দর্পণেতে ছায়া
'বারেক তোমার পদ্মিনী যথা।'

"যে কাল সমর উঠিল তাহাতে
স্মরিলে এখনো উপজে ভয়।
বালক বাদল, রাণা ভীমসিঙ্
আর যোধ যত গণা না যায়,

"যুঝিল অনেক ; রহিল না বীর ;
বহিল শোণিত প্রবাহি নালা।
অদৃষ্টের গতি কে খণ্ডাতে পারে ?
জয় পরাজয় বিধির খেলা !

"হ'ল পবাজয ; চক্রেব গতিতে
চিতোর পড়িল যবন করে।
প্রাসাদ উপরে আছিলা পদ্মিনী
ব্যাকুলা সংবাদ পাবার তরে।

"দ্বাদশবর্ষীয় বালক বাদল
শোণিতাক্ত দেহে আসিল তথা ;
কহিলেক, 'মাতঃ ! কি দেখিছ আর ?
আমাদের আশা বিলুপ্ত হেথা।'

"কহিলা পদ্মিনী, 'বল্‌রে বাছনি
'কিরূপ আছেন পিতৃব্য তব ?'
'কি বলিব দেবি ! শোণিত শয্যায়
'পাতিয়া গৌরবে নিহত শব,

" 'অসভ্য যবন করি উপাধান,
'নাশি শত্রুরাশি, লভিয়ে মান,

'ত্যজি এই দেহ ভীমসিংহ রায়,
'অমর লোকেতে লভিলা স্থান।'

"কহিলা সুন্দরী, 'বল্‌রে বাদল!
'যুঝিলা কেমন প্রাণেশ মম?'
কহিলা বাদল, যুড়ি দুই কর
'দেখি নাই কভু তাঁহার সম।

" 'এই মাত্র জানি, যশ অপযশ
'বিপক্ষ জনেরা ঘোষণা করে,
'ছিল না সমরে একটিও অরি
'তাঁর যশাযশ প্রচার তরে।'

"হাসি সুবদনী আশীষি বাদলে
বিদায় করিলা বিধবা রাণী।
পুরের ভিতর রাণীর আদেশে
জ্বালিলেক চিতা অনল আনি।

"জ্বলিল অনল, ধিকি ধিকি ধিকি,
উজলিল তায় তাবত দেশ;
একে একে একে আসিল তথায়
চিতোরের নারী পরিয়ে বেশ।

"নূতন বসন পরিয়ে তখন
দুলাইয়ে গলে জবার মালা,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ঘৃতের আহুতি
পূজিলা অনলে বীরের বালা।

"সাঙ্গ হলে পূজা, সঙ্গীত-প্রবাহে
বসুধা আকাশ প্লাবিত করে,
অনলে বেষ্টিয়া, মহিলার দল
গাইতে লাগিল সমান স্বরে।

"নন্দন কাননে দেবতার দল
শুনিলা সে গীত স্তবধভাবে।
ক্ষিরোদবাসিনী লক্ষ্মী সনাতনী
ব্যাকুল হৃদয়ে পুছিলা তবে।

" 'কহ নারায়ণ! কাঁপিছে অবনী,
'পাতাল, স্বরগ,—কিসের তরে?
'পশু পক্ষী যত নীরব নিচল,
'কে যেন জীবন লয়েছে হরে!

" 'বহিছে না বায়ু—চিরক্রীড়াশীল—
'নড়িছে না পাতা, অচল সব।
'মন্দাকিনী বেগ শিথিল হয়েছে
'নাহি কুল কুল গতির রব!

" 'হ্যাদে দেখ হোথা স্থানুর ললাটে
'ধক্ ধক্ ধক্ আগুণ জ্বলে!
'ছাড়িয়ে স্বরগ, বসুধা ভেদিয়া
'পশিতেছে যেন পাতাল-তলে!

" 'পুনঃ দেখ দেখ নাচিছে মহেশ,
'সঙ্গেতে জুটেছে ভৈরব কত!

'নাগদল দেখ এলায়ে পড়িছে
'জীবন-বিহীন মরার মত।

" 'হেথা একি নাথ! দেবেশ-হৃদয়ে,
'পড়েছে ঢুলিয়া দেবের রাণী!
'কবরী বন্ধন খুলিয়ে গিয়েছে,
'বাঙ্‌ময়ী শচী কহে না বাণী!

" 'আরও চমৎকার দেখহ প্রাণেশ
'বসিয়ে আছেন শচীর পতি,
'শচীব কারণে নহেন ব্যাকুল
'আব কি আনন্দে বিভোর মতি!'

"কহিলা তখন জগতেব পতি
'শুন মন দিয়া হৃদযেশ্বরি!
'রাখিতে সতীত্ব—জাতীয গৌরব,
'অনলে পশিছে ভারত-নারী।

" 'জগতে অতুল সতীত্ব-রতন
'মহিমা তাহার তাহারা জানে,
'রাখিতে সে ধন অটুট অক্ষয়,
'পরাণ তাহারা সামান্য গণে।

" 'বসুধা ভিতরে আর্য্যনারী সম
'বমণীবতন নাহিক আর,
'কীর্ত্তি তাহাদের দেবের বাঞ্ছিত,
'মিলে না কোথাও তুলনা তাব।

" 'সহস্র সহস্র রমণীরতন
'পশিছে চিতায় আনন্দ মনে—
'উপেক্ষি যৌবনে, রূপের তরঙ্গে,
'ভোগের আশায়, বিষয়, ধনে।

" 'গাইছে তাহারা সমস্বরে গীত,
'সে গীতের ধ্বনি পশিছে যথা,
'পুণ্য, পবিত্রতা, ধর্ম্ম, স্বর্গসুখ,
'অতুল আনন্দ সিঞ্চিছে তথা।

" 'স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা, মানব,
'সে গীতের ধ্বনি যাহার কাণে,—
'লভিছে প্রবেশ—হতেছে সে জন,
'আনন্দে উন্মত্ত, বিভোর প্রাণে।

" 'সে গীতের হেতু নাচিছে মহেশ,
'এলায়ে পড়েছে শচীর দেহ,
'স্তব্ধ মন্দাকিনী, নিচল পাদপ,
'আপনে আপনি নাহিক কেহ।

" 'তুমি সুবদনী শুন মন দিয়া
'তোমারও আসিবে ঘুমের ঘোর,
'আনন্দ উন্মাদ ছাইবে অন্তর,
'প্রেমেতে হইবে হৃদয় ভোর।'

"হৃষীকেশ বুকে রাখিয়া মস্তক
শুনিলা বিস্ময়ে কেশব-প্রাণ—

রাজপুতবালা অনলে বেষ্টিয়া
করতালি দিয়া গাইছে গান ;—

" 'যাই যাই প্রাণনাথ ! ত্যজি এ জীবন,
'অনলে কি ডরি, দেব ! লভিতে চরণ ?

'জ্বলিছে অনল যাহা,
'প্রিয় বলে মানি তাহা,
'লয়ে যাবে আমাদের সৌর-নিকেতন,
'সে সুখের বিনিময়ে কি ছার জীবন !

এমন সুদিন তবে
বল আর কবে হবে ?
'হাস আজি প্রাণ ভরে সহচরীগণ,—
'সুখে থাক বিভাবসু—শোক-বিনোদন !

' বিলম্বে কি প্রয়োজন,
' কর ত্বরা আয়োজন,
'চল সবে করি গিয়া অনলে শয়ন—
'কুসুমিত সুকোমল শয্যায় যেমন ।

' শুন যবনের রব,
' আসিছে ছুটিয়ে সব,
'আসিতে আসিতে হই অনলে মগন,
'জীবন যৌবন দেহ করুক গমন ।

' দেখে সেই ভস্মস্তূপ,
' বুঝিবে যবন ভূপ,

'জীবন্ত ধর্ম্মের ভাব উথলে যখন,
'মানব অক্ষম হায়! রোধিতে তখন।

' সে পবিত্র ভস্মরাশি,
' উড়িবেক দিশি দিশি,
'করিবে মানব তেজে ধিক্কার প্রদান—
'যবনের বাসনার বিদ্রূপ বিধান।

' ঢাল ঢাল হবি আর,
' চন্দন কাষ্ঠের ভার,
'পাবকে প্রবল কব মনের মতন,—
'ঐ দেখ ডাকিছেন হৃদয়ের ধন!

' ক্ষম অপরাধ নাথ,
' এখনি তোমার সাথ,
'মিলিযা লভিব দেব! অক্ষয জীবন,
'সেবিব মনের সুখে কাঙ্ক্ষিত চরণ।

' ঢাল ঢাল হবি আর,
' চন্দন কাষ্ঠের ভার,
'পাবকে প্রবল কর মনের মতন
'নাচুক অনল শিখা ভেদিয়া গগন।

' বম্ বম্! হর হর!
' উমানাথ! দিগম্বর!
'ভূতনাথ! ভোলানাথ! বিপদভঞ্জন!
'রক্ষ রক্ষ অবলায় শ্রীমধুসূদন!'

"এত বলি সব মহিলা মণ্ডলি
ঝাঁপ দিলা ক্রমে অগিনি মাঝে—
ভুবন মোহিনী নবীনা কামিনী
আবরিয়া কায় মোহিনী সাজে!

"সুকুমার ফুল রূপের লতিকা
অকালেতে হায় খসিয়ে প'ল,
পশিয়া অনলে, অনল-বরণা—
অনলে অনল মিশায়ে গে'ল।

"শত শত শত স্বরগ দুয়ার
তখনি আপনি খুলিয়া গেল,
নন্দন হইতে সুরভির ভার
বহিয়া আনিল মলয়ানিল।

"মধুর বাতাসে পূরিল বসুধা
প্রেমের আনন্দে যাইল ভ'রে,
চেতনাচেতন জীব অগণন
ভাসিল অবশে সুখের সরে।

"শত শত শত অপ্সরী কিন্নরী
নামিল ভূতলে ধরিয়ে তান—
পরম যতনে মহিলার দলে
লইয়া চলিল স্বরগ স্থান।

"ভাতিল স্বরগ দ্বিগুণ বিভায়
যেমন তাঁহারা পশিলা তথা;

শত দিবাকর, শতেক নন্দন,
শত কল্পতরু দেখাল সেথা।

"স্বয়ং পিণাকী হ'য়ে অগ্রসর
আশীষিলা সুখে বামার দলে ;—
'ভূতলে অতুল তোমাদের যশ,
'অমর তোমরা কীর্ত্তির বলে ;

" 'যতদিন ভবে চন্দ্র সূর্য্য রবে
'রবে ততদিন এই সুনাম ;
'সুখে রহ সবে নিজ পতি পাশে ;
'যাও সুলোচনে দিনেশ ধাম।

" 'গাইবে স্ববগ, গাইবে বসুধা,
'জয় জয় জয় ভারত নারী
'ভূতলে অতুল তোমাদের পেয়ে
'ধন্য হ'ল আজি জগৎ পুরী।'

"সুরভি কুসুম বিস্তারিয়া পথে,
দাঁড়ায় দুপাশে অমরগণ,
মাঝ খান দিয়া হাসিতে হাসিতে
আনন্দে চলিলা রমণীগণ।

"যেথা দিয়া তাঁরা চলিতে লাগিলা
গাইতে লাগিলা অসুর অরি ,—
'ভূতলে অতুল তোমরা লো সবে,
'জয় জয় জয় ভারত নারী।' "

মহারাণা প্রতাপ সিংহের নয়নে আনন্দাশ্রু আবির্ভূত হইল। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শৈলম্বর রাজ বলিলেন,—

"হায়! সেই মিবার!"

দেবীসিংহ আবার গাইতে লাগিলেন,—

"চলিলেক আলা লইতে চিতোর,
দেখিলেক তাহা শ্মশান স্থল—
শোণিতে শবেতে পূরিতা নগরী,
নিহত সমরে বীরের দল।

"যেদিকে নয়ন ফিরাইল আলা
পরিহাস তায় বারম্বার
করিতে লাগিল, জনহীন পুর,
প্রাণহীন দেহ, শোণিত ধার।

"পশিলা বাদশা প্রাসাদ ভিতরে,
দেখিলা তখনও জ্বলিছে চিতা,—
পুড়িয়াছে যত মহিলামণ্ডলী
যবন-দৌরাত্ম্যে হইয়া ভীতা।

"হু হু হু হু করি জ্বলিছে অনল
অনিলে ছুটিছে তাহার শিখা;
কাঁপিয়া উঠিল যবন রাজন—
এমন কখন হয়নি দেখা!

"ছুটিতেছে শিখা এদিক ওদিক
কভুবা আসিছে বাদশা পাশে;

ভাবিল ভূপতি ধাইছে অনল
আমাকেই বুঝি গ্রহণ আশে।

"সভয়ে তখন যবন রাজন
দুই চারি পদ পিছায়ে গেল,—
স্থানের মাহাত্ম্যে পাষাণের হিয়া
আজিকে ভয়েতে আকুল হ'ল!

"দেখিলেক যেন চিতার মাঝারে
পড়িয়া রয়েছে অযুত দেহ;—
সুকুমার কায়, দহেনি অনলে!
গাইছে কেহবা, হাসিছে কেহ!

"তখনি দেখিলা নাহি সেইরূপ!
পুরিয়াছে চিতা বিকৃত জীবে!
জ্বালায় যন্ত্রণায় অধীর হইয়া
ছুটাছুটি হায়! করিছে সবে।

"পলাই পলাই ভাবিয়া ভূপতি
ফিরিয়া দেখিলা প্রাসাদ পানে,
খল্ খল্ খল্ ভয়ানক হাসি
চারিদিক হতে পশিল কাণে!

"শূন্য নিকেতন, মুক্ত গৃহদ্বার,
সে সব ভেদিয়া হাসির ধ্বনি,
কাঁপাইয়া দিল যবনের হিয়া—
চাপিলা দুকাণ, প্রমাদ গণি!

"বিকট ধ্বনিতে কহিলা তখন,
'কি দেখিছ ভূপ!' অদৃষ্টচর ;
চমকি উঠিল বিধর্ম্মী যবন
চাহিলা সভায় দিগ্দিগন্তর!

"'কি দেখিছ ভূপ? ভাবিয়াছ মনে
'ক্ষমতা তোমার অটুট ধন ;
'বুঝিযাছ মনে উৎপীড়ন স্রোতে
'ভাসিয়া যাইবে ক্ষত্রিয়গণ!

"'ত্যজিবে সম্মান, জাতীয় গৌরব,
'আশ্রিত হইবে চরণে তব,
'হিন্দু সীমন্তিনী সেবিকা করিয়া
'সুখের সাগরে সাঁতার দিব।

"'না শুনে যদ্যপি হিন্দুরা একথা—
'অসি আছে হাতে কিসের তরে?
'সমরে নাশিয়া, অধীন করিয়া,
'বাসনা মিটাব হৃদয় ভরে।

"'ভ্রান্ত ম্লেচ্ছরাজ! তোমার সিদ্ধান্ত
'নিতান্ত অসার, এখন দেখ।
'জ্ঞান উপার্জ্জন হয়না সহসা,
'এখন নরেশ ঠেকিয়া শেখ।

"'কোথায় পদ্মিনী, নবীনা কামিনী,
'যার কথা শুনে ক্ষেপিয়াছিলে?

'যাহার কারণে শোণিতের স্রোতে
'বসুধা প্লাবিত করিয়া দিলে ?

" কোথায় এখন, হে ইন্দ্রিয় দাস !
'পদ্মিনী সুন্দরী কোথায় গেল ?
'জলের আশায় ছুটাছুটী করে
'আগুন আসিয়া পুড়িতে হলো !

" 'দেখিছ যে চিতা, উহার অনলে
'পুড়িয়া পদ্মিনী হয়েছে ছাই ,
'করেছ যে সাধ, লম্পট বর্ব্বর !
'মিটিবার আর উপায় নাই।

" 'ভেবেছিলে তুমি হে অদূরদর্শী !
'হইবে যবন চিতোররাজ ;—
'প্রজাহীন দেশে, জনহীন স্থলে
'কর এবে ভূপ রাজার কাজ।

" 'পড়িয়া রয়েছে সম্মুখে তোমার
'সোণার চিতোর—শ্মশান ভূমি !
'কি ভাবিয়া এলে, কি ফল ফলিল—
'কাঞ্চনে অঙ্গার লভিলে তুমি !

" 'ভেবেছিলে মনে, সমরে পুরুষ
'মরে যদি সব তাহে কি হানি ?
'সুন্দরী সকল জীবিতা রহিলে,
'অতুল সম্পদ বলিয়া মানি।

" 'যবন ভূপাল !' যবনের মত
'বিচার বিধান করিয়াছিলে ;
'জানিতে না তুমি, কুলের কামিনী
'ত্যজে না সতীত্ব সংসার দিলে।

" 'পুরুষের দেখ চিহ্ন পড়ে আছে,
'হেথায় সেথায়, দেখিলে পাবে,—
'রমণীর দল কোথায় গিয়াছে
'চিহ্ন তার আর নাহিক ভবে।

" 'এমন যে দেশ, বিধর্ম্মী ভূপাল !
'করিতে এসেছে তাহারে জয় !
'অসির ভয়েতে নহে তাহা ভীত
'জয় করা তাহা সুসাধ্য নয়।

" 'ক্ষমতা তোমার নিতান্ত অসার
'রাজপুতগণ অন্তরে গণে।
'রাখিতে সম্মান অতি অকাতর,
'ত্যাগ করে তারা জীবন ধনে।

"এ দেশে তোমার নাহি কোন আশা
'অসি তব পুনঃ পিধানে লও
'যে দেশে মানব কৃপাণ দেখিলে
'ভয়ে হয় জড়, তথায় যাও।

"তাহারা এখনি কাতরে পড়িবে
'আসিয়ে তোমার চরণ তলে,

'দাবী দিবে তারা বাছিয়া বাছিয়া,
'মানিবে তোমায় দেবতা বলে।'

"আবার আবার হইল তখন
অতি ভয়ানক হাসির রোল।
আলা বাদসাহ, হইয়া উঠিল
মন্ত্রমুগ্ধ প্রায় শুনিয়া গোল!

"চাহিয়া দেখিল এদিক ওদিক
নাহি কোন খানে একটী জন—
ভয়ে ভয়ে ভয়ে, পায়ে পায়ে পায়ে
বাহিরে আসিল ব্যাকুল মন।

"এইরূপে হায়! চিতোর নগর
যবন পীড়নে বিনষ্ট হলো।
বহুকাল পরে হামীর সুধীর
আবার তাহায় জীবন দিলো।

" শোভিল চিতোর স্বাধীন হইয়া
ভাসিল মানব সুখের নীরে;
হিন্দুর নিশান উড়িল আবার
চিতোর নগরে প্রাসাদ-শিরে।

"কত কত কত হইল রাজন,
ভুবনে অতুল তাঁদের যশ।
সাধি হিত কাজ, নাশি শত্রু কুল
মানবমণ্ডলী করিলা বশ।

"বলিতে হইলে সে সব কাহিনী
সপ্ত দিবানিশি বহিয়া যায় :
স্মরিলে তাঁদের নিরুপম কথা
অশ্রুবারি বক্ষ ভাসায়ে ধায়।

"তাঁদের প্রভায় সমস্ত মিবার
হইয়া উঠিল উজ্জলতর ;
হাসিল ভারত মনের আনন্দে,
পাইয়া সে সব কুমার বর।
কিন্তু হায়———

"কোথায় সে দিন মনের আনন্দে
হাসিত ভারত যেদিন সুখে ?
কোথায় এখন স্বাধীনতা ধন ?
পর নিপীড়ন, ভারত বুকে।

"ঐ যে চিতোর আলু থালু বেশ,
কবরীবিহীনা নারীর মত,
ভূষণবিহীনা, শ্রীহীনা নবীনা,
বিধবা কামিনী, রোদনে রত।

"উহার এ দিন ভাবিলে সতত
কাঁদিয়ে উঠে এ আকুল প্রাণ,
সলিলে প্রবেশি, হলাহল খাই,
আছাড়িয়ে মাথা করি শত খান্।

"ধিক্ উদিসিংহে তাঁহারই সময়ে
এ ঘোর——"

মহারাণা প্রতাপসিংহ চারণের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"না—ও কথায় আর কাজ নাই।"

বহুক্ষণ অবনত মস্তকে চিন্তা করিয়া মহারাণা অনুচ্চস্বরে কহিলেন,—

"উদয়সিংহ—পাপ—পাপ উদয়সিংহ না জন্মিলে আজ্ কাহার সাধ্য মিবারের এ দুর্দ্দশা করে?"

শৈলম্বর রাজ কহিলেন,—

"সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সায়ংকালীন উপাসনা করা হইল না।"

দেবীসিংহ ও দেবলবর রাজ বলিলেন,—

"বটেইত—চলুন।"

একে একে সকলে দুর্গের ছাত হইতে অবতরণ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"সেই তুমি?"

সময়ে সময়ে দুই একটী ঘটনা চিত্তকে এমনি আক্রমণ করে যে, কিছুতেই তাহা হইতে মন অন্তরিত করা যায় না। তাহা হৃদয়ের সহিত এমনি মিশিয়া যায় যে, কিছুতেই তাহার ছায়া বিলুপ্ত হয় না, শয়নে, স্বপ্নে প্রতিকার্য্যে সেই ব্যাপার বিভিন্ন ভঙ্গীতে আসিয়া চিত্তক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। নাথদ্বার নগর-সমীপে বুনাস্ নদী-তীরে সেই বীর-মদোন্মত্তা কিশোরীর নিরুপম মাধুরী ও তদীয় হৃদয়ের অসামান্য প্রশস্ততা অমরসিংহের চিত্তকে এরূপ উদ্বেলিত করিয়াছিল যে, এই কয়দিন মধ্যে তিনি সেই ব্যাপার একবারও বিস্মৃত হইতে পারেন

নাই। পিতৃ-পার্শ্বে, মাতৃ-সকাশে, শত্রু-নিপাত পরামর্শে সকল সময়েই সেই ভুবনমোহিনীর আশ্চর্য্য সাহস, অপরিসীম স্বদেশানুরাগ ও অসামান্য সৌন্দর্য্য সজীব চিত্রের ন্যায় মানস-চক্ষে সন্দর্শন করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি অমরসিংহ দেশের অবস্থা চিন্তনে উদাসীন ছিলেন? যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী—তজ্জন্য সতর্কতা বিধেয়—একথা শিশোদিয়া বংশাবতংস মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র সম্পূর্ণই জানিতেন, এবং কি দিবা কি রাত্রি সততই তিনি সমরায়োজনে রত থাকিতেন।

রাত্রি এক প্রহর। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী বিশ্বভূমে অবতীর্ণা। বহুদূরে কৃষ্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত গোগুণ্ডা দুর্গ আকাশ পর্য্যন্ত মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে, চন্দ্রালোকে দুর্গ যেন অর্ব্বলী পর্ব্বতের শাখা বিশেষ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এই সময়ে যুবরাজ অমরসিংহ অশ্ব-পৃষ্ঠে গোগুণ্ডা দুর্গে গমন করিতেছেন। এখনও দুই ক্রোশ যাইতে হইবে। বেগগামী অশ্ব দ্রুতগতি চলিতেছে, হঠাৎ পার্শ্বস্থ বন মধ্য হইতে বিকট চীৎকার ধ্বনি উঠিল। অশ্ব উৎকর্ণ হইয়া পুচ্ছ আন্দোলন ও শব্দ করিল। অমরসিংহ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ব্যাপারটা কি না জানিয়া অগ্রসর হইতেও ইচ্ছা হইল না। তখন পশ্চাৎ হইতে শব্দ হইল,—

"আজি আর নিস্তার নাই। যদি জীবনের সাধ থাকে তবে বাদসাহের দাসত্ব স্বীকার কর।"

অমরসিংহ অশ্ব ফিরাইলেন। দেখিলেন, চারি জন মুসলমান তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ধনুকে তীর যোজনা করিতেছে। এক লম্ফে তাঁহার অশ্ব তাহাদের সম্মুখীন হইল। তাহাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। তখন অমরসিংহ অসিদ্বারা পার্শ্বস্থ যবনকে

আঘাত করিলেন; সে যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি করিয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেল। তিন জন মুসলমান অসি হস্তে অমরসিংহকে আক্রমণ করিল; তিনি কাহাকেও আক্রমণ করিতে অবসর পাইলেন না, কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। যবনেরা মনে মনে তাঁহার শিক্ষার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল। এরূপে কার্য্যসিদ্ধ হইবে না ভাবিয়া তাহারা এককালে অনেক-দূর পিছাইয়া গেল। অমরসিংহ সেই অবসরে ধনুক হইতে তীর ত্যাগ করিলেন; সে তীর এক জনের হস্তবিদ্ধ করিল, সুতরাং সে অগ্রসর হইতে পারিল না। অপর দুইজন সবেগে আসিয়া এককালে সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয়দিক হইতে আক্রমণ করিল। বিচিত্র শিক্ষার প্রভাবে তিনি তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে লাগিলেন। অমরসিংহ নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন—ভাবিলেন, কিঞ্চিদ্দূরে না যাইলে জয়ের আশা নাই। ইঙ্গিতমাত্র অশ্ব বিংশ হস্ত দূরে গিয়া দাঁড়াইল। অমর তখন ঘন ঘন তীর ছাড়িতে লাগিলেন। এক তীরের আঘাতে পূর্ব্বে যাহার হস্ত বিদ্ধ হইয়াছিল, এবার তাহার মুণ্ড বিদ্ধ হইয়া গেল। সে তখনই পঞ্চত্ব পাইল। তখন দুই জন মাত্র শত্রু অবশিষ্ট রহিল। একজন বেগে অগ্রসর হইয়া অমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। আর একজন দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই ব্যক্তি স্বয়ং মহাবেত খাঁ। নিয়ত অসি চালনায় অমরসিংহ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি বিশ্বময়ী ভবানীর চরণ স্মরণ করিয়া উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাবেত অলক্ষিত ভাবে, অমরের পশ্চাতে আসিল। অমর আগতপ্রায় বিপদের কিছুই জানিতে পারিলেন না। তখন জগৎহিতপরায়ণা দেবমাতার

দৈববাণীর ন্যায়, মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রের ন্যায়, অকূল সিন্ধু-নীরনিমগ্ন ব্যক্তির আশ্রয়ের ন্যায় অতি দূর হইতে শব্দ হইল।

"রাজপুত্র! ফিরিয়া দাঁড়াও। সাবধান!" নিমেষ মধ্যে রাজপুত্র ফিরিয়া দেখিলেন—জীবন গতপ্রায়—বিপক্ষের অসি উত্তোলিত। দুই জনেই তখন অমরকে আক্রমণ করিল। কিন্তু সহসা একজন মুসলমান যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া অশ্বভ্রষ্ট হইয়া পড়িল ও গতাসু হইল। অমর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিলেন,—"উহাকে কে মারিল?" কেবল মহাবেত জীবিত রহিলেন। আর যুদ্ধ করা সৎপরামর্শ নহে বিবেচনায় তিনি বিপরীত দিকে অশ্ব ফিরাইলেন। অমর ঘন ঘন তীর ছাড়িতে লাগিলেন ও তাহার পশ্চাতে অশ্ব চালাইলেন। মহাবেত পলাইতে পলাইতে কহিলেন,—

"ফিরিয়া যাও। তুমি আজি যে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছ, তাহা বড় বড় বীরের পক্ষেও শ্লাঘার বিষয়। তুমি তো বালক। এই কয় মুসলমানের বীরত্বের কথা বাদসাহও অবগত আছেন। কিন্তু ভাবিও না, অমর! এ সৌভাগ্য প্রতিদিনই ঘটিবে। যবনের দাসত্ব অবশ্যম্ভাবী বিধি-লিপি। আজি না হয় কালি ফলিবে।"

অমর বলিলেন,—

"একবার আকবরকে আসিতে বলিও—বিধি-লিপির অর্থ বুঝাইয়া দিব।"

অমরের অশ্বের ন্যায় মহাবেতের অশ্ব অধিক শ্রান্ত হয় নাই। অতএব সে বেগে ছুটিতে লাগিল, অমরের অশ্ব তাহার অনুসরণ করিতে পারিল না। তখন অমরসিংহ হতাশ হইয়া অশ্ব ফিরাইলেন। কারণ মহাবেত তখন বনান্তরালে অদৃশ্য। শ্রান্তি পরিহারার্থে ক্ষণেক বসিবেন স্থির করিয়া অশ্ব হইতে

অবতরণ করিলেন। তথন সন্নিহিত বৃক্ষপার্শ্বে দেখিলেন—বর্ষাহস্তে শ্বেতাম্বর-বিশোভিতা ভুবন-মোহিনী প্রতিমা! চন্দ্রালোকে রমণীর বদন দেখিতে পাইলেন, সবিস্ময়ে কহিলেন,—

"সেই তুমি?"

কিশোরী সম্মান সহকারে অমরসিংহকে প্রণাম করিলেন। অমর আবার কহিলেন,—

"এতক্ষণে বুঝিলাম অদ্য তোমারই উপদেশে প্রাণ পাইয়াছি, তোমারই বর্ষায় একজন যবন নিহত হইয়াছে। তোমার ঋণ ইহজন্মে শোধিতে পারিব না।"

সুন্দরী কহিলেন,—

"সে কি কথা—আমি কি করিয়াছি? যুবরাজ"—

যুবরাজ কহিলেন,—

"তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাতের আশায় নিতান্ত ব্যাকুল ছিলাম। তোমার গুণগ্রাম—তোমার—যে কখন ভুলিতে পারিব, তাহা বোধ হয় না।"

কিশোরী লজ্জায় বদন বিনত করিলেন। অমরসিংহ আবার কহিলেন,—

"তুমি আজি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?"

সুন্দরী হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমি কোথায় না থাকি? আপনি এখন কোথায় যাইবেন?"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"আমি গোগুণ্ডা দুর্গে যাইব।"

কিশোরী বলিলেন,—

"আপনি শ্রান্ত হইয়াছেন, একটু বিশ্রাম করুন—পরে দুর্গে যাইবেন। আমি এক্ষণে প্রস্থান করি।"

"তুমি এখনই যাইবে? আমি তোমাকে কত কথা জিজ্ঞাসিব মনে করিতেছি। যাহার নিকট জীবন এত উপকারে বদ্ধ, তাহার সহিত নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় অল্প সাক্ষাতে মন তৃপ্ত হয় না।"

যখন অমরসিংহ কথা কহিতেছিলেন, সুন্দরী তখন অতৃপ্ত-নয়নে তাঁহাকেই দেখিতেছিলেন। কথা সাঙ্গ করিয়া অমরসিংহ তাঁহার বদনের প্রতি চাহিলেন, উভয়ের দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। তখন সুন্দরী ব্রীড়া-সহকারে মস্তক বিনত করিলেন। অমরসিংহ আবার বলিলেন,—

"তোমার সহিত হয়ত শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবে না।"

সুন্দরী বর্ষাগ্র দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে কহিলেন,—

"এ অধীনার প্রতি কুমারের অসামান্য অনুগ্রহ। ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু—হয় ত"—যাহা বলিতেছিলেন, তাহা না বলিয়া আবার বলিলেন,—

"রাত্রি অধিক হইয়া উঠিল, আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

যুবরাজ কহিলেন,—

"কে জানে আবার তোমার সহিত কবে সাক্ষাৎ হইবে?"

সুন্দরী বলিলেন,—

"সাক্ষাৎ সততই প্রার্থনীয়, কিন্তু যুবরাজ আমি কুলকামিনী—"

রাজপুত্র বলিলেন,—

"পথ শত্রু-সমাচ্ছন্ন। অতএব চল আমি তোমার সঙ্গে যাই।"

"আমি বিপরীত দিকে যাইব।"

"দুর্গে না গিয়া আমি তোমার সঙ্গে বিপরীত দিকেই যাইতেছি।"

কিশোরী অবনত মস্তকে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

"আপনার আশীর্ব্বাদে, কুমারী ঊর্ম্মীলা কখন ভয়ে ভীতা হয় নাই।"

ধীরে ধীরে কুমারী ঊর্ম্মীলা অমরসিংহের নিকট হইতে চলিতে লাগিলেন। অবিলম্বে কিশোরী নেত্র-পথের অতীত হইলেন। অমরসিংহ বহুক্ষণ মুগ্ধের ন্যায় সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে দীর্ঘ নিশ্বাসসহ গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন,—

"কুমারী ঊর্ম্মীলা—কুমারী ঊর্ম্মীলা কখনই মানবী নহেন।"

অমরসিংহ অশ্ব আনয়ন করিয়া আরোহণ করিলেন। সেই গভীর রজনীতে, সেই জন-শূন্য অরণ্য-পথে বীরবর অমরসিংহ একাকী চলিলেন। বাহ্য-প্রকৃতি তখন তাঁহার অন্তরে আর স্থান পাইতেছে না। সংসার, যুদ্ধ, যবন, ধর্ম্ম, স্বদেশ সে সকল তখন তিনি ভুলিয়াছেন। একই বিষয় চিন্তনে তখন তাঁহার অন্তর বিনিবিষ্ট। কুমারী ঊর্ম্মীলা সেই চিন্তার বিষয়। সেই দিন হইতে অমরসিংহের হৃদয়ে কি এক অননুভূতপূর্ব্ব বিদ্যুদ্বেগ সঞ্চালিত হইল, সেই দিন হইতে অমরসিংহ নিজ-চিত্তের উপর প্রভুতা হারাইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যুবক-যুবতী।

বেলা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর। ঘোর সন্তপ্তা মেদিনী যেন চম্ চম্ করিতেছে। প্রচণ্ড রবি-কিরণ প্রজ্বলিত বহ্নিবৎ প্রতীত হইতেছে। এইরূপ সময়ে কুমার রতনসিংহ দেবলবর নগরের রাজ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে মহারাণা বা তাঁহার অধীনগণ দেবলবর রাজের সহিত সৌহার্দ্য রাখেন নাই। নানাকারণে মহারাণা বৃদ্ধ দেবলবর-রাজের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার যাহাতে বিরাগ তাঁহার অনুগতগণেরও তাহাতেই বিরাগ। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহাদের মনোমালিন্য বিদূরিত হইয়াছে; মহারাণা এক্ষণে বৃদ্ধ রাজার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে সহচররূপে গ্রহণ করিয়াছেন. সুতরাং তিনি এক্ষণে আর কাহারও বিরাগভাজন নহেন। মহারাণার অপ্রীতি জন্মিবার পূর্ব্বে রতনসিংহ কখন কখন দেবলবর আসিতেন, কিন্তু যে পাঁচ বৎসর মহারাণা বৃদ্ধের উপর বিরক্ত ছিলেন, সে কয় বৎসরের মধ্যে কাহার সাহস যে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিবে! অদ্য পাঁচ বৎসর পরে রতনসিংহ আবার দেবলবর নগরের রাজ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দৌবারিককে জিজ্ঞাসিল,—

"রাজা কোথায়?"

দৌবারিক সবিনয়ে নিবেদিলেন,—

"তিনি গত তিন দিবসাবধি বাটী নাই,—কোথায় আমরা জানি না।"

কুমার বলিলেন,—

"তিনি আজি আসিবেন কথা ছিল। কেন আইসেন নাই বুঝিতেছি না।"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন,—

"আমি আপাততঃ কিয়ৎকাল এখানে বিশ্রাম করিব।"

দৌবারিক বলিল,—

"অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সহিত আসুন।"

কুমার রত্নসিংহ ভবন-মধ্যে প্রবেশিলেন। দেবলবর-রাজের প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাকে পরম সমাদরে সঙ্গে করিয়া একটি প্রকোষ্ঠ-মধ্যে লইয়া গেলেন। সেই প্রকোষ্ঠে একখানি তৃণাচ্ছাদিত পালঙ্ক ছিল; রত্নসিংহ তাহার উপর উপবেশন করিলেন। দুই জন ভৃত্য বায়ু বীজন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে কুমার সেই খট্টিকোপরি গভীর নিদ্রাভিভূত হইলেন। অপরাহ্ন কালে কুমারের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন সন্ধ্যা উপস্থিত প্রায়। আর এখানে অবস্থান করা বিধেয় নহে বিবেচনায় সত্বর মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একজন দাসী আসিয়া নিবেদন করিল,—

"কুমারী যমুনাদেবী মহাশয়কে জানাইতে বলিলেন যে, তাঁহার পিতা দেবলবর-রাজ কার্য্যানুরোধে এখানে উপস্থিত নাই। মহাশয়ের পদার্পণে তাঁহাদের ভবন পবিত্র হইয়াছে, কিন্তু মহাশয়ের সমুচিত অভ্যর্থনা তিনি কিছুই জানেন না। অতএব তাঁহার প্রার্থনা যে, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।"

কুমার জিজ্ঞাসিলেন,—

"কুমারী যমুনা এখন কেমন আছেন?"

"ভাল আছেন।"

রতনসিংহ বলিলেন,—

"কুমারীর সৌজন্যে আমি পরম প্রীত হইলাম, আমাদের আজি কালি কিরূপ অবস্থা তাহা অবশ্যই দেবলবর-রাজ-তনয়ার অবিদিত নাই। আমি সেই জন্যই সম্প্রতি তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি।"

দাসী প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে পুনরাগমন করিয়া নিবেদন করিল,—

"যুবরাজ। অদ্য সন্ধ্যা উপস্থিত সুতরাং অন্ধকারে রাত্রি কালে গমনে কষ্ট হইবে। এজন্য কুমারীর প্রার্থনা যে, পদার্পণে যাহাদিগকে পরমানন্দিত করিয়াছেন, আতিথ্য গ্রহণে তাহাদিগকে পবিত্র করুন।"

কুমার কিয়ৎকাল নিরুত্তরে থাকিয়া চিন্তা করিলেন; পরে কহিলেন,—

"তাহাই হইল—এ রাত্রি পূজ্যপাদ দেবলরাজ-ভবনেই অতিবাহিত করিব। বিশেষ যমুনা দেবীর যে যত্ন"—

দাসী বলিল,—

"রাজপুত্র। কুমারী যে কেবল আপনাকে এরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহা নহে; অতিথি-সৎকার তাঁহার নিতান্ত প্রিয় কার্য্য। রাজার অর্দ্ধাধিক বৈষয়িক কার্য্য কুমারী নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। রাজ্যস্থ দীন, দুঃখী, মহৎ সকলেই তাঁহাকে লক্ষ্মী-স্বরূপা বলিয়া জ্ঞান করে।"

রতনসিংহ বলিলেন,—

"না হইবে কেন? দেবলরাজ যেমন ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহার দুহি-

তাও অবশ্যই তদনুরূপ হইবেন। কুমারী যে এত গুণবতী হইয়াছেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। কুমারী আমার অপরিচিতা নহেন, পূর্ব্বে আমার এখানে সতত যাতায়াত ছিল। গত পাঁচ বৎসর এখানে আসি নাই। কেন আসি নাই, তাহা কুমারী অবশ্যই জ্ঞাত আছেন।”

দাসী করযোড়ে কহিল,—

“এ দাসীরও তাহা অবিদিত নাই।”

দাসী প্রস্থান করিল, কিছুকাল পরে পুনরাগতা হইয়া নিবেদিল,—

“সায়ংসন্ধ্যার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত; অতএব যুবরাজ আগমন করুন।”

দাসী চলিল, কুমারও তাহার অনুসরণ করিলেন।

সুপ্রশস্ত কক্ষে আহ্নিকোপযোগী আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত। কুমার তথায় গিয়া ভক্তিভাবে আরাধনা করিলেন। অতঃপর দাসী স্বর্ণ-পাত্রে পূর্ণ করিয়া নানাবিধ সুখাদ্য দ্রব্য আনিয়া দিল। অনতিবিলম্বে কুমারী যমুনা তথায় আগমন করিলেন।

যমুনার বয়স ষোড়শ বর্ষ। তাঁহার দেহ পরিণত ও সুকুমার—সর্ব্বত্র টলটলিত। বর্ণ—প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল ও গৌর। কেশ-রাশি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মুক্তামালবিজড়িত বেণী পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত। নয়ন যুগল—টানা, স্থির, প্রশান্ত, উজ্জ্বল ও অসামান্য বুদ্ধির পরিচায়ক। ভ্রূদ্বয় নিবিড়কৃষ্ণ। নাসিকা উন্নত, তদগ্র চিক্কণ; মধ্যনাসা বিদ্ধ, তাহাতে মূল্যবান্ মুক্তাসম্বলিত একটি নোলক লম্বমান। কর্ণদ্বয়ে দুই হীরকখচিত দুল বিলম্বিত। কণ্ঠ স্তরে স্তরে চিহ্নিত, তাহাতে জ্বলন্ত প্রস্তর-খণ্ডপূর্ণ সৌবর্ণচিক পরিশোভিত। হস্তদ্বয় স্থূল, গোল ও সুকুমার। প্রকোষ্ঠে হীরক-

খচিত স্বর্ণ-বলয় এবং বাহুতে তদ্বিধ তাড়। তাঁহার পরিধান অতি মনোরম, ও স্বর্ণোজ্জ্বল পরিচ্ছদ।

যমুনা দেবলবর-রাজের একমাত্র সন্তান। শত পুত্র হইলেও দেবলবর-রাজ যে আনন্দ না পাইতেন, এই কন্যা হইতে তদধিক আনন্দ লাভ করিতেছেন। রাজকুমারী পিতার রাজকার্য্যের সহায়, আনন্দের হেতু, বিপদের বুদ্ধি ও গৃহকর্ম্মে কর্ত্রী। যখন যমুনা পঞ্চবর্ষ বয়স্কা, সেই সময়ে যমুনার মাতৃবিয়োগ হয়। দেবলবর-রাজ আর দার-পরিগ্রহ করেন নাই। একে মাতৃহীনা, তাহাতে একমাত্র সন্তান, তাহাতে আবার একাধারে এত গুণ, সুতরাং যমুনা পিতার অসামান্য স্নেহের পাত্রী।

কুমারী যমুনা ব্রীড়াবনত বদনে তথায় আগমন করিলেন। রতনসিংহ মোহিত হইলেন! দেখিলেন, তিনি তাঁহার পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যাহাকে একাদশবর্ষীয়া বালিকা দেখিয়াছেন, সেই যমুনা এখন পূর্ণাঙ্গী। সে এখন যৌবনের সুরভি পূর্ণ পুষ্পময় পথে প্রবেশ করিতেছে। আর সে বালিকার সে তরল হাসি, সে তরল ভাব নাই, লজ্জা এখন তাহার সকল অঙ্গে মাখা। আর রতন সিংহ? রতনসিংহও এখন তেমন ক্রীড়াশীল বালক নহেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ক্রীড়াই যাহার প্রধান আমোদ ছিল, আজি সে দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাহাদের বালক ও বালিকা বলা যাইত, আজি তাহারা যুবক ও যুবতী।

যমুনা অবনত মস্তকে লজ্জা-জনিত পরম রমণীয়া ভাব সহকারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রকোষ্ঠ মধ্যস্থ প্রদীপ-জ্যোতিঃ তাঁহার কর্ণস্থ হীরকে, নাসিকাস্থ মুক্তায়, কণ্ঠস্থ প্রস্তরে প্রতিভাত হইয়া জ্বলিতে লাগিল ও স্বভাব-সুন্দরীর

শোভা শতগুণ সংবর্দ্ধিত করিল। রতনসিংহ কি জন্য সে স্থলে বসিয়া আছেন, তাহা ভুলিয়া গেলেন; কুমারী কি জন্য সেখানে আসিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। চির-পরিচিত ব্যক্তিদ্বয়ের আজি এই নূতন ভাব! তাঁহাদের সময়-ভাণ্ডার হইতে পাঁচটি বৎসর চুরি গিয়াছে। সেই অপ্রতুলতা তাঁহাদিগকে এখন এই ব্যবহার শিখাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা বালক ও বালিকা ছিলেন এখন তাঁহারা যুবক ও যুবতী হইয়াছেন।

প্রথমে রতনসিংহ কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—

"কুমারি! আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?"

যমুনা নতমুখে বলিলেন,—

"আপনি অনেক দিন আসেন নাই।"

"সেই জন্যই কি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ?"

কুমারী একটু হাসির সহিত মিশাইয়া বলিলেন,—

"আপনিই বরং আমাদিগকে ভুলিয়াছেন। আগে তো আপনাকে এখানে থাকিবার নিমিত্ত এত বলিতে হইত না।"

"আমাদের এখন যে সময় তাহা ত তুমি জান।"

'তাহা হইলেও একবার দেখা না করিয়া যাইবার কথা বলা নিতান্ত অপরিচিতের ব্যবহার।"

দোষ কুমারের, সুতরাং তাঁহারই পরাজয় হইল। এমন সময় সেই দাসী তথায় আসিল। তখন যমুনা তাহাকে বলিলেন,—

'কুসুম! পিতা বাটী নাই সুতরাং কুমারের ন্যায় ব্যক্তির যথোচিত অভ্যর্থনা হইতেছে না। ইনি হয়ত কতই দোষ গ্রহণ করিতেছেন।

রত্নসিংহ বলিলেন,—

"তুমি আমার সহিত অত্যন্ত শিষ্টাচার আরম্ভ করিয়াছ; ইহা আমার পক্ষে এখানে এক প্রকার নূতন অভ্যর্থনা বটে।"

"নূতন কেন? আপনি যে এখন অপরিচিত নূতন লোক।"

আবার তাঁহারই পরাজয়। তখন রত্নসিংহ বলিলেন,—

"পাঁচ বৎসর এখানে আসি নাই; হঠাৎ আসিলে যদি চিনিতে না পার—"

রাজকুমারী বাধা দিয়া কহিলেন,—

'যাহারা আপনার আত্মীয়তা শিথিল বলিয়া জানে, তাহারা পরের আত্মীয়তাও দৃঢ় বলিয়া মনে করিতে পারে না। আপনাকে পাঁচ বৎসর পরে দেখিয়া চিনিতে পারিব না?"

কুমারের তিনবার পরাজয় হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, কুমারীর সহিত এতকাল পরে প্রথম সাক্ষাৎ দেবলবর-রাজের সম্মুখে হওয়াই বিধেয়। কারণ এই কালের মধ্যে কুমারীর বয়সের পরিবর্ত্তনের সহিত হয়ত তাঁহার মনেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। হয়ত বালিকা যমুনার সহিত যুবতী যমুনার মানসিক ভাবেরও অনেক বৈষম্য হইয়াছে। দেবলবর-রাজ বাটী না থাকায় কুমার সাক্ষাতের প্রস্তাব করেন নাই, এবং সেই দোষ উপলক্ষেই তাঁহাকে যমুনা অদ্য এতাদৃশ অপ্রতিভ করিলেন। তখন কুমারী বলিলেন,—

"আপনি জল খাউন। আবার রাত্রির আহার্য্য প্রায় প্রস্তুত।"

রত্নসিংহ ভাবিলেন, যমুনা আমাকে যথেষ্টই লজ্জা দিয়াছেন, কিন্তু আমিও তাঁহাকে একটা বিষয়ে শোধ দিতে পারি—ছাড়িব কেন? প্রকাশ্যে বলিলেন,—

'দেবলবর রাজকুমারী যে রাজধানীর সমস্ত নিয়ম জানেন না, বা জানিয়াও পালন করেন না, ইহা আশ্চর্য্য।"

কুমারী সশঙ্কিতভাবে কুমারের মুখের প্রতি চাহিলেন। তাঁহার হীরক-খচিত কাভিরণ দুলিতে লাগিল। কুমার দেখিলেন—অপূর্ব্ব! বলিলেন,—

"আমরা মহারাণার আদেশক্রমে পাতারি ভিন্ন আর কিছুর উপর আহার করি না, তাহা কি তুমি জান না?"

তখন কুমারী চমকিত হইয়া দুই পদ পিছাইয়া গেলেন এবং ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টিপাত করিয়া গদ্গদস্বরে কহিলেন,—

"ভগবন্ ভৈরবেশ! তুমিই জান এ হৃদয়ে মহারাণার আদেশের কি মূল্য। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের বিনিময়েও মহারাণার আজ্ঞা লঙ্ঘন-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।"

আবার কুমারের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—

"সর্ব্বনাশ! কুমার আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমার দোষে ও ভুল ঘটে নাই। কুসুমের অমনোযোগিতায় ইহা ঘটিয়াছে। যাহারই জন্য হউক, আমিই অপরাধিনী—আমাকে মার্জ্জনা করুন।"

কুমার সানন্দে দেখিলেন, এই কুসুম-সুকুমারীর কোমল অন্তরেও কেমন রাজ-ভক্তি ও স্বদেশানুরাগের তাড়িতলহরী খেলিতেছে। ভাবিলেন, 'এ দেশ কখনই অধঃপতিত থাকিতে পারে না।'

কুসুম ব্যস্ততাসহ একখানি পাতা আনিয়া দিল এবং যমুনা খাদ্য দ্রব্য সমস্ত সেই পাতার উপর স্থাপন করিলেন ও সেই স্বর্ণ-পাত্র দূর করিয়া ফেলিয়া দিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে রতা সিংহ রাত্রে আর আহার করিতে অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন,—

"বহুকাল পরে তোমাকে আজি দেখিয়া মন বড় আনন্দিত হইল।

কুমারী কথার কোন উত্তর দিলেন না। একবার মুখ তুলিয়া প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে রতনসিংহের মুখের প্রতি চাহিলেন। সে দৃষ্টি কত কথারই কার্য্য করিল।

আবার রতন সিংহ কহিলেন,—

"আমি তো কালি প্রত্যূষেই গমন করিব। হয় ত তোমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না।"

"কেন?"

"যে বিষম সমরায়োজন হইতেছে, তাহাতে কে বাঁচিবে, কে মরিবে, কে বলিতে পারে?"

সুন্দরী ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—

'ভবানী করুন মিবার যেন জয়ী হয়।"

কুমার গাত্রোত্থান করিলেন। কুসুম তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বহিঃস্থ প্রকোষ্ঠে আসিবামাত্র প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন এবং এক সুবিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শয়নার্থ একখানি তৃণাচ্ছাদিত খট্টা দেখাইয়া দিলেন। কুমার তথায় উপবেশন করিলে কর্ম্মচারী নিম্নে বসিয়া মহারাণা, যুদ্ধ, যবন ইত্যাদি নানাবিষয়ক আলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। কর্ম্মচারী বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। কুমার শয়ন করিলেন—নিদ্রার জন্য, না চিন্তার জন্য? চিরকাল যাহাকে দেখিয়া আসিতেছেন, তাহাকে পাঁচ বৎসর পরে আজি একবার দেখিয়া এই অসি-জীবী যুবকের হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল; আজি তাঁহার শয্যা চিন্তার নিকেতন হইল; আজি তিনি

সংসার নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; আজি কুমারী যমুনা তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করিতে লাগিলেন। কুমারের রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না। আরও একটি নিরীহ প্রাণীর নিকট সে রাত্রি নিদ্রা ভাল করিয়া দেখা দেন নাই। তিনি যমুনা।

অতি প্রত্যুষে রতনসিংহ শয্যা-ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং গমনার্থ প্রস্তুত হইলেন। যখন তিনি প্রকোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন তখন দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে যমুনা, তৎপশ্চাতে কুসুম। বিদায়-দান ও বিদায়-গ্রহণ সমাপ্ত হইল। ইতিহাসে তাহার বৃত্তান্ত লেখা নাই বটে, কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে, সেই বিদায়-কালে রতনসিংহ 'পত্তন নগর যাইব' বলিতে 'প্রতাপসিংহ নগর যাইব' বলিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং পথে ভুলক্রমে অশ্বকে অনেকক্ষণ বিপরীত দিকে চালাইয়াছিলেন। আর কুসুম লোকের নিকট গল্প করিয়াছিল যে, রতনসিংহ চলিয়া যাওয়ার পরে, চারি পাঁচ দিন যমুনা তাহাকে মধ্যে মধ্যে 'কুমার' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রিয় হরিণ-শিশুকে তিন দিন আহার দেন নাই। কিন্তু এ সকল আমাদের শুনা কথা,—আমরা ইহার কোন প্রমান রাখি না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মস্তক-বেদনা।

উদয়-সাগর বেষ্টন করিয়া যে অত্যুচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর আছে, তাহার উত্তর ধারে পঞ্চাশটি পটমণ্ডপ স্থাপিত রহিয়াছে। দু-ইটি বস্ত্রগৃহ অত্যুৎকৃষ্ট বনাতে রচিত। তাহার উপরস্থ স্বর্ণ-কলস রবি-কিরণে ঝলসিতেছে এবং তাহার উর্দ্ধদেশে বাদ-সাহের নিশান উড়িতেছে। অবশিষ্ট পটমণ্ডপগুলি তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। বাদসাহ আকবরের প্রধান সেনা নায়ক মহারাজ মানসিংহ সোলাপুর জয় করিয়া আসিতেছিলেন। উদয়পুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মহারাণা প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা জন্মে। ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, মানসিংহ বাদসাহ আকবরের পুত্র সেলি-মের সহিত আপনার ভগিনীর বিবাহ দেন। এজন্য তিনি তেজীয়ান্ রাজপুতদিগের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র হইয়া-ছিলেন। তাঁহার পদ-প্রতিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ হইলেও স্বজাতীয়েরা তাঁহাকে পতিত ও কলঙ্কিত বলিয়া নিন্দা করিত। অসা-ধারণ বুদ্ধিমান্ মানসিংহ লোকের মনোভাব বুঝিতে অক্ষম ছিলেন না। এই কলঙ্ক বিদূরিত করিবার কেবল একই উপায় ছিল। সে উপায়—মহারাণা প্রতাপসিংহের অনুগ্রহ। মহারাণা রাজপুতকুলের চূড়া। তাঁহার কার্য্যের বা ইচ্ছার দোষ উল্লেখ করে, এত সাহস বা সেরূপ মতি কাহারও নাই। অতএব প্রতাপসিংহ যদি তাঁহাকে কৃপা করেন, যদি দয়া করিয়া তাঁহার সহিত একত্রে আহার করেন, তবে আর কাহার সাধ্য

তাঁহাকে ঘৃণা করে বা পতিত বলিয়া ধিক্কার দেয়। এই জন্য মহারাজ মানসিংহ স্থির করিলেন যে, মহারাণার ভবনে অতিথিস্বরূপে উপস্থিত হইলে তিনি অবশ্যই অনুকম্পা করিবেন। মানসিংহ অদ্য স্থির-প্রতিজ্ঞ। প্রতাপের করুণা-লাভ করিতেই হইবে—এ অপমান আর সহিব না।

মানসিংহ শিবির-নিবেশ পূর্ব্বক সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি মহারাণার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষী এবং অদ্য তাঁহার দ্বারে অতিথি। প্রতাপসিংহ পুত্র অমরসিংহ সহ সমাগত হইয়া মানসিংহকে সমাদর করিলেন। এই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের সাক্ষাৎ হইল। একজন গৌরব ও তেজ বিক্রয় করিয়া ধন, সম্পদ ও ক্ষমতা লাভ করিয়া আনন্দিত; আর একজন ধন, সম্পদ ও ক্ষমতা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আপনার অসীম গৌরব ও তেজের বলে বলীয়ান্ ও আনন্দিত, একজন অমিত-প্রতাপ বাদসাহের দক্ষিণ হস্ত, তাঁহার বিপদে সহায়, আনন্দে সুহৃদ, মন্ত্রণার সচিব ও অভ্যুদয়ের মূল, আর একজন, বাদসাহের পরম শত্রু—তাঁহার পদের অবমাননাকারী, তাঁহার প্রতাপে অকাতর, তাঁহার দর্প হরণে চেষ্টান্বিত। একজন অযথা সম্পৎশালী, অত্যুন্নত-পদ প্রতিষ্ঠভাজন ও অসাধারণ সমর-নিপুণ হইলেও বাদসাহের অধীন: আর একজন ধন-জন-গৃহ-শূন্য পথের ভিখারী হইলেও এ জগতে কাহারও নিকট মস্তক নত করেন না,—কাহারও অধীন নহেন। এক জন রাজপুতকুলের চক্ষে ভ্রষ্ট ও পতিত; আর এক জন তাঁহাদের চক্ষে স্বর্গের দেবতার ন্যায় ভক্তি-ভাজন ও তদ্রূপ সমাদরে পূজিত। একজন যাহা হারাইয়াছেন তাহা এ জীবনে আর পাইবার আশা নাই, আর

একজন যাহা হারাইয়াছেন, তাহা পুরস্কার করিবার শত সহস্র উপায় আছে। অদ্য এই দুই জন বিভিন্ন-অবস্থাপন্ন, বিভিন্ন-স্বভাবশালী, এবং বিভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তির পরস্পর সাক্ষাৎ হইল! অদ্য বাদসাহ আকবরের প্রধান সেনাপতি অম্বর রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজ মানসিংহ, রাজ্যহীন, অরণ্যবাসী, দরিদ্র প্রতাপসিংহের দ্বারে অতিথি—তাঁহার কৃপার ভিখারী!

সাক্ষাৎ, শিষ্টাচার, আলাপ সমাপ্ত হইল। তখন মানসিংহ বলিলেন,—

"মহারাণা রাজপুতকুলের চূড়ামণি। আপনাকে দেখিলেই মনে যেন কেমন অতুল আনন্দের উদয় হয়।"

মহারাণা পরিহাস-স্বরে বলিলেন,—

"এ ধন-জন-শূন্য দুর্ভাগাকে দেখিয়া দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনানায়ক ও অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর অম্বররাজের আনন্দের কোনই কারণ নাই।"

মহারাজ মানসিংহ একটু অপ্রতিভ হইলেন; বলিলেন,—

"তুচ্ছ ধনসম্পত্তি ভূমণ্ডলে ছড়াছড়ি আছে, কিন্তু মহারাজ! যে ধনে ধনী তাহা কয় জনের ভাগ্যে মিলে?"

প্রতাপসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—

"সকলে এ কথা বুঝে কি?"

"যে না বুঝে সে মূঢ়।"

"আপনি যখন এতদূর বুঝেন, তখন অবশ্য ইহাও বুঝেন যে, আমার যাহা আছে তাহা সকলেই ইচ্ছা করিলে রাখিতে পারিত!"

সুচতুর মানসিংহ দেখিলেন কথা ক্রমেই তাঁহাকেই আক্রমণ করিতেছে। কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে পারিলেন না।

বদন একটু লজ্জিত ভাব ধারণ করিল। কিন্তু তিনি অদ্য স্থির-প্রতিজ্ঞ, তিনি অদ্য অপমানও হাসিয়া উড়াইবেন; তিনি অদ্য ক্রোধের বশীভূত হইয়া কার্য্য হানি করিবেন না। বলিলেন,—

"যে রাখে নাই সে আপনিই মরিয়াছে।—এখন মহারাণা আর কত দিন এমন করিয়া থাকিবেন?"

"যত দিন জীবন। নচেৎ উপায়ই বা কি?"

"উপায় কি নাই?"

মহারাণা অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"আছে—আপনাদের অনুসরণ করিতে পারিলে উপায় হয়। কিন্তু সে উপায় কখনই প্রতাপসিংহের গ্রহণীয় হইবে না।"

আবার মানসিংহের বদন মণ্ডল গম্ভীরভাব ধারণ করিল। তাঁহার ললাট দিয়া ঘর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল এবং তাঁহার চক্ষু ঈষদশ্রু আবির্ভাব হেতু একটু উজ্জ্বল হইল। কিন্তু তিনি অদ্য স্থির প্রতিজ্ঞ। বহুক্ষণ পরে আবার বলিলেন,—

"আপনি ভাবিয়া দেখুন কি কর্ত্তব্য। বলুন আর কি উপায় আছে? আপনি কি উপায়ে মান রক্ষা করিবেন?"

প্রতাপসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—

"যুদ্ধ করিব, জয় করিব। সাহসে কি না হয়?"

"স্বীকার করি, সাহসে অনেক মহৎকার্য্য হয়, কিন্তু মহারাণা সময়টা একবার বিবেচনা করুন।"

"সময় যে মন্দ সেও আপনাদের জন্য। আপনারা যদি আমাদের পক্ষ ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে ক্ষুদ্র আকবরকে আমরা তৃণের ন্যায় উড়াইয়া দিতাম। ভারতে আকবরের যত শ্রীবৃদ্ধি, আপনার হস্তের পরক্রমেই অধিকাংশ স্থলে তাহার

কারণ। অম্বররাজের সেই পরাক্রান্ত হস্ত বিধর্মী যবন সেবায় নিয়োজিত না হইলে, আকবর-বুদ্বুদ সময়-সলিলে মিশিয়া যাইত, তাহার নিদর্শনও থাকিত না।'

মানসিংহ বলিলেন,—

"যাহা হইয়াছে তাহা তো আর ফিরিবে না, এখন—"

মহারাণা বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"এখন কি আপনি সকল শৃগালকেই লাঙ্গুলহীন দেখিতে ইচ্ছা করেন?"

মানসিংহ নীরব ও অধোমুখ। কিন্তু তিনি অদ্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ। বহুক্ষণ পরে আবার বলিলেন,—

"মহারাণার বীরত্ব বাদসাহ বাহাদুরের অবিদিত নাই। তিনি নিয়তই মহারাণার প্রশংসা করিয়া থাকেন।"

প্রতাপসিংহ বলিলেন,—

"যবন ভূপালের গুণগ্রাহিতায় আপ্যায়িত হইলাম। কিন্তু আমি তাঁহার নিকট সমগ্ররূপে আমার ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারিতেছি না, ইহাই দুঃখ।"

"কিন্তু মহারাণা! বাদসাহের পক্ষ যেরূপ বলবান্, তাহাতে এ পক্ষে জয়ের আশা বড় অনিশ্চিত নয় কি?"

মহারাণা বলিলেন,—

"জয় না হইলেও মানের আশা আছে। যে গৌরব এত দিন শিশোদিয়াকুল রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহা কাহার সাধ্য নষ্ট করে?"

"এ কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সে গৌরব রক্ষা করিতে যে আয়োজন চাই, তাহা মহারাণার আছে কি?"

"আমার যদি কিছুই না থাকে, তথাপি আমার আমি আছি,

এবং যতক্ষণ আমি থাকিব, ততক্ষণ চণ্ডবংশের গৌরব অটুট থাকিবে।"

"ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাহাই হউক। মহারাণা যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ রাজপুতজাতির ভরসা আছে। কিন্তু মহারাণাও তো চিরদিন নহেন।"

"তখন কি হইবে জানি না। সম্ভবতঃ তখন এ গৌরব বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু সে পাপে কখনই প্রতাপসিংহ পাপী নহে।"

মানসিংহ বলিলেন,—

"অবশ্য। কিন্তু আমি বলি যাহা থাকিবে না জানিতেছেন, তাহার জন্য এত ক্লেশ কেন করিতেছেন?"

প্রতাপসিংহের চক্ষু উজ্জ্বল হইল, অথচ তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"এ কথা আপনাদের মুখে ভাল শুনায়। মিবারের প্রতাপসিংহ ওরূপ কথায় কর্ণপাত করে না।"

আবার মহাবাহু মানসিংহ নীরব। তিনি হস্তে বদনাবৃত করিয়া অধোমুখ হইলেন। কিন্তু তিনি অদ্য স্থির-প্রতিজ্ঞ।

একজন কর্ম্মচারী আসিয়া সংবাদ দিল,—

"আহার্য্য প্রস্তুত।"

প্রতাপসিংহ মানসিংহের মুখের প্রতি চাহিলেন।

মানসিংহ বলিলেন,—

"ক্ষতি কি?"

প্রতাপসিংহ বলিলেন,—

"আমি স্বয়ং একবার দেখিয়া আসি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।"

বহুক্ষণ পরে অমরসিংহ আসিয়া সংবাদ দিলেন,—

"মহারাজ! অন্ন প্রস্তুত।"

মানসিংহ অমরসিংহের অনুসরণ করিলেন।

রাজ-প্রাসাদের সন্নিহিত এক মনোরম স্থান এই রাজ-অতিথির সংকারার্থ নিরূপিত হইয়াছিল। তথায় স্বর্ণ-পাত্রে অন্নাদি খাদ্য সমস্ত বিন্যস্ত হইয়াছে, এক বৃক্ষপত্রে তথাবিধ আহার্য্য সমস্ত পরিস্থাপিত রহিয়াছে। মানসিংহ দেখিয়াই বুঝিলেন, পাতারি মহারাণার উদ্দেশেই পাতিত হইয়াছে। অতএব এত অপমান সহ্য করা নিষ্ফল হইবে না। চতুর্দ্দিকে চাহিলেন—মহারাণা সেখানে নাই। মনে একটু আশঙ্কা জন্মিল। বলিলেন,—

"রাজপুত্র! তোমার পিতা কোথায়?"

অমরসিংহ তাঁহাকে সেই স্বর্ণ পাত্র দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—

"মহারাজ উপবেশন করুন,—পিতা আসিতেছেন।"

মানসিংহ বলিলেন,—

"মহারাণা বৃক্ষ পত্রের উপর আহার করিবেন, আমাকে স্বর্ণ পাত্র কেন?"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"তাহাতে হানি কি? মহারাণা যেরূপ কারণে বৃক্ষ-পত্রে আহার করেন মহারাজের সেরূপ কোন কারণ নাই।"

মানসিংহ পাত্র সমীপস্থ হইয়া উপবেশন করিলেন। বলিলেন,—

"যুবরাজ! মহারাণা কি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত আছেন?"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"আপনি আহার করিতে আরম্ভ করুন—আমি তাঁহার সন্ধান করিতেছি।

মানসিংহ বলিলেন,—

"তাহা কিরূপে হইবে? তাঁহাকে ফেলিয়া আমি কিরূপে আহার করিতে পারি? তুমি তাঁহার সন্ধান কর।"

অমরসিংহ প্রস্থান করিলেন এবং অনতিবিলম্বে প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন,—

'মহারাণা অনুমতি দিলেন—আপনি আহার করিতে পারেন। তিনি আসিতেছেন। একটু বিশেষ প্রয়োজন হেতু তিনি পার্শ্বস্থ প্রাসাদে গমন করিলেন। শীঘ্রই আসিবেন।'

তখন মানসিংহের মন সন্দেহে আচ্ছন্ন হইল। বুঝি বাসনা সফল হয় না। তখন ভাবিলেন, মহারাণার নিমিত্ত আহারের স্থান করা হইয়াছে, সেটা তো শিষ্টাচার ও কৌশল। আমাকে বুঝাইবার উপায় যে, তাঁহার স্থান পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল, আহারে আপত্তি ছিলনা, কেবল একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব কার্য্যের প্রতিবন্ধকতায় আসিতে বিলম্ব হইয়া পড়িল। হায়! এত অপমান সহিয়া, দ্বারে আসিয়া উপযাচক হইয়া আশার সফলতা হইল না। তিনি আচমন করত, অন্নদেবতার উদ্দেশে সমস্ত আহার্য্য উৎসর্গ করিয়া অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। প্রতাপসিংহ আসিলেন না। খাদ্য সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—

"কুমার! প্রাসাদ তো অধিক দূর নহে। তুমি আর একবার যাও—দেখিয়া আইস কেন তাঁহার বিলম্ব হইতেছে।"

অমরসিংহ পুনর্ব্বার গমন করিলেন এবং অনতিকাল মধ্যে প্রত্যাগত হইয়া কহিলেন,—

"মহারাজ! পিতা শিরোবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। সুতরাং তিনি যে এখন শীঘ্র আসিতে পারেন এমন বোধ হয়

না। অতএব মহারাজ আর অপেক্ষা না করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করুন।”

মানসিংহ বুঝিলেন, প্রতাপসিংহ তাঁহার সহিত একত্রে আহার করিলেন না। মস্তক-বেদনা ওটা তো ছলনা। অপমান সার হইল, মনোরথ পূরিল না। এত ধৈর্য্য, এত সহিষ্ণুতা সকলই বৃথা হইল। স্থির প্রতিজ্ঞায় ফল ফলিল না। তিনি অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। অমরসিংহ দেখিলেন সেই জগজ্জয়ী, বীর-শ্রেষ্ঠ মহারাজ মানসিংহের নয়ন জলভারাক্রান্ত হইল। একবার ভাবিতেছেন, ‘এ অপমানের প্রতিশোধ দিব।’ অমনি ক্রোধে তাঁহার বক্ষস্থল ফুলিয়া উঠিতেছে। আবার তখনই অসাধারণ ধীরতা সহকারে সে রাগ নিবারণ করিতেছেন। বহুক্ষণ নিস্তব্ধভাব পর মানসিংহ বলিলেন,—

“কুমার! তুমি অশেষ বুদ্ধিমান্ হইলেও বালক। তুমি বুঝিতেছ না মহারাণার কেন মস্তক-বেদনা উপস্থিত। কিন্তু মহারাণার বুঝিয়া দেখা উচিত, যাহা হইয়াছে তাহার আর হাত নাই; আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি আর ফিরিবার উপায় নাই; যে ভ্রম ঘটিয়াছে এক্ষণে তাহার সংশোধন করা অসম্ভব। তিনি রাজপুত জাতির চূড়া, সেই জন্যই আমি আশা করিয়াছিলাম যে মহারাণা অদ্য আমায় জাতিদান করিবেন। কারণ তাঁহার কার্যের উপর আপত্তি করে এমন ব্যক্তি কে আছে? মহারাণা যদি আমার সহিত একত্রে আহার করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তাহা হইলে আর কে আমার সহিত আহার করিবে? আর ভাবিয়া দেখ, ইহাতে মহারাণার লাভই বা কি হইল? মানসিংহের সহিত মিত্রতা অপেক্ষা শত্রুতা করা সুবিধা নহে। মানসিংহের ক্ষমতা মহারাণার অ-

গোচর নাই। অদ্য তাহাকে এতদ্রূপে অপমানিত না করিলে সেই মানসিংহ তাঁহার চরণের দাস হইয়া থাকিত। সুতরাং দিল্লীশ্বরের সহিত বিরোধিতার ইচ্ছানুরূপ অবসান হইয়া যাইত, এবং তাঁহার সৌভাগ্য তাঁহার অজ্ঞাতসারে আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিত। আর এখন? এখন মর্ম্মপীড়িত, অপমানিত, চরণ-দলিত মানসিংহ মহারাণার আত্মীয় নহে। তাঁহার যাহা হয় হউক, মানসিংহ আর তাহা দেখিবে না। তাহা হইলে কি হইতে পারে, তাহার চিত্র দেখাইতে আমার বাসনা নাই।"

মানসিংহ নীরব হইলেন। এখনও মানসিংহের সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়। এখনও তাঁহার কথায় ক্রোধ অপেক্ষা দুঃখের ভাগই প্রবল। এই সময় একজন উন্নত কর্ম্মচারী তথায় প্রবেশিয়া কহিলেন,—

"মহারাজ! মহারাণা আমাকে বলিতে বলিয়া দিলেন, যে তিনি আসিতে না পারায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহার শিরঃপীড়া অত্যন্ত প্রবল। আর তিনি বলিতে বলিলেন যে"—

কর্ম্মচারী চুপ করিল। মানসিংহ বলিলেন,—

"কি বলিতে বলিলেন, বলুন।"

"আর তিনি বলিলেন যে, যে ব্যক্তি যবনের সহিত স্বীয় ভগ্নীর বিবাহ দিয়াছে এবং সম্ভবতঃ যবন কুটম্বের সহিত একত্রে আহার করিয়া থাকে, তাহার সহিত মিবারেশ্বর কখন একত্রে আহার করিতে পারেন না এবং তাহারও এরূপ দুরাশাকে মনে স্থান দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে।"

এতক্ষণে মহারাজ মানসিংহের সহিষ্ণুতার বন্ধন শিথিল হইয়া গেল। আর তিনি ক্রোধ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না।

তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইল। লোচনযুগল আরক্ত হইল। তিনি জাতীয় রীত্যনুসারে অভুক্ত উচ্ছিষ্ট অন্নের কিয়দংশ স্বীয় উষ্ণীষ মধ্যে রক্ষা করিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। যাইবার সময় কহিলেন,—

"অমরসিংহ! তোমার পিতাকে বলিও যে, আমরা দুহিতা ভগ্নী প্রভৃতিকে যবন অন্তঃপুরে উপহার দিযাছি বলিয়া অদ্যাপি রাজপুতের সম্মান সংরক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আমরা কি করিব? প্রতাপসিংহ স্বীয় শুভানুধ্যানে অন্ধ। বুঝিলাম, এ দেশে আর হিন্দুজাতির জয়ের আশা নাই। যবন-প্রতাপসমীপে সকলকেই নত হইতে হইবে। ভগবানের ইচ্ছা কে খণ্ডাইতে পারে?"

মহারাজ মানসিংহ অশ্বে আরোহণ করিলেন এমন সময় মহারাণা প্রতাপসিংহ তথায় আগমন করিলেন। মানসিংহ তাঁহাকে দেখিয়া সহুঙ্কারে বলিলেন,—

"প্রতাপসিংহ! নিশ্চয় জানিও এ অপমান প্রতিশোধিত হইবে। যদি এই দুষ্কর্ম্মের যথোচিত প্রতিফল না পাও, তাহা হইলে জানিও আমার নাম মানসিংহ নহে।"

প্রতাপসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—

"মানসিংহ! তুমি কি আমায় ভয় দেখাইতেছ? জানিও বাপ্পা রাওয়ের বংশধর ভয় কাহাকে বলে জানে না। যে মুহূর্ত্তে তোমার ইচ্ছা হয় আসিও, প্রতাপসিংহ সর্ব্বদা সংগ্রামার্থ প্রস্তুত থাকিবে।"

প্রতাপসিংহের পশ্চাতে দেবলবর-রাজ দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

"পার যদি, তবে তোমার আকবর ফুফুকেও সঙ্গে লইয়া আসিও।"

মানসিংহ ব্যতীত আর যে যে সে স্থলে উপস্থিত ছিল, সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। মানসিংহের চক্ষু দিয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তিনি অশ্ব ফিরাইলেন। আবার কি ভাবিয়া, আবার অশ্ব ফিরাইলেন। নিমেষের মধ্যে অশ্ব অদৃশ্য হইল। অমরসিংহ বলিলেন,—

"মানসিংহ যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াছে। আমার বোধ হয়, ইহার পরিণাম আমাদের পক্ষে কখনই শুভকর হইবে না।"

প্রতাপসিংহ হাসিয়া কহিলেন,—

"অমর! ভয় কি?"

"পিতঃ! ভয়ের কথা নহে। আমার বোধ হয় মানসিংহ এ অপমানের প্রতিশোধার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।"

"ভালই তো। দেবলবর-রাজ, তুমি বেশ বলিয়াছিলে। ক্ষুদ্র-হৃদয় মানসিংহ অদ্য শিক্ষা পাইয়াছে।

অতঃপর যে স্থানে মানসিংহ আহার করিতে বসিয়াছিলেন তাহা পবিত্র গঙ্গা-জল দ্বারা বিধৌত করা হইল এবং হল দ্বারা কর্ষিত হইল। যে যে ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন এবং গঙ্গাজল সংস্পর্শে পরিশুদ্ধ হইলেন। ধন্য জাতি-গৌরব! ধন্য তেজ! চণ্ডাল সংস্পর্শে যত অপবিত্রতা না জন্মে, এই অসীম সাহসী, অসাধারণ বুদ্ধিমান্ যবন কুটম্বের সহিত একস্থানে উপস্থিতি ও কথোপকথন হেতু এই রাজপুত-কুল-পুঙ্গবেরা আপনাদিগকে তদধিক অপবিত্র মনে করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

সন্ধ্যাকালে চাঁদেরী নদীতীরস্থ মৈর্ত্ত দুর্গদ্বারে যুবরাজ অমরসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। চাঁদেরী নদী সুপ্রশস্ত, কিন্তু প্রতাপের কঠিন শাসনে তদুপরি এক খানি নৌকা নাই। চতুর্দ্দিক জনশূন্য। জনশূন্য নদীতীরে চতুর্দ্দিকস্থ ঘনারণ্য মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত দুর্গ ভয়ানক দৃশ্য প্রদর্শন করিতেছে। সেই দুর্গ সংস্করণ ও তাহার যথাবশ্যক ব্যবস্থা করিবার ভার অমরসিংহের উপর অর্পিত হইয়াছে। কুমার দুর্গদ্বারে সমাগত হইবামাত্র দুর্গরক্ষকেরা সসম্মানে আলোক জ্বালিয়া তাঁহাকে দুর্গাভ্যন্তরে লইয়া গেল। দুর্গ মধ্যে প্রবেশিয়া অমরসিংহের বিস্ময় জন্মিল। তিনি দেখিলেন, পার্শ্বে একখানি শিবিকা, কতকগুলি বাহক ও কয়েকজন রক্ষক-বেশ-ধারী পুরুষ রহিয়াছে। তিনি সবিস্ময়ে দুর্গরক্ষকগণকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"এ সকল কি ?"

দুর্গরক্ষকেরা বিষম বিপদে পড়িল। তাহারা প্রভুর অজ্ঞাতসারে দুর্গমধ্যে কাহাকেও স্থান দিয়াছে; তচ্ছ্রবণে প্রভুপুত্র বিরক্ত হইতে পারেন বিবেচনায় নিস্তব্ধ রহিল। কুমার পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—

'এ কি ব্যাপার আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তোমরা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছ কেন?" সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ রক্ষক অগ্রসর হইয়া করজোড়ে কহিল,—

"অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, ক্ষমা করিবেন। নাথদ্বার নগরস্থ রাজা রঘুবর রায়ের দুহিতা শৈলম্বর গমন করিতেছেন। এই স্থানে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, অথচ নিকটে আর থাকিবার স্থান নাই। তাঁহাদিগকে এইরূপ বিপদাপন্ন দেখিয়া আমরা এই দুর্গে তাঁহাদের রাত্রিযাপন করিতে দিয়াছি। তাঁহারা এক প্রান্তে আছেন।" অমরসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—

"তাঁহারা কয়জন আছেন?"

"একটী অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক ও একজন সঙ্গিনী মাত্র।"

"রাজা রঘুবর রায়" এই শব্দটি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিয়া কুমার অমরসিংহ দুর্গের দক্ষিণ দিকস্থ একটী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় উপবেশন করিয়া মনে মনে কহিলেন,—"রাজা রঘুবর —রাজা রঘুবর ইদানীং মিবারের রাজমুকুটের বিশেষ অনুগত ছিলেন না।" ক্ষণেক পরে আবার ভাবিলেন,—"বিশেষ শত্রুও ছিলেন না; কিন্তু তিনি তো এখন আর এ জগতের লোক নহেন।" তাহার পর কুমার প্রধান দুর্গরক্ষককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে দুর্গ সম্বন্ধে যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহার পরামর্শ করিলেন এবং পরদিন প্রাতেই যাহাতে আবশ্যকীয় কার্য্য সমস্ত আরব্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিতে করিতে ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। তাহার পর রক্ষক ভৃত্যাদিকে বিদায় দিয়া কুমার শয়ন করিলেন। কিন্তু গ্রীষ্মাতিশয্য হেতু নিদ্রা আসিল না। অনর্থক নিদ্রার সাধনা করা রাজপুতজাতির স্বভাব নহে। কুমার গাত্রোত্থান করিয়া বায়ু-

সেবনার্থ ছাতের উপর আসিলেন। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকার নাই। বিমল জ্যোৎস্না এখন তরল জ্যোতিঃ ঢালিয়া সমস্ত পদার্থ "মলম্বা অম্বরে" আবরিত করিয়াছে। প্রকৃতি শান্ত। সম্মুখে চাঁদেরী নদী গৈরিক উপ-কূলবিধৌত করিতে করিতে চন্দ্রমা ও অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জের ছায়া বক্ষে ধারণ করিয়া অবিশ্রান্তভাবে ধাইতেছে। অমরসিংহ সেই ছাতের উপর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন নাথদ্বার-নগর-নিবাসিনী কুমারী ঊর্ম্মিলার চিন্তায় তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট; সুতরাং কোন দিকেই তাঁহার দৃষ্টি নাই। একবার তিনি পার্শ্বদিকে নেত্রপাত করিলেন। সেই নেত্র তখন এক রমণীর মূর্ত্তি বহন করিয়া তাঁহার উদ্বোধন করাইল। দেখিলেন—অদূরে যুবতী স্ত্রীলোক। বুঝি-লেন—দুর্গাশ্রিতা রাজা রঘুবরের কন্যা বায়ু সেবনার্থ বেড়াইতে-ছেন। তখন অমরসিংহের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিল—"কুমারী ঊর্ম্মিলাও তো নাথদ্বারনিবাসিনী। তবে তিনিই কি রঘুবরের কন্যা?" মীমাংসা হইল—"হইতে পারে।" তাহার পর আশঙ্কা,—"তবে কেন? পিতা রঘুবরের নামে সন্তুষ্ট নহেন।" অমরসিংহের হৃদয় শুষ্ক, অন্তর শূন্য হইয়া গেল। তাহার পর ভাবিলেন—"অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে,—আমি সে দেবীমূর্ত্তি হৃদয় হইতে অন্তরিত করিব না।" কে যেন তাঁহাকে বলিয়া দিল,—"ঐ রমণী ঊর্ম্মিলা।" তাঁহার চরণ যেন অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে সেই দিকে লইয়া চলিল। অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া কুমার বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার আশঙ্কা সত্য—সেই কামিনী ঊর্ম্মিলা! অমরসিংহের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল; পৃথিবী শূন্য বোধ হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে দুইবার কুমারী ঊর্ম্মিলার সহিত পাঠক মহাশয়ের

সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে দুইবারই ঊর্ম্মিলা যোদ্ধৃবেশে সজ্জিতা ছিলেন। অদ্য তাঁহার বেশ অন্যবিধ। শেল, অসি, চর্ম্ম প্রভৃতির পরিবর্ত্তে হীরকখচিত স্বর্ণালঙ্কার সমস্ত অদ্য তাঁহার শরীরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। তাঁহার বদনে এক্ষণে শান্তি, সরলতা, পবিত্রতা ও অসামান্য বুদ্ধি ক্রীড়া করিতেছে। কোমলতা তাঁহার সকল অঙ্গে মাখা। কে বলিবে, এই ভুবনমোহিনী গভীর রজনীতে, একাকিনী, বনারণ্য মধ্যে বর্শাহস্তে ভ্রমণ করিতে পারেন; অথবা কে বলিবে যে, এই কোমলাঙ্গীর কমনীয়া কায়ায় জ্বলন্ত অলঙ্কার অপেক্ষা রণায়ুধ অধিক শোভা পায়?

বহুক্ষণে অমরসিংহ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—

"কুমারি! অদ্য এ স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

ঊর্ম্মিলা ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"আপনি এখানে ছিলেন, তাহা তো কেহই বলে নাই।"

"তোমরা দুর্গে আগমন করার পর আমি আসিয়াছি। তোমার সহিত সাক্ষাতের আশায় আমি কতই কষ্ট করিয়াছি কিন্তু, আমার দুর্ভাগ্য, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইনাই।"

ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

"আপনি যে কৃপা করিয়া আমাকে মনে রাখিয়াছিলেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

অমরসিংহ বহুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বলিলেন,—

"এতদিনে বুঝিতে পারিলাম, তুমি স্বর্গীয় রঘুবররায়ের দুহিতা। কিন্তু তুমি যাহারই দুহিতা হও, মিবারের তুমি পরম হিতৈষিণী।"

সুন্দরী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন,—

"যুবরাজ! আমি তো আপনাদের চক্ষে পতিতা, কারণ আমি ৺ রঘুবর রায়ের দুহিতা। জনসাধারণের বিশ্বাস, আমার পিতা মিবারের রাজশ্রীর অনুকূল ছিলেন না; সুতরাং মহারাণা তাঁহাকে পতিত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু সাধারণে যাহাই বলুক এবং আপনারা যাহাই ভাবুন, আমার বিশ্বাস আমি মুক্তকণ্ঠে জগতকে জানাইব। আমার বিশ্বাস যে, পিতৃদেবের হৃদয়ে রাজভক্তি বা মিবারের কল্যাণকামনার কিছুই ত্রুটি ছিল না। সাধারণে যাহাকে দেশহিতৈষিতা বলে, পিতার তাহা তদপেক্ষা দশ গুণ অধিক ছিল। তবে তাঁহার এক বিষম ভ্রান্তি ছিল। তিনি জানিতেন, শত চেষ্টাতেও আর মিবারে অভ্যুদয় হইবে না, মিবারের পতন আরম্ভ হইয়াছে, ইহার চরমে অবসান হইবে। এ সময়ে ইহার প্রতিকূল চেষ্টা করা, বালির বন্ধন দ্বারা প্রখর স্রোতস্বিনীর গতিরোধ করার ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র। এই ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সকল চেষ্টায় উদাসীন ছিলেন। অদৃষ্টের গতিতে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে তিনি তাহারই নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিষম বিশ্বাসই তাঁহার ঔদাসীন্যের হেতু এবং মহারাণার সহিত মনোমালিন্যের কারণ। কিন্তু একথা এখন কাহাকে বলিব? কে এখন এই কথা বিশ্বাস করিবে?"

কুমার বলিলেন,—

"কেনই বা না বিশ্বাস করিবে? আমি কখন শুনি নাই, বা কেহ কখন শুনে নাই যে, তিনি আমাদের কখন কোন অনিষ্ট করিয়াছেন।"

কুমারী ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—

"লোকে বিশ্বাস করিবে না—মহারাণা একথায় কর্ণপাত

করিবেন না। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায়া পিতৃহীনা কুমারী এ বিশ্বাস বিদূরীত করিবেই করিবে। এই মনোমালিন্য যুবরাজ! আমার দ্বারাই অবসিত হইবে। আমি দেশের জন্য আমার এক্ষুদ্র প্রাণ বিক্রীত করিয়াছি, দেশের হিতার্থে আমি সকল ভোগবাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছি, যবনবধই আমি জীবনের সারব্রত করিয়াছি এবং শাণিত লৌহই এদেহের প্রধান ভূষণ বলিয়া স্থির করিয়াছি। যুবরাজ! ইহাতেও কি মহারাণা বুঝিবেন না; ইহাতেও কি তিনি সদয় হইবেন না। যদি ইহাতেও তাঁহার করুণা লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে তাঁহার চরণে এই ক্ষুদ্র প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া অদম্য রাজভক্তির প্রমাণ দিয়া যাইব। রাজপুত্র! তখনও কি লোকে বলিবে না যে, রঘুবর রায়ের দুহিতার দেহে অতি পবিত্র রাজভক্ত শোণিত প্রবাহিত ছিল?”

অমরসিংহ বলিলেন,—

“যখন তোমার এই অনির্ব্বচনীয় গুণগ্রাম মহারাণার গোচরে আসিবে, তখন তোমাকে তিনি আরাধনা করিবেন। এরূপ অকৃত্রিম রাজভক্তি, এরূপ আন্তরিক স্বদেশানুরাগ কে কবে কোথায় দেখিয়াছে? আমি জানি তুমি মানবী নহ, তুমি দেবী। তোমার যে সকল উচ্চ মনোবৃত্তি ঈশ্বরেচ্ছায় আমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, রাজপুতের নিকট তাহা অতি আদরের ধন। ঊর্ম্মিলে! আমি আমার কথা বলিতেছি—আমি তোমাকে আজীবন কাল পরম শ্রদ্ধা করিব এবং তোমার ঐ মুর্ত্তি আমি যাবজ্জীবন হৃদয়ে বহন করিব।”

কুমারী লজ্জাহেতু বদন বিনত করিয়া নীরব রহিলেন। অমরসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—

"শুনিলাম তুমি শৈলম্বর যাইতেছ। শৈলম্বররাজ তোমার মাতুল, তাহা আমি জানি। তিনি মহারাণার বিরাগ-ভয়ে তোমাদের সহিত সম্পর্ক এতদিন এক প্রকার উচ্ছেদ করিয়াছিলেন বলিলেই হয়। এখনও কি তাঁহার সেই ভাব আছে?"

কুমারী বলিলেন,—

"যে কারণে তাঁহার মহারাণার বিরাগের ভয়, সে কারণই আর এ জগতে নাই, সুতরাং মাতুলের আর সে ভাবও নাই। পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর হইতে মাতুল আমার অভিভাবক। আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের সীমা নাই। তিনি নিঃসন্তান। আমি মাতুল ও মাতুলানীর বাৎসল্যের একমাত্র স্থল। আমি এক্ষণে তাঁহাদের আজ্ঞা ক্রমে সেই স্থানেই গমন করিতেছি।"

অমরসিংহ আহ্লাদসহ কহিলেন,—

"ভালই হইল, তোমাকে যে অতঃপর সময়ে সময়ে দেখিতে পাইব, তাহার ভরসা হইল। মহারাণার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ শৈলম্বর-রাজ আমাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন। তাঁহার আবাস আমি পরের আবাস বলিয়া ভাবি না।"

ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

"কুমারের এত অনুগ্রহ থাকিবে কি? কুমার কি কখন মনে করিয়া এ অভাগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন?"

কুমার বিস্মিতের ন্যায় কহিলেন,—

"এ কি আশঙ্কা ঊর্ম্মিলে? আমি কি মানুষ নহি? তোমাকে ভুলিব?"

তখন ঊর্ম্মিলা ঈষদ্ধাস্যের সহিত বলিলেন,—

"কুমারের কতই কার্য্য; কত বিষয়ে কুমারের কতই অনুরাগ।

সেই সকল কার্য্য ও অনুরাগ-সাগরে এ ক্ষুদ্র-হৃদয়া মন্দ-ভাগিনী কোথায় ডুবিয়া থাকিবে!”

“শত কার্য্য, শত অনুরাগ একদিকে, আর কুমারী ঊর্ম্মিলা একদিকে।”

উভয়ে নীরব। বাক্য-স্রোতকে আর অগ্রসর হইতে দিতে উভয়েরই সাহস নাই।

রাত্রি অবসান প্রায় হইল। পিঙ্গল ঊষা আসিয়া রজনীকে দূর করিয়া দিতে লাগিল। পক্ষীগণ সেই পরিবর্ত্তনে আনন্দিত হইয়া চারিদিক হইতে শব্দ করিতে লাগিল।

তখন ঊর্ম্মিলা কহিলেন,—

“যুবরাজ! দেখিতে দেখিতে রাত্রি অবসান হইয়া গেল। আমার যাত্রার সময় উপস্থিত, অতএব আমি এক্ষণে বিদায় হই।”

যুবরাজ বলিলেন,—

“তোমাকে বিদায় দেওয়া সহজ নহে কিন্তু বিলম্বে অসুবিধা হইতে পারে। ভগবান্ ভবানীপতি তোমায় সুখে রাখুন। জানিও, তোমার নাম এই হৃদয়ে ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় স্থাপিত রহিল।”

কুমারী ঊর্ম্মিলা একটী কথা বলিবেন ভাবিয়া মস্তক উন্নত করিলেন, একবার অধরোষ্ঠের স্পন্দন হইল। কিন্তু কোন শব্দ বাহিরিল না। তিনি প্রস্থান করিলেন।

অমরসিংহ সংজ্ঞাহীনের ন্যায় অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুর্গরক্ষকগণের “বম্ বম্, হর হর” শব্দে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—“এই দেবীর নিকট চিত্ত বিক্রয় করায় যদি পিতার সমীপে অপরাধী হই, তাহা

হইলে পিতার সন্তোষ-সাধন এ কুসন্তানের অদৃষ্টে নাই।" তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঊর্ম্মিলা যুবরাজের নিকট হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার কোন দিকে লক্ষ্য নাই, অন্য কিছু মনে নাই। সহসা তাঁহার প্রৌঢ়বয়স্কা সঙ্গিনীকে দেখিয়া বলিলেন,—

"কে ও তারা? আমার ভয় লাগিয়াছিল।"

কিন্তু তারাব তখন আপাদ মস্তক জ্বলিয়া গিয়াছে। সে কুমারীকে শয্যায় না দেখিয়া তাঁহাব সন্ধানার্থ ছাতের উপর আসিয়াছিল। দেখিল কুমারী ঊর্ম্মিলা একজন অপরিচিত পুরুষের সহিত গাঢ় আলাপে মগ্ন! তাহার চক্ষুকে সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। অবশেষে তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

ঊর্ম্মিলার কথা শুনিয়া তারা ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিল। বলিল,—

"যে রাজপুত-রমণী গোপনে রাত্রিকালে পরপুরুষের সহিত আলাপ করিয়া পিতা মাতার বংশ কলঙ্কিত করিতে পারে, তাহার আবার ভয়?"

ঊর্ম্মিলা অতি শৈশবাবস্থায় মাতৃহীনা। তারা সেই কাল হইতে তাঁহাকে মাতৃবৎ যত্নে লালন পালন করিতেছে। সুতরাং তাঁহার দোষ দেখিলে তারার শাসন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তারা-কৃত ঘোর অপমান ঊর্ম্মিলার পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও চারু হৃদয়ে আঘাত করিল। তারার উপর তাঁহার সহজে ক্রোধ হইত না। কিন্তু অদ্য ক্রোধ হইল। তিনি যথাসাধ্য হৃদয়কে শান্ত করিয়া বলিলেন,—

"যাহাকে যখন যাহা বলিবে, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলিও। না জানিয়া কথা বলায় সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে।"

তারা বলিল,—

"আমি না জানিয়া কি বলিয়াছি? স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিয়াছি। তুমি কি ভাবিয়াছ আমায় ধমকাইয়া সারিবে? যে কার্য্য করিয়াছ ইহার ফল শৈলস্বর গিয়া পাইবে। যাও, তোমার সহিত আমার আর কথা কহিবার প্রয়োজন নাই। যাহার স্বভাবে এত দোষ, আমি তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহি না। তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও—যাহার সহিত ইচ্ছা রাত্রি কাটাইয়া আইস।"

তারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। ঊর্ম্মিলা কহিলেন,—

"বলি শুন। তাহার পর রাগ করিতে হয় করিও।"

তারা দাঁড়াইল কিন্তু কথা কহিল না। ঊর্ম্মিলা বুনাস্ নদী-তীরে যুবরাজের সহিত প্রথম সাক্ষাতাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত কথা বলিলেন। তারা শুনিতে শুনিতে ক্রমে ফিরিয়া দাঁড়াইল, ক্রমে ঊর্ম্মিলার মুখের প্রতি তাকাইল। সমস্ত শুনিয়া বলিল,—

"এত হইয়াছে, বল নাই কেন?"

ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

"আরও বলি শুন। তুমি যাঁহাকে পর-পুরুষ বিবেচনা করিতেছ, তিনি আপাততঃ তোমাদের নিকট পর-পুরুষ বটেন কিন্তু তিনি এই হৃদয়ের রাজা—তিনি আমার স্বামী। আমি ভবানী গৌরীর নাম শপথ করিয়াছি যে, যুবরাজ অমরসিংহ ভিন্ন আর আর কাহাকেও এ হৃদয়ে স্থান দিব না। আমি জানি, আমার এ আশা নিতান্ত দুরাশা; আমি জানি, আমার এ বাসনা চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি তারা! আমি এই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি। ইহাতে যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, আমি সে দোষের জন্য কাতর নহি। আমি না বুঝিয়া নিরাশ-প্রণয়-সাগরে ডুবি-

য়াছি বলিয়া যদি তোমরা আমাকে ঘৃণা করিতে ইচ্ছা কর, বা মানব-সমাজ আমাকে কুলঙ্কিত মনে করে, তাহা হইলে—তারা—তোমার ঘৃণা বা মানবসমাজের কলঙ্কে কুমারী উর্ম্মিলা ভ্রূক্ষেপও করে না।*

তারা আর কথাটীও না কহিয়া উর্ম্মিলার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

বেলা অপরাহ্ণ। আগরা নগরের অতি মনোহর শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সম্রাটভবনের স্বর্ণ-চূড়ায় অস্তোন্মুখ সূর্য্যের স্বর্ণময় কর-রাশি পড়িয়া ঝলসিতেছে। প্রাসাদোপরিস্থ পতাকা পবন-হিল্লোলে একবার বক্র ও এক বার ঋজু হইতেছে। প্রাসাদ অর্দ্ধ-ক্রোশ পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু তাহার অগণ্য পুরী ও প্রকোষ্ঠ মধ্যে নেত্র-পাত করিবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। বাদশাহ আকবর প্রতিদিন প্রাতে দরবার-গৃহে ওমরাহ-গণের সহিত উপবেশন করেন এবং প্রকাশ্য রাজকীয় কার্য্য-সমস্তের আলোচনা করেন। বৈকালে তিনি মন্ত্রণা-গৃহে উপ-বেশন করিয়া বিশেষ বিশেষ লোকের সহিত নিগূঢ় বিষয়ের পরামর্শ করিয়া থাকেন। এক্ষণে বাদশাহ বাহাদুর মন্ত্রণা-গৃহে বসিয়া আছেন। আমাদের অধুনা সেই গৃহেই প্রয়োজন।

মন্ত্রণা-গৃহ একটী বিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠ। তাহার মধ্যে ভুকক্ষ

হইতে সমানীত একখানি অতি চমৎকার গালিচা বিস্তৃত। সেই গালিচার উপরে হীরক-খচিত স্বর্ণময় সিংহাসনে সম্রাট-কুল-তিলক আকবর উপবিষ্ট। তাঁহার পার্শ্বে অপর এক আসনে একজন অপূর্ব্ব-কান্তি রাজপুত-যুবক উপবিষ্ট। তিনি বিকানীরের কুমার পৃথ্বিরাজ। সুকৌশলী আকবর জানিতেন যে, রাজপুতগণ এই ভারতের মুখস্বরূপ। তাঁহারা সাহসে অতুল, বলে অদ্বিতীয় এবং বুদ্ধিতে অজেয়। অতএব সেই রাজপুতগণকে স্বপক্ষ করিতে না পারিলে, ভারতে মুসলমান রাজ্যের ভদ্রস্থতা নাই। বলা বাহুল্য যে, আকবরের এই বিশ্বাসই তাঁহার অত্যুন্নতির মূল। তিনি কৌশলে রাজপুত-প্রধানগণের সহিত মিত্রতা স্থাপনে প্রবৃত্ত হন এবং যোগ্য রাজপুতগণকে অতি মান্য রাজপদসমূহে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্ম্ম-বৈপরীত্য হেতু, বা প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ নিবন্ধন বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কদাচ রাজপুতগণকে অপমান, বা অনাদর করিতেন না। এই জন্যই অসাধারণ বুদ্ধিবল ও কৌশলসম্পন্ন রাজপুতগণ ক্রমশঃই আপনা আপনি তাঁহার আশ্রিত হইতে লাগিল এবং জেতা ও বিজিতভাব ক্রমে ক্রমে অন্তরিত হইতে লাগিল। রাজপুতগণ কৃতঘ্ন নহে; তাহারা সম্রাটদত্ত অতুল সম্মান লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে আপনাদিগকে তাঁহার কর্ম্মে ব্রতী করিতে লাগিল; সুতরাং মোগল-রাজ-শ্রী অবিলম্বে অত্যুন্নত গৌরব-পদবীতে সমারূঢ়া হইল। কুমার পৃথ্বিরাজ আত্মরাজ্যের স্বাধীনতা সংরক্ষণে অক্ষমতা হেতু বিজয়ী আকবরের শরণাগত হইয়াছিলেন। আকবর তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তাঁহার এক অসাধারণ শক্তি ছিল, তিনি মুখে মুখে অনর্গল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং পত্রাদি যাহা লিখিতেন,

সমস্তই শ্লোকে রচনা করিতেন। গুণগ্রাহী আকবর তাঁহার এই অসাধারণ গুণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে "রাজ-কবি" নাম প্রদান করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে সমাদরে সঙ্গে রাখিতেন। পৃথ্বিরাজ যদিও কোনরূপ সম্রাট প্রসাদেই বঞ্চিত ছিলেন না, তথাপি তিনি আত্মরাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই বলিয়া আপনাকে আপনি অতি ঘৃণার্হ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন। তিনি মহারাণা প্রতাপসিংহের বড়ই অনুরাগী ছিলেন; কারণ মহারাণা মিবারের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত যেরূপ যত্ন করিতেছিলেন, অন্য কোন রাজপুতই তাহা করে নাই।

অদ্য বাদশাহ আকবরের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। কারণ সোলাপুর জয়ের সংবাদ অদ্য তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে। তিনি পৃথ্বিরাজকে বলিতেছেন,—

"কেমন রাজ-কবি! মানসিংহের ন্যায় রণ-নিপুণ ও অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি বোধ করি আর দ্বিতীয় নাই।"

পৃথ্বিরাজ বলিলেন,—

"এ কথা কে না স্বীকার করে? বাদশাহের ন্যায় অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ব্যক্তির অভিপ্রায়াধীনে যাহারা কার্য্য করে, তাহাদের কার্য্যমাত্রই সফল হওয়া বিচিত্র কথা নহে। মানসিংহ তো অসাধারণ যোদ্ধা।"

বাদশাহ বলিলেন,—

"মানসিংহ আমার দক্ষিণ হস্ত। মানসিংহ বীর-চূড়া-মণি। বোধ করি তুমি মহারাজ মানসিংহের ন্যায় কর্ম্মঠ ও অধ্যবসায়ী দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম করিতে পার না।"

রাজ-কবি বলিলেন,—

"বাদশাহ বোধ করি এ কথাটী হৃদয়ের সহিত বলেন নাই। মহারাজ মানসিংহ যে অসাধারণ বীর এ কথায় কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু বাদশাহ স্মরণ করিলে জানিতে পারিবেন যে, এখনও রাজপুতকুলে এমন বীর আছেন, যাঁহারা অম্বরেশ্বরকে তৃণ-জ্ঞান করেন এবং তাঁহাকে এখনও অসি চালনার উপদেশ দিতে পারেন। তাঁহারা বিক্রমে অতুল, প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ়ব্রত এবং রণ-কৌশলে অনির্ব্বচনীয়। সেরূপ অসামান্য ব্যক্তির অপেক্ষাও যে মানসিংহ শ্রেষ্ঠ একথা এ অধম স্বীকার করিতে পারে না।"

বাদশাহ ক্ষণকাল চিন্তার পর বলিলেন,—

"আমার বোধ হইতেছে যে, মিবারের প্রতাপসিংহকে তুমি লক্ষ্য করিয়া এত কথা বলিতেছ। আমি স্বীকার করি, প্রতাপ অসাধারণ বীর ও অতিশয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু তুমি কি ভাবিয়াছ যে, প্রতাপের এই তেজ থাকিবে? মানসিংহের দ্বারাই প্রতাপের গর্ব্ব খর্ব্ব করাইব। এইবার তাহার বিক্রমের পরীক্ষা হইবে।"

পৃথ্বিরাজ বলিলেন,—

"বাদশাহ! আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে আমি এই বলিতে পারি যে, প্রতাপসিংহকে অবনত করা সহজ হইবে না—কখন ঘটিবে কি না সন্দেহ। মানসিংহের ন্যায় যোদ্ধা প্রতাপের কি করিবে? সে অদম্য বিক্রম-প্রবাহে মানসিংহ রূপ প্রবল মাতঙ্গও ভাসিয়া যাইবে।"

তাহার পর মনে মনে বলিলেন,—

"প্রতাপ! তোমার সার্থক জন্ম? কিন্তু সমুদ্রে বাণ ডাকিয়াছে, সব ভাসিয়া যাইবে; যে ঝড় উঠিয়াছে, সব

উড়িয়া যাইবে। নিস্তার নাই। তথাপি দেখা ভাল। দেখ, যদি কোন উপায় হয়। কেন দেখিবে না।"

বাদশাহ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধতার পর কহিলেন,—

"প্রতাপের বীরত্ব যে অতুল তাহা আমি জানি এবং সে জন্য আমি তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করি। কিন্তু সে সিংহ যদি জালে না পড়ে, তবে আমার কিসের কৌশল? সে দর্প যদি চূর্ণ না হয়, তবে আমার কিসের গৌরব? সে বীর যদি অধীন না হয়, তবে আমার কিসের বল? আমার এই রাজপুত যোদ্ধাগণ পৃথিবীকে ক্ষুদ্র বর্তুলের ন্যায় ঘুরাইয়া ফেলিতে পারে, তাহারা একজন মনুষ্যকে অবনত করিতে পারিবেনা?"

পৃথ্বীরাজ অবনত মস্তকে বলিলেন,—

"জাঁহাপনা! জয় ও পরাজয় সমস্তই বিধি-নিয়োজিত ফল। বল বা প্রতাপদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাদশাহের সহিত তুলনা করিলে প্রতাপসিংহ ত গণনায় আইসে না। আবুলফজেল যাঁহার মন্ত্রী, টোডরমল্ল যাঁহার সচিব, ফৈজি যাঁহার পার্শ্বচর, মানসিংহ যাঁহার অনুগত, এবং মহাবেত খাঁ, রায় বীরবলসিংহ, সাগরজি, শোভাসিংহ প্রভৃতি বীরেরা যাঁহার আশ্রিত; যাঁহার রাজ্য আসমুদ্র বিস্তৃত, যাঁহার সৈন্যসংখ্যা অগণনীয়, যাঁহার প্রতাপে ভারত অবনত তাঁহার সহিত ক্ষুদ্র মিবারের ধন-জন-শূন্য ক্ষুদ্র প্রতাপের কোনই তুলনা হয় না। কিন্তু—"

এই সময়ে একজন কর্ম্মচারী তথায় আগমন করিয়া সম্মান-সহ নিবেদিল,—

"জাঁহাপনা! মহারাজ মানসিংহ বাহাদুর প্রাসাদ-তোরণ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন।"

বাদশাহ অতিশয় সন্তোষের সহিত কর্ম্মচারীকে বিদায় করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"কিন্তু কি?"

বাদশাহ ক্ষুদ্র বা মহৎ কাহারও নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে অপমান মনে করিতেন না, বা তাঁহার সংস্কারের বিরুদ্ধ মত সমর্থিত হইলে বিরক্ত হইতেন না। এই জন্যই প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে পৃথ্বীরাজের অভিপ্রায় কি এবং তাঁহাকে জয় করার পক্ষে পৃথ্বীরাজের মনে কি কি আপত্তি আছে তাহা বাদশাহ আগ্রহের সহিত শুনিতেছেন; অথচ এমনি ভাব প্রকাশ করিতেছেন যে, যেন তিনি পৃথ্বীরাজের ভ্রমভঞ্জন ও তাঁহার কুসংস্কার দূরীভূত করিবার বাসনাতেই এত কথা কহিতেছেন। যে সকল ব্যক্তি সতত তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন ও তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁহাদের প্রিয়ভাষ দ্বারা বাদশাহের মনস্তুষ্টি করিতে হইত না। তাহাতে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইতেন না। সুতরাং তাঁহারা নিঃসংকোচে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন। এই জন্যই পৃথ্বীরাজ বলিতে সাহস করিলেন যে,—

"কিন্তু প্রতাপের প্রতাপ আছে; যত দিন প্রতাপ আছে, কাহার সাধ্য তাহাকে জয় করে। এ দীনের এই বিশ্বাস, প্রতাপসিংহ কখনই নত হইবে না। বাদশাহের চেষ্টা সফল হইবে না।"

বাদশাহ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আবার সেই কর্ম্মচারী আসিয়া তদ্রূপ ভাবে নিবেদিল,—

"মহারাজ মানসিংহ বাহাদুর এই দিকে আসিতেছেন।"

কর্ম্মচারী বিদায় হইল। তখন নকিব চীৎকার করিতে লাগিল,—

"অম্বররাজ, বিশ হাজারী মনসবদার অতুল-প্রতাপ বাদশাহ বাহাদুরের অনুগ্রহভাজন, রাজপুত-চূড়ামণি মহারাজ মানসিংহ বাহাদুর উপস্থিত।"

বাদশাহ উঠিয়া দ্বারসমীপস্থ হইলেন, তথা হইতে হাসিতে হাসিতে মানসিংহকে আসিতে সঙ্কেত করিলেন। মানসিংহ ভূমিস্পর্শ করিয়া সেলাম করিতে করিতে মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

"বীরবর! তোমার যশঃ-সৌরভ তুমি আসিবার অনেক পূর্ব্বে আমার নিকট আসিয়াছে। আমরা এখনও তোমার কথায় নিযুক্ত ছিলাম।"

মানসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"এ ক্ষুদ্র ব্যক্তির বিষয় আলোচনায় বাদশাহ বাহাদুরের একটী মুহূর্ত্তকালও অতিবাহিত হইয়াছে এ সংবাদ অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের, প্রশংসার, বা অনুগ্রহের কথা মানসিংহ জানে না।"

বাদশাহ তাহার পর আসন গ্রহণ করিলেন এবং মানসিংহ-কেও আসন গ্রহণে অনুমতি দিলেন। তাহার পর পরস্পর স্বাস্থ্যাদি সম্বন্ধীয় কথা বার্ত্তা হইল। বাদশাহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"আমরা কিন্তু তোমার নিন্দা করিতেছিলাম।"

মানসিংহ বলিলেন,—

"এ অধমের এমন কি সৌভাগ্য যে, সে বাদশাহ বাহাদুরের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবে। কিন্তু নিন্দাতে হউক, বা প্রশংসায় হউক বাদশাহ বাহাদুর যে তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন, ইহাই এ দীনের পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।"

আকবর বলিলেন,—

"যে বীর হিন্দুস্থান পদাবনত করিয়াও তৃপ্ত হয় নাই, যাহার ক্ষমতা, সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া, গজনী নগরকেও হস্তগত করিয়াছে, সে বীরের অমিত তেজ যদি স্থান বিশেষে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সেই ঘটনা চিরকাল তাহার বীর-চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপে ঘোষিত হইবে।"

মহারাজ মানসিংহ বহুক্ষণ অবনত মস্তকে চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

"বাদশাহ আজ্ঞা করিলে এদীন অনলে শয়ন করিতে পারে, সমূদ্রে প্রবেশ করিতে পারে, একাকী শূন্য হস্তে সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু অধীন জানে না, কোথায় সে বাদশাহের জয়-ধ্বজা প্রোথিত করিতে চেষ্টা করে নাই।"

বাদশাহ ঈষৎ হাস্যের সহিত কহিলেন,—

"মিবার—প্রতাপসিংহ।"

মানসিংহ কাঁপিয়া উঠিলেন। বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন; পরে আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার চক্ষু ঘোর রক্ত বর্ণ, যেন স্থানভ্রষ্ট হইয়া বাহিরে আসিতেছে। বলিলেন;—

"প্রতাপসিংহ—দাম্ভিক প্রতাপসিংহ—দরিদ্র, ভিক্ষুক, কুটীর-বাসী প্রতাপসিংহ—সে আমার মর্ম্মে আঘাত করিয়াছে—সে আমার অন্তরে তীব্র বিষ ঢালিয়া দিয়াছে। আমি তাহার সর্ব্বনাশ করিব; আমি তাহাকে পথের ভিখারী করিব, আমি তাহাকে অন্নহীন করিব; আমি তাহাকে বাদশাহের চরণে বাঁধিয়া আনিয়া দিব; আমি তাহাকে আমার চরণ ধরিয়া রোদন করাইব, তবে আমার ক্রোধ শান্ত হইবে,—হৃদয়ের তৃপ্তি হইবে।"

আকবর জিজ্ঞাসিলেন,—

"তাহার উপর অদ্য তোমার এত ক্রোধ দেখিতেছি কেন? সে সম্প্রতি আর কোন নূতন অপরাধে অপরাধী হইয়াছে কি?"

তখন মানসিংহ একে একে সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া বাদশাহ আকবর অনেকক্ষণ তূষ্ণীম্ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহারও অত্যন্ত ক্রোধোদয় হইল, কিন্তু তিনি ক্রোধ ব্যক্ত করিবার লোক নহেন। তাঁহার পার্ষদ রাজপুতমণ্ডলী যদি তাঁহার অনধীন কোন রাজপুত বীরের উপর বিরক্ত হইতেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, রাজপুতগণের পরস্পর মনোবাদ ও অনৈক্য ঘটিলে ভারতে যবনপ্রতাপের আর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে না। কিন্তু রাজপুতগণ সমমতাবলম্বী হইলে শত যবনভূপেরও এমন সাধ্য হইবে না যে, ভারতে একদিনও রাজত্ব করে। তিনি বুঝিলেন যে, প্রতাপসিংহ অতুল বীর ও প্রভাবশালী হইলেও আর তাঁহার নিস্তার নাই। কারণ মানসিংহের ন্যায় তাঁহার স্বজাতীয় বীর এক্ষণে তাঁহার প্রবল শত্রু। কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা প্রভুর সন্তোষ সাধন এক কথা, আর নিজ হৃদয়ের বিজাতীয় জ্বালা নিবারণের চেষ্টা আর এক কথা। সহস্র প্রভু-ভক্ত হইলেও প্রতাপসিংহের ন্যায় স্বজাতীয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রক্ষেপ করিতে কোনও রাজপুতেরই প্রবৃত্তি বা অনুরাগ হইত না। কিন্তু এক্ষণে আর সে অনুরাগের অপ্রতুলতা থাকিতেছে না। শুক্তসিংহ প্রভৃতি বীরেরাও প্রতাপের বিরোধী।* সুতরাং

* শুক্তসিংহের সহিত কেন মহারাণা প্রতাপসিংহের মনান্তর ছিল, তাহা বোধ করি ইতিহাসানুসন্ধিৎসু পাঠকের অবিদিত না থাকিতে পারে। Tod's Rajasthan, Vol I. PP 275 এবং 276 দেখ।

যেরূপে শুক্তসিংহের সহিত প্রতাপসিংহের মনান্তর ও পার্থক্য ঘটে এবং তৎকালে কুল-পুরোহিত তাঁহাদের বিবাদ ভঞ্জনার্থ যেরূপে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করেন,

প্রতাপের নিস্তার কোথা? এ সকল কথাই তিনি বুঝিলেন।

এমন সময় নকিব আবার চীৎকার করিয়া জানাইল, সাহারজাদা সেলিম উপস্থিত। বাদশাহের আজ্ঞাক্রমে সেলিম মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কান্তি ভুবন-মোহন। তাঁহার পরিচ্ছদ অতি উজ্জ্বল ও অতি সুদৃশ্য। তাঁহার মস্তকে বিবিধ কারুকার্য্যসমন্বিত শিরপেঁচ জ্বলিতেছে। তাঁহার বিশাল-বক্ষে সুগোল মুক্তার মালা শোভা পাইতেছে। তাঁহার আয়ত ইন্দীবর নয়ন হইতে তেজঃ ও বুদ্ধির জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। কিন্তু একজন বিচক্ষণ লোক দেখিলে বুঝিতে পারিত যে, সেলিমের এই অপূর্ব্ব লাবণ্যের উপর অযথা ভোগবিলাসানুরাগিতা এবং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নিয়মাবহেলন হেতু একটা কালিমা পড়িয়াছে। সাহারজাদা সেলিম প্রবেশ করিয়া বাদশাহের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলেন এবং বাদশাহের চরণে হস্ত স্পর্শ করিয়া সেই হস্ত স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিলেন। বাদশাহ অত্যন্ত স্নেহের সহিত সেই যুবককে আলিঙ্গন করিলেন। মানসিংহ ও পৃথীরাজ সাহারজাদাকে যথাবিহিত সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। তাহার পর সকলেই আসন গ্রহণ করিলে বাদশাহ বলিলেন,—

"সেলিম! কোন গুরুতর সামরিক কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করি না বলিয়া সর্ব্বদাই তুমি দুঃখ করিয়া থাক। এবার তোমাকে এমন এক যুদ্ধের ভার দিব স্থির করিয়াছি যে, তাহাতে জয়-পরাজয়ের সহিত তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতি অবনতিরও দৃঢ়সম্বন্ধ থাকিবে।"

তাহার বিবরণ এবং অকুতোভয় শক্তসিংহের বাল্যজীবনের সাহসের কথা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

সেলিম বলিলেন,—

"যেমনই কেন বিপক্ষ হউক না, জয়-লাভে এ দাসের কোন সংশয় নাই। বাদশাহের আশীর্ব্বাদই দাসের বল। যত দিন সেই আশীর্ব্বাদের প্রতি এ দীনের অবিচলিত ভক্তি থাকিবে, তত দিন কোথায়ও এ দাস অপদস্থ হইবে না। এক্ষণে বাদশাহ কোন্ অভিনব ক্ষেত্রে এ দাসকে নিযুক্ত করিয়া অনুগৃহীত করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতে পারি না কি?"

আকবর বলিলেন,—

"রাজা মান! তুমি যখন প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবে, তখন সেলিমকে সঙ্গে লইবে। সেলিমের অদম্য সমর-সাধ নিবৃত্তির এই উত্তম ক্ষেত্র। এক্ষণে সেলিম তুমি প্রস্তুত হও। রাজা মানের সহিত তোমার এবার মিবারের প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে।

সাহাবজাদা বলিলেন,—

"এ দাস সর্ব্বদা সম্রাট্ কার্য্যে প্রস্তুত। অনুমতি হইলে এই মুহূর্ত্তেই যাত্রা করিতে পারি।"

মানসিংহ বলিলেন,—

"বাদশাহের আদেশে পরম পরিতুষ্ট হইলাম। কিন্তু আমাদের কোন্ সময়ে যাত্রা করা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে বাদশাহের কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় নাই।"

বাদশাহ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"সম্মুখে খোস্‌রোজ পর্ব্ব উপস্থিত। খোস্‌রোজের পর যাত্রা করাই আমার মতে যুক্তিসঙ্গত। তোমাদের কি মত?"

মানসিংহ বলিলেন,—

"তাহাই স্থির।"

তাহার পর একে একে পৃথ্বীরাজ ও মানসিংহ বিহিত-বিধানে বাদশাহের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে পিতা ও পুত্র বিষয়ান্তরের কথায় নিবিষ্ট হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভাবী ভূপতী।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে সাহাজাদা সেলিমের যে চিত্র দেখিয়াছি, সর্ব্বত্র তিনি সেরূপ সুচারু বর্ণে চিত্রিত হন না। তাঁহার চরিত্রে দুই ভাব। এক ভাব দেখিলে তিনি স্বর্গের দেবতা; আর এক ভাব দেখিলে, তিনি নরকের প্রেত। এক ভাব দেখিলে, তিনি পূজা ও ভক্তির সামগ্রী; আর এক ভাব দেখিলে, তিনি ঘৃণা ও অরুচির বিষয়। তাঁহার হৃদয়ে যেমন অতি মহৎ অপার্থিব মনোবৃত্তি সমস্ত নিহিত ছিল, তেমনি তথায় অতি জঘন্য ইন্দ্রিয়পরতা, ভোগাশক্তি ও নীচতা বাস করিত। তাঁহার কত কার্য্যে অতুল তেজস্বিনী বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইত, আবার তাঁহারই কত কার্য্যে দারুণ হিতাহিত বোধবিহীনতা প্রকাশ পাইত। তিনি যখন দরবারে বসিতেন, তখন আবুল ফজেলের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও মানসিংহের ন্যায় সাহসী বলিয়া বোধ হইত, আবার তিনি যখন বিলাসগৃহে বসি-

তেন, তখন তাঁহার নীচতা ও অদূরদর্শিতার পরাকাষ্ঠা দেখা যাইত। তিনি যখন রাজকার্য্যের মন্ত্রণায় নিযুক্ত থাকিতেন, তখন সময়ে সময়ে চতুর-চূড়ামণি আকবরও মনে মনে তাঁহার নিকট হারি মানিতেন, আবার তিনি যখন ভ্রষ্টমতি, তোষামোদী পারিষদগণে পরিবৃত থাকিতেন, তখন তাঁহাকে নির্ব্বোধের একশেষ বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু সমস্ত দোষ ও গুণ একত্রিত করিয়া তুলনা করিলে দেখা যায় যে, সাহাবজাদা সেলিমের চরিত্রে দোষের অপেক্ষা গুণের ভাগই অধিক। তাঁহার শান্ত-স্বভাব, তাঁহার মিষ্টভাষা, তাঁহার সরলতা, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার বুদ্ধি, তাঁহার লোকানুরাগিতা প্রভৃতি অসংখ্য সদ্গুণ একত্রিত করিয়া তুলায় আরোপ করিলে, গুণের দিক গুরু-ভার হেতু অবনত হইয়া পড়ে।

অতি সুসজ্জিত মর্ম্মর প্রস্তরের এক মনোহর প্রকোষ্ঠে সন্ধ্যার পর সাহাবজাদা সেলিম উপবিষ্ট আছেন। তোষামোদী, অসৎ-স্বভাব পারিষদগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে। চতুর্দ্দিকে অগণ্য স্ফাটিক আলোকাধারে অগণ্য আলোকমালা জ্বলিতেছে। অপূর্ব্ব গন্ধদ্রব্যের অপূর্ব্ব গন্ধে প্রকোষ্ঠ আমোদিত। দুইজন অপ্সরা সদৃশী রূপসী নর্ত্তকী, ভুবনমোহন পরিচ্ছদে ও ভূষণে আপনাদের পাপকায়া বিভূষিত করিয়া অঙ্গভঙ্গী সহকৃত নৃত্য ও গীত দ্বারা অনিয়মী, অদূরদর্শী যুবক শ্রোতৃবর্গের ইন্দ্রিয়-তৃষা বলবতী করিতেছে। আবেশ-ভরে তাহাদের আয়তলোচন কখন যেন মুকুলিত হইয়া আসিতেছে, আবার কখন তাহা হইতে বাসনার তীব্র গরল নিসৃত হইয়া দর্শকগণকে বিচেতন করিতেছে; কখন তাহা হইতে প্রণয়ের অতি স্নিগ্ধ সুধা স্যন্দিত হইয়া সকলকে বিহ্বল করিতেছে, এবং

কখন বা তাহা হইতে কটাক্ষের তীক্ষ্ণ তাড়িৎ তাহাদের মর্ম্ম-ভেদ করিতেছে। এই ঘোর মাদকতাতেও যুবকগণের তৃপ্তি নাই, সিরাজ হইতে সমানীত, স্বর্ণ-পান-পাত্রস্থ, উজ্জ্বল সুরা তাঁহাদের অস্থির বুদ্ধিকে আরও চঞ্চল ও আরও অপ্রকৃতিস্থ করিতেছেন। সেলিম এইরূপ বিরত সংসর্গে বসিয়া অনবরত সুরাপান করিতেছেন এবং রূপোন্মত্ত ও মদোন্মত্ত হইয়া নিয়ত চীৎকার করিতেছেন।

কে বলে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান জীব? মনুষ্য যদি বুদ্ধিমান তবে নির্ব্বোধ কে? আর কোন্ জন্তু স্বেচ্ছায় এরূপে স্বীয় পদে কুঠারাঘাত করে? আর কোন্ জন্তু মনুষ্যের ন্যায় নিরন্তর নিয়মাবহেলন করিয়া স্বাস্থ্য, সুখ ও আনন্দ বিধ্বংসিত করে? আর কোন্ প্রাণী ইচ্ছা পূর্ব্বক আপন আয়ুস্কাল সংক্ষিপ্ত করিয়া অকালে কাল-সমুদ্রে ডুবিয়া যায়? মনুষ্যের ন্যায় ভ্রম-পরায়ণ জীব আর কোথায় আছে? ফলতঃ এক পক্ষে মনুষ্যের কার্য্যবিশেষ দেখিয়া যেমন বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারা যায় না, তেমনি পক্ষান্তরে তাহাদের ভ্রান্তি দেখিয়া ইতর প্রাণীগণের যদি বুঝিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে, তাহারাও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিত না। মনুষ্যের স্বাধীন বুদ্ধিই তাহাদের উন্নতি ও অবনতি উভয়েরই হেতু।

নর্ত্তকী নাচিতেছে এবং লীলা ও লালসাসূচক ভঙ্গীসহ গাহিতেছে। দুইটি গানের পর তাহারা তৃতীয় গান ধরিল,—

‘পিও বঁধু মধু কমল কোমলে।
রহে না রস সখা ফুল সুকালে॥”

সেলিম চীৎকার স্বরে কহিলেন,—

“ঠিক্ ঠিক্। বহুত আচ্ছা। মদ।”

একজন তৎক্ষণাৎ একপাত্র সুরা দিল। সেলিম পান করিলেন। গায়িকা আবার গাইল,—

"থাকিতে সময়,
লুঠো রসময়,
জানত যৌবন ফিরে না গেলে॥"

সেই ভ্রষ্ট-মতি যুবকগণ প্রসংশাসূচক ও সন্তোষজ্ঞাপক এতই শব্দ এক সঙ্গে বলিল যে, তথায় একটা বিকট গোল পড়িয়া গেল। সেলিম তখন এক রমণীর বদন-শোভা দেখিতে দেখিতে এতই বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার হস্ত হইতে পান-পাত্র পড়িয়া গেল; তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না।

গায়িকা গাইতে লাগিল,—

"এ ফুল নূতন,
রস-নিকেতন,
কি হইবে বঁধু সুধু রাখিলে॥"

আবার সেই বিকট চীৎকার-ধ্বনি। সেলিম বলিলেন,—

"বটে তো। তা কি হয়? মদ।"

*গায়িকা আবার গাইতে লাগিল,—

"কে আছ রসিক,
প্রেমের প্রেমিক,
লও এ রতন যতনে তুলে॥"

তখন সেলিম,—'আমি, আমি—এই যে আমি আছি' বলিয়া টলিতে টলিতে উঠিলেন এবং একজন গায়িকার হাত ধরিয়া

* এই গীত রাগিণী ঝিঝিট ও তাল দাদ্‌রায় সমাবিষ্ট। 'বিঁধিয়া লে গেইহো মেরে সাঁহারিয়া' ইত্যাদি প্রচলিত হিন্দী গানের অনুরূপ।

তাঁহার বদন চুম্বন করিলেন। সকলে 'হো' 'হো' শব্দে হাসিয়া উঠিল। সেলিম চৈতন্যশূন্য—হিতাহিত-বোধ-রহিত। একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল,—

"বাদসাহ বাহাদুর ও মহারাজ মানসিংহ সাহারজাদাকে স্মরণ করিতেছেন।"

সেলিম রমণীর হাত ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু অবলম্বনহীন হইয়া শরীর স্থির রাখিতে পারিলেন না—তথায় পড়িয়া গেলেন। সহচরেরা একে একে প্রস্থান করিল। সেলিম বলিলেন,—

"আঃ! দিবারাত্র স্মরণ করিলে আর পারা যায় না। বল গিয়া, আমি এখন যাইতে পারিব না।"

আবার বলিলেন,—

"না না না—বল গিয়া আমি যাইতেছি। তুমি যাও আমি যাইতেছি।"

দুইবার, তিনবার সাহারজাদা উঠিবার নিমিত্ত প্রযত্ন করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অগত্যা ভারতের ভাবী ভূপতি সুরাপহৃতচেতন হইয়া জঘন্য চিন্তা ও অশ্লীল অনুধ্যান করিতে করিতে সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজ-রাজ-মোহিনী।

আগরা নগরের যমুনা তীরস্থ একটি পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে দুইটি যুবতী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। যে যুবতী অদ্বিতীয়া সুন্দরী, যাঁহার লাবণ্যে গৃহ উজ্জ্বল, যাঁহাকে দর্শনমাত্র দেবী বিবেচনায় মোহিত ও চমকিত হইতে হয় এবং যাঁহার বর্ণ, গঠন শিক্ষা, কমনীয়তা, ভঙ্গী সকলই অমানুষী, অপার্থিব সেই সুন্দরী মেহেরউন্নিসা *। অপরা তাঁহারই সহচরী—আমিনী। মেহেরউন্নিসার বয়স ষোড়শ বর্ষের অধিক নহে। যাঁহার সৌন্দর্য্য ও শিক্ষা ভুবনবিখ্যাত, আমরা সেই রমণীকুল ললামভূতা তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া হাস্যাস্পদ হইব না। প্রবাদ আছে বিশ্ব-পতি কোন বস্তুই দোষশূন্য করেন নাই। পদ্ম ও গোলাপে কণ্টক আছে ; ময়ূরের পদ দেহের অযোগ্য। কিন্তু মেহেরউন্নিসা সেই প্রবাদের ব্যাবৃত্তিস্থল। তাঁহার দেহে, স্বভাবে, কার্য্যে কিছুতেই দোষের সংস্পর্শ দেখা যায় না।

রাজ-রাজ-মোহিনী মেহেরউন্নিসার সকল কার্য্যই সুরুচির পরিচায়ক। তাঁহার পরিচ্ছদ, গৃহ-সজ্জা প্রভৃতি তাঁহার সৎরুচির সাক্ষ্য দিতেছে। মেহের উন্নিসার পিতা ধনবান নহেন সুতরাং গৃহের শোভা সম্বর্দ্ধনার্থ মহামূল্য দ্রব্য সমস্ত ক্রয়

* কোন কোন ইতিহাসে গিয়াসউদ্দীন তনয়ার অমীরুন্নিসা এই নাম লিখিত আছে। যে সুন্দরী কালে নুরজাহান নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনা সকলের বিবরণ বোধ করি কাহার অবিদিত নাই।

করা তাঁহার সাধ্যাতীত। কিন্তু যাঁহার গৃহে মেহের উন্নিসার জন্ম, তাঁহার অন্য শোভায় প্রয়োজন? মেহের উন্নিসা সামান্য সামান্য দ্রব্যে গৃহ, দ্বার, ভবনসংলগ্ন ক্ষুদ্র উদ্যান প্রভৃতি এমনি সুশৃঙ্খল ও সজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন যে, দর্শনমাত্র তাহা চিত্তকে আকর্ষণ করে। মেহেরউন্নিসার পরিচ্ছদ মূল্যবান না হইলেও তাহা এমনি সুরুচি-সঙ্গত ও পরিষ্কার এবং তাহা এমনি দেহ আবরণ করিয়া আছে যে, তাহা মহামূল্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। মেহেরউন্নিসা সহচরীকে বলিতেছেন,—

"আমিনি! তুমি কি আমাকে এতই অসার, অপদার্থ বিবেচনা কর? তুমি কি ভাব আমার অন্তর এতই জঘন্য? প্রণয়-বৃত্তি মনুষ্য-হৃদয়ের উচ্চতার পবিত্র নিদর্শন। সেই পবিত্র বৃত্তি ত্যাগ করিয়া আমি কি পাশব বৃত্তির অনুসরণ করিব?"

আমিনী একটু চিন্তার পর কহিল,—

"মেহেরউন্নিসে। ভাবিয়া দেখ তুমি কি হইবে। ধন বল, সম্পত্তি বল, পদ বল, প্রভুত্ব বল সংসারে মনুষ্যজীবনের যাহা কিছু প্রার্থনীয় সাহাবজাদা সেলিমের তাহার কিছুরই অপ্রতুল নাই। সেই সমস্ত দুর্লভ সুখের অংশিনী হওয়া কি সামান্য ভাগ্যের কথা? মেহেরউন্নিসা তুমি ভাবিয়া দেখ।"

মেহেরউন্নিসা বিষাদব্যঞ্জক হাস্য করিয়া কহিলেন,—

"আমিনি। আমি তোমার প্রস্তাবিত জীবনের প্রধান প্রার্থনীয় সুখের সহিত আমার হৃদয়ের অতুল সুখের বিনিময় করিতে ইচ্ছা করি না। একমাত্র অমূল্য নিধি প্রেম আমার প্রার্থনীয়। যদি তাহা পাই, তাহা হইলে দারিদ্র্যও আমি শ্রেয়ঃজ্ঞান করি।"

আমিনী বলিল,—

"তুমি যাহা চাও, তাহাই কেন্ না পাইবে ? সাহাব-জাদা সেলিম বাহাদুর তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন। তুমি শুন নাই, তিনি তোমার নিমিত্ত উন্মাদ প্রায় হইয়াছেন।"

মেহেরউন্নিসা একটু লজ্জিতা হইলেন। বলিলেন,—

"আমিও যে সেলিম বাহাদুরের রূপের প্রশংসা অথবা তাঁহার অত্যুন্নত পদের প্রতিষ্ঠা করি না, এমন নহে। প্রত্যুত তাঁহার ন্যায় সুন্দর পুরুষ আমি আর দেখি নাই।"

মেহেরউন্নিসার চিত্ত একটু ভাবান্তরিত হইল, তিনি ক্ষণেক নীরব হইলেন। আবার কহিলেন,—

"কিন্তু তিনি আমাকে ভাল বাসেন না। তাঁহার হৃদয়ে এখন ভালবাসা নাই। তবে কখন যে তাঁহার হৃদয়ে ভাল-বাসা জন্মিতে পারে না, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি আমার নিমিত্ত উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন—একথা অসম্ভব নয়। কিন্তু সে উন্মত্ততা স্বতন্ত্র কারণে জন্মিয়াছে, তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই। স্বর্গীয় প্রণয় সে মত্ততার কারণ নহে—ঘৃণিত ভোগানুরক্তি ও লিপ্সা তাহার হেতু। আমিনি! জগতে যে কিছু কষ্ট আছে, আমি তাহা হাসিতে হাসিতে সহ্য করিতে পারি, তথাপি আমি স্বর্গীয় সুখ-সম্বেষ্টিত হইয়াও কাহারও জঘন্য মনোবৃত্তি সংসাধনের পাত্র হইয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং সাহাবজাদার প্রস্তাব আমার অরুচিকর।"

আমিনী আবার কহিল,—

"তুমি বুঝিতেছ না—সাহাবজাদা তোমাকে বিবাহ করিবেন। বিবাহিতা স্ত্রীকে ভাল বাসিবে না, ইহা কি সম্ভব ? আর দেখ সেলিম ভবিষ্যতে বাদশাহ হইবেন। তিনি বাদশাহ হইলে মনে কর তখন তোমার কত সুখ হইবে।"

মেহেরউন্নিসা বলিলেন,—

"সেলিম যে ভবিষ্যতে বাদশাহ হইবেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তাঁহার ন্যায় রূপবান ও অত্যুন্নত ব্যক্তির ভার্য্যা হইতে কে না ইচ্ছা করে? তাঁহার সহধর্ম্মিণী হওয়া আমি আনন্দের বিষয় বলিয়াই বিবেচনা করি। কিন্তু যখন মনে হয় যে, সেলিম কেবল রূপ-ভোগ বাসনায় আমার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়াছেন, তখনই আমার চৈতন্য হয়, তখনি ভাবি যদি মন না পাইলাম তবে সিংহাসন, ধন, সম্পত্তি কিসের জন্য। তখন আমি স্থির করি যে, জীবন যায় সেও স্বীকার, তথাপি আমি পদ-গৌরবে বিমোহিত হইয়া সেলিমের নিকট দেহ বিক্রয় করিব না।"

সুন্দরী নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন,—

"সেলিম আমাকে বিবাহ করিবেন সত্য—কিন্তু বিবাহ করিলেই যে ভালবাসিতে হয়, ইহা বাদশাহদিগের শাস্ত্রে লেখে না—মনুষ্যের কোন সমাজেই একরূপ বাধ্যবাধকতা নাই। আর দেখ, পিতা শের আফগানের সহিত আমার সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। যখন সে সম্বন্ধ স্থির হয়, তখন আমিও তাহাতে সম্মতি দিয়াছি। সুতরাং আমি ধর্ম্মতঃ তাঁহারই পত্নী হইয়াছি। অধুনা আমি যদি অন্য মত করি, তাহা হইলে পিতাকে অপমানিত করা হয়, আমাকে ধর্ম্মে পতিতা হইতে হয় এবং সম্ভবতঃ শেরকেও মনক্ষুণ্ণ করা হয়। অথচ আমার বিশেষ লাভ কিছুই নাই, বরং আমাকে সুবর্ণ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায় যাবজ্জীবন কষ্টই পাইতে হইবে। যে কার্য্যে এত অনর্থপাতের সম্ভাবনা সেরূপ গর্হিত কার্য্য কেন করিব? আরও বিবেচনা কর শের সেলিমের ন্যায় অত্যুন্নত পদশালী নহেন সত্য, কিন্তু তাঁহার

সেলিমের অপেক্ষা বিস্তর গুণ আছে। তিনি বিনয়ী, নম্র, শান্ত-স্বভাব, মিতাচারী, প্রেমিক, বীর ও কর্ম্মঠ। সেলিমের এ সকল গুণ কখন না হইতে পারে এমন নয়, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার তাহা নাই। তবে বিধাতা তাঁহাকে যে অত্যুচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও তাঁহাকে যে অতুলনীয় রূপরাশি প্রদান করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই নারী-হৃদয়ে লোভ-উদ্দীপক। আমার হৃদয়ে সে সমস্তের লোভ হয় না, এমন নহে। কিন্তু আমি সে লোভ দমন করিতে জানি, আমি ভাল মন্দ চিনিতে পারি। আমার হৃদয় এত অসার নহে যে, আমি পবিত্র সুখের সহিত, অপবিত্র সুখের বিনিময় করিব, স্বর্গীয় আনন্দের সহিত ঘৃণিত লিপ্সার পরিবর্ত্তন করিব এবং কাঞ্চন-মূল্যে পিত্তল ক্রয় করিব।"

আমিনী কহিল,—

"পুত্রের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য হয়ত বাদশাহ আকবর তোমার পিতার নিকট অনুরোধ করিবেন। সম্রাটের আদেশ তিনি কখনই অন্যথা করিতে পারিবেন না। তখন তুমি কি করিবে?"

মেহেরউন্নিসা চারুমুখে একটু হাসিয়া বলিলেন,—

"সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি। আকবরের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, বাগ্দত্তা কন্যার অন্যত্র বিবাহ দিতে বলিবেন, ইহা অসম্ভব। আর পিতাও যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া আমার অন্যত্র বিবাহ দিবেন, তাহাও বোধ হয় না।"

আমিনী আবার কহিলেন,—

"তোমার অপেক্ষা কাহারও অধিক বুদ্ধি নাই। আপনার ভাল মন্দ তুমি যেমন বুঝিবে, এমন কে বুঝিবে? কিন্তু দেখিও, ভাই, পরিণামে যেন মনঃ-পীড়া না পাইতে হয়।"

মেহেরউন্নিসা সুগোল নবনীত-বিনিন্দিত কমনীয় ভুজবল্লী ঊর্দ্ধোত্থিত করিলেন এবং প্রেমাশ্রু-পূর্ণ সফরী সদৃশ নয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—

"সকলই তাঁহার ইচ্ছা!"

আমিনী কার্য্যান্তর ব্যপদেশে চলিয়া গেল। ইতিহাস-প্রথিতা, জগদ্বিখ্যাত সুন্দরী মেহেরউন্নিসা সেই স্থানে বসিয়া স্বীয় ভবিষ্যৎ ভাবনায় ভাসমতী হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হৃদয়ের বিনিময়।

চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনি এক হৃদয় অপর হৃদয়কে আকর্ষণ করে। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, তাড়িতের শক্তি-বিশেষ সহযোগে চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি জন্মে; চুম্বক বস্তুতঃ লৌহ-বিশেষ। হৃদয়ের পক্ষেও তাহাই বটে। এ বিশ্ব-সংসারে হৃদয়ের ছড়াছড়ি; কিন্তু কই কয়টা কয়টার জন্য মরে ও বাঁচে? কয়টা কয়টাকে হাসায় ও কাঁদায়? হায়! এ সংসারে কয় জন কয় জনের জন্য ভাবে? সকল হৃদয় যদি সকল হৃদয়ের দিকে ধাইত, সকলে যদি সকলের জন্য ভাবিত, তাহা হইলে এ সংসার স্বর্গ হইত, তাহা হইলে মনুষ্য দেবতা হইত, তাহা হইলে মানুষ হৃদয়ে হৃদয় ঢালিতে শিখিয়া সকল ক্লেশ, সকল জ্বালা নিবারণ করিতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না—সকল হৃদয় সকল

হৃদয়ের দিকে ধায় না। এক হৃদয়-নিঃসৃত প্রেমরূপ পবিত্র তাড়িত সংস্পর্শে যদি অপর হৃদয় আলোকিত হয়, তাহা হইলে সেই হৃদয়-যুগল পরস্পর আকর্ষণ সূত্রে বদ্ধ হয়। মানুষের হৃদয়ের গতি এইরূপ। ইহাকেই লোকে ভালবাসা, প্রণয়, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি নানাবিধ প্রকারে ভেদ করে। বস্তুতঃ, তৎসমস্তই একপ্রকার বৃত্তি—সকলই হৃদয়ের আকর্ষণ মাত্র। স্বার্থ-ত্যাগ ইহার কার্য্য। এই স্বার্থ-ত্যাগের অপেক্ষা পবিত্র ও মহৎ কার্য্য ক্ষুদ্র মানব-জীবনে আর কিছুই হইতে পারে না। এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনে যিনি যত স্বার্থ-ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই তত অবিনশ্বর হইয়া যুগযুগান্তরে পরম্পরাগত মানবৃন্দের হৃদয়ে, দেবতার ন্যায় আরাধিত হইতেছেন। যে মহানুভাব দেশের স্বাধীনতার জন্য আপনার প্রাণ সমর-ক্ষেত্রে বলি দিয়াছেন; যিনি অজ্ঞ লোকের ভ্রম ভঞ্জনার্থ নিরন্তর শরীর পাত করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন; যিনি বিপন্ন মানবের বিপদ-উদ্ধারার্থ আত্ম সুখ-শান্তি বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বার্থ-ত্যাগের বীর। তাঁহাদের সকলেরই হৃদয় ব্যক্তি-সাধারণের দুঃখ ও দুরবস্থা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়াছে। এ জগৎ সেরূপ দেবতাদের নাম কখনও ভুলিবে না। যে এ জগতে স্বার্থ-ত্যাগের মহিমা বুঝিতে না পারে, তাহার সহিত কখনও আলাপ করিও না। তাহার হৃদয় পাষাণে গঠিত; সে মনুষ্য নামের অযোগ্য। স্বার্থ-ত্যাগই ধর্ম্মের মূলভিত্তি—সমাজ-সংস্থিতির আধার। মূলে ভালবাসা না থাকিলে স্বার্থ-ত্যাগ করা যায় না। পিতা পুত্রকে ভালবাসেন বলিয়াই পুত্রের সন্তোষের নিমিত্ত নিজের সুখ লক্ষ্য করেন না। জননী অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া স্বয়ং ক্ষুধায় কাতর হইয়াও সন্তানের নিমিত্ত আহার্য্য সংগ্রহ করেন। সক্রেটিস্ সত্যের প্রণয়ে-

বিমোহিত ছিলেন বলিয়াই সত্যের অনুরোধে জীবন দিতে কাতর হন নাই। রামমোহন রায় ধর্ম্ম প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই কোন সামাজিক ক্লেশই ক্লেশ বলিয়া মনে করেন নাই। চৈতন্যদেব প্রেমের তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই অন্য কোন সুখই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। এ সকলই ভালবাসার জন্য স্বার্থ-ত্যাগের ঘটনা। অতএব সকল ধর্ম্মেরই মূল ভালবাসা অর্থাৎ স্বার্থ-ত্যাগ। যে ধর্ম্ম ভালবাসার পথ ছাড়িয়া অন্য উপায়ে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয় তাহা পশুর ধর্ম্ম—তাহা মনুষ্যের গ্রহণীয় নহে। মনুষ্যের মুক্তি ভালবাসায়, উন্নতি ভালবাসায়, বিকাশ ভালবাসায়, আনন্দ ভালবাসায় এবং চরমোৎকর্ষ ভালবাসায়। অধিকের কথা ছাড়িয়া দেও, একজন একজনের জন্য মরিতে পারে, একজন আর একজনের হাসি দেখিলে সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়, একজনের যাতনা দেখিলে আর একজন তদধিক কাতর হয়, একজনের বিপদ দেখিলে আর একজন আপনাকে তদধিক বিপন্ন মনে করে, একজনের শোকাশ্রু দেখিলে আর একজন সেই স্থলে সমশোকাশ্রুপাতে তাহার অশ্রুজল বাড়াইয়া দেয়, ইহার অপেক্ষা পবিত্র, স্বর্গীয়, উদার ও দেবভোর আমি আর কিছু জানি না। মনুষ্য-সমাজ যত প্রেমের আদর করিতে শিখিবে, প্রেমিকদের যত দেবতা বলিয়া পূজা করিতে শিখিবে, ততই জগতে স্বর্গ হইবে, ততই মানুষ অনন্ত প্রেমে ডুবিয়া জরা মৃত্যু বিস্মৃত হইবে। এই যে প্রেম ইহা সমভাবে নর-নারীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইতে পারে। কিন্তু মানব-জাতির হৃদয় এতই ঘৃণিত ও কলুষ সংকুল যে অনেকেই নারীর সহিত নরের যে ভালবাসা তাহার উদারতা প্রণিধান করিতে পারেন না, বরং তাহা একটু লজ্জারই কথা বলিয়া মনে করেন। ধিক্!

তাঁহাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে! নর-নারীর প্রেমে স্বতঃই জীব-সংস্থিতি সংরক্ষণার্থ এবং স্রষ্টার সাক্ষাৎ অভিপ্রায়সংগত যে পবিত্র সম্বন্ধ বিশেষের আবির্ভাব হয়, তাহা তুমি নানাবিধ সামাজিক কারণে লজ্জার আবরণে ঢাকিলে ঢাকিতে পার। কিন্তু সে প্রেম—যদি তাহা চপল লিপ্সা হেতু না হয়, তাহা হইলে তাহাও লজ্জার কথা? তাহা দুর্ব্বল-হৃদয়তার চিহ্ন? তাহা ক্ষুদ্র মনুষ্যের অবলম্বনীয়? যে ব্যক্তি এই কদর্য্য বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছে, সে সমাজের প্রবল শত্রু—তাহাকে সর্পের ন্যায় ভয় করিও। কি, ভালবাসা ক্ষেত্র বিশেষে লজ্জার কথা? ভালবাসা লজ্জার কথা, একথা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিও এবং সে অপূর্ব্ব দার্শনিকের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিও। যদি এ পাপ-তাপ-পূর্ণ ক্ষুদ্র পৃথিবীতে কিছু পবিত্রতা থাকে, তবে সে পবিত্রতা যেখানে হৃদয়ের বিনিময় ঘটিয়াছে, সেই স্থলেই আছে। যেখানে প্রেমিক তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র পাপীর কথার বাহির হইয়া চন্দ্রের সুধা খাইতে ও কুসুমে শয়ন করিতে শিখিয়াছে, সেই খানে আছে। সেই প্রেমিক—সে যে কেন হউক না—পূজনীয়। তাহার দ্বারা পাপ হয় না, দুষ্কর্ম্ম তাহার চিত্তে আইসে না। এমন উদার প্রেম—নরনারী ইহার আশ্রয় হইলে ইহা লজ্জার কথা হইবে? ছিঃ ছিঃ!

আমরা সে দিন যখন রতনসিংহকে দেবলবর নগরে দেখিয়াছিলাম, তখন বুঝিয়াছিলাম কুমারী যমুনা ও কুমার রতনসিংহ হয়ত পরস্পর পরস্পরের নিকট চিত্ত হারাইলেন। আমাদের সে সন্দেহ মিথ্যা নহে। কারণ সেই দিনের পর রতনসিংহ আরও তিন দিন অকারণে দেবলবর নগরের রাজ-ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ রাজা সে তিনবারই বাটী ছিলেন এবং

রতনসিংহকে পুত্রের ন্যায় সমাদর করিয়াছিলেন। কুমারী যমুনাও তাঁহার সহিত অপেক্ষাকৃত সরলভাবে আলাপ করিয়া তাঁহাকে অতুল আনন্দিত করিয়াছিলেন। তৃতীয়বার যখন রতনসিংহ চলিয়া যান তখন তিনি ভুলক্রমে অসি ফেলিয়া গিয়াছিলেন এবং মধ্য-পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহা লইয়া গিয়াছিলেন। আর তিনি চলিয়া গেলে কেহ কেহ বলে যে, বহুদূর তিনি গন্তব্য পথের বিপরীত পথ-প্রবাহী হইয়াছিলেন। কুমারী যমুনাও সে দিন শারীরিক অসুস্থতার ছল করিয়া কিছু আহার করেন নাই এবং কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারেন নাই। এই সকল কার্য্য-কারণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের বোধ হইতেছে যে, এই যুবক-যুবতী বুঝি পরস্পর চিত্ত হারাইয়াছেন। আমাদের সন্দেহ সত্যতা কি অসত্যতার দিকে বিনত হয়, তাহা আমরা অবিলম্বেই জানিতে পারিব। যদি সন্দেহ সত্য হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, স্বার্থত্যাগের অগ্নি-পরীক্ষায় এই যুগল-প্রেমের স্বর্ণ-কান্তি কিরূপে বিভাসিত হয়। সেই জন্যই আমরা বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে উক্তবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি।

এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, দেবলবর-রাজ বল্‌দিনাবর্ম্ম কুমার রতনসিংহের সহিত দুহিতার বিবাহ দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কন্যার তদ্বিষয়ে অভিপ্রায় কি জানিবার নিমিত্ত কুসুমের প্রতি ভারার্পণ করেন। কুসুম কুমারীর হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল, সুতরাং সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহার অনুরাগের কথা রঞ্জিত করিয়া ব্যক্ত করে। বৃদ্ধ রাজার মুখে এই শুভসংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। সে

আর কালবিলম্ব না করিয়া কুমারীকে গিয়া জানাইল যে, কুমার রতনসিংহের সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, ত্বরায় শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। দেবলবর-রাজও কুসুমের মুখে কন্যার মনের ভাব জানিতে পারিয়া অবসরক্রমে মহারাণা প্রতাপসিংহের নিকট এই ব্যাপার নিবেদন করিলেন। মহারাণাও নিরতিশয় সন্তোষসহকারে এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সুতরাং বিবাহ-সম্বন্ধ উভয়-পক্ষ হইতে এক প্রকার স্থির হইয়া গেল। কেবল মুসলমানদিগের সহিত বিরোধের অবসান হইলেই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবার অপেক্ষা রহিল।

প্রণয়ীযুগল কিন্তু ঘোর উৎকণ্ঠায় ভাসিতে লাগিলেন। কারণ তাঁহারা পরস্পর কেহ কাহারও মনের ভাব অবগত নহেন। কুমার ভাবিতেছেন, 'কুমারী যমুনার সহিত বিবাহ হইলে সুখের সীমা রহিবে না, কিন্তু কুমারীর হৃদয়ের ভাব কি? যদি অন্য কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কুমারীর প্রেমাস্পদ হয়, তবে সকলই বিড়ম্বনা। অতএব না বুঝিয়া একার্য্যে সম্মতি দিব না। মহারাণা আদেশ করিলে তাঁহার চরণে ধরিয়া বলিব, 'আমি অতুলনীয়া যমুনা কুমারীকে তাঁহার অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়া বিষাদ-সমুদ্রে ডুবাইতে চাহি না।' কুমারীর মনের ভাবও অবিকল সেইরূপ। সুতরাং এ বিবাহ সম্বন্ধে লোকে যাহাই মনে করুক পাত্র-পাত্রী মনে মনে কতই দুঃখের ও সুখের প্রতিমা ভাঙ্গিতেছেন ও গড়িতেছেন। উভয়েই ভাবিতেছেন পুনরায় সুযোগ পাইলেই অপরের হৃদয়ের ভাব জানিতেই হইবে। অবিলম্বেই সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। দেবলবর নগর সন্নিহিত ভগবতী চিন্দিনেশ্বরী দেবীর যজ্ঞের ত্রুটী হওয়ার সংবাদ মহারাণার গোচর হইল। মহারাণা

কুমার রত্নসিংহের উপর তাহার যথাবিহিত তত্ত্বাবধারণের ভারার্পণ করিলেন। তদুপলক্ষে দিবস চতুষ্টয় দেবলবরাজ-ভবনেই কুমারের অধিষ্ঠান হইল। এই চারিদিবসের মধ্যে এই উভয়ে নানাবিধ সময়ে ও নানাপ্রকারে উভয়ের হৃদয় জানিলেন। কি জানিলেন? যাহা জানিলেন তাহাতে প্রত্যেকের এই বোধ হইল যে, অপর তাঁহাকে যত ভাল-বাসেন তাঁহার প্রেম হয়ত তাহার সমতুল্য নহে। এ সন্দেহ যে প্রণয়ের মূলে থাকে, সেখানে প্রণয় অকৃত্রিমভাবে ও অমিত পরিমাণেই থাকে। অতএব এই যুগল হৃদয়ের শুভ-বিনিময়ই ঘটিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

বেলা প্রহরেক সময়ে শৈলম্বর নগরের এক নিভৃত রাজ-প্রকোষ্ঠে শৈলম্বররাজ ও কুমার অমরসিংহ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। যে যে রাজপুতকুলভূষণগণ স্বদেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণার্থ ব্যতি-ব্যস্ত, অচিরে যবনেরা উদয়পুর আক্রমণ করিবে জানিতে পারিয়া তাঁহারা আহার, নিদ্রা, সুখ, সম্ভোগ ইচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়া নিয়তকাল বিপদ নিবারকরণের উপায় বিধানে নিরত। শৈলম্বর-রাজ মহারাণার একজন প্রধান কুটুম্ব। এই বীর-বংশ চিরকাল পুরুষ-পরম্পরাক্রমে মহারাণাগণের জন্য অকাতরে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকেন ও আবশ্যকমতে জীবনও বিসর্জ্জন দিয়া

থাকেন। সম্প্রতি মিবারের বিপদে বর্ত্তমান শৈলম্বররাজ বৎপ-রোনাস্তি চিন্তাকুল, তিনি বারংবার মহারাণার নিকট গমন করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতেছেন। মহারাণার সহিত শেষ-সাক্ষাৎ সময়ে তিনি কোন নিগূঢ় কারণে কুমার অমরসিংহকে সঙ্গে লইয়া আইসেন। কুমারেরও আসিবার ইচ্ছা ছিল—পরন্তু স্বয়ং সহসা আগমন করার অপেক্ষা আহূত হইয়া আসা তাঁহার পক্ষে সমধিক সুবিধাজনক হইল।

শৈলম্বর-রাজ মহারাণা প্রতাপসিংহ অপেক্ষা বয়ঃপ্রবীন, এজন্য কুমারগণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় সম্মান ও সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। শৈলম্বর-রাজ পুত্রহীন। বাল্যকালে অমরসিংহ সতত শৈলম্বররাজ-ভবনে আগমন করিতেন। শৈলম্বররাজ ও তাঁহার মহিষী পুষ্পবতী তাঁহাকে তৎকাল হইতে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। সম্প্রতি কুমার বহুদিন পরে আগমন করায় সকলে অপরিমিত আনন্দিত হইলেন। অন্তঃপুর-মধ্যে মহিষী কুমারের সুখ-সেবনার্থ নানাবিধ আয়োজনে লিপ্তা হইলেন। শৈলম্বর-রাজ কুমারকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"অমর! তোমার কি বোধ হয়? মিবারের কি জয়াশা নাই?"

"মিবারের জয়াশা নাই, একথা কেমন করিয়া বলি? যে মিবার ভ্রমেও কাহারও নিকট কখন ন্যূনতা স্বীকার করে নাই, সম্প্রতি যে সেই মিবারের এককালে অধঃপতন হইবে তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

শৈলম্বররাজ কহিলেন,—

"কিন্তু বৎস, আকবরের উদ্যম বড় সহজ নহে। নীচাশয় মানসিংহ শুনিতেছি স্বয়ং আসিবে।"

কুমার কহিলেন,—

"কিন্তু আর্য্য! ইহা কি আপনার বোধ হয় যে, আমাদের এত যত্ন ব্যর্থ হইবে? সত্য বটে অনেক রাজপুত স্বদেশগৌরব ত্যাগ করিয়া আকবরের পদলেহনে রত হইয়াছে, তথাপি কি আমাদের এমন বল নাই যে, আমরা যবনগণকে সাহারা পার করিয়া দিতে পারি?"

শৈলম্বররাজ কহিলেন, —

"অমর! যবনেরা যে আমাদের কিছুই করিতে পারে না তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তবে কথা এই যে, স্বজাতি শত্রু বড় ভয়ানক। মানসিংহ, সাগরজি প্রভৃতি রাজপুৎকুল-গ্লানি বিভীষণগণ আমাদের যুদ্ধের প্রকৃতি, বল, উপায় সকলি অবগত আছে। তাহাতে আবার মানসিংহ মহারাণা কর্তৃক ঘোরতর অপমানিত হইয়াছে। সুতরাং এবারকার যুদ্ধ যে বড় সহজ হইবে তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

কুমার বলিলেন,—

"আপনার কথা যথার্থ বটে। কিন্তু আমরা কি এমন কোন সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারি না, যাহাতে শত্রুর বুদ্ধি ও বল পরাভূত হইবার সম্ভাবনা?"

শৈলম্বররাজ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

"আমাদের সৈন্যসংখ্যা যতই হউক তাহা বিপক্ষগণের সৈন্য-সংখ্যা অপেক্ষা অল্প হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই অল্প সৈন্য সুকৌশলে ও স্থান বুঝিয়া স্থাপিত করিয়া রাখিলে অধিকতর কার্য্য হইবার সম্ভাবনা।"

কুমার বলিলেন, —

"আপনার পরামর্শ সারবান্। কোন্ স্থান আপনার অভি-প্রেত?"

আবার অনেকক্ষণ চিন্তার পর শৈলম্বররাজ বলিলেন,—

"বোধ হয় হলদিঘাটের উপত্যকাই উত্তম স্থান। কারণ যবনগণ সেই পথ দিয়াই মিবারে প্রবেশ কবিবার সম্ভাবনা। অতএব সেই পথ অবরুদ্ধ রাখিতে পারিলে যবনের জয়াশা থাকিবে না।"

কুমার বলিলেন,—

"আপনি উত্তম স্থির করিযাছেন। সম্ভব কেন, নিশ্চয়ই হল্‌দিঘাট ব্যতীত অন্য স্থান দিয়া মিবারে প্রবেশ করা যবনদিগের সুবিধা হইবে না। অতএব সেই পথ নিরুদ্ধ রাখাই সৎপরামর্শ। আরও দেখুন, হল্‌দিঘাট অবরুদ্ধ রাখিতে যেরূপ সৈন্যবলের প্রয়োজন, অন্য কোন স্থান অবরুদ্ধ করিতে হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হইবে।"

শৈলম্বররাজ। তুমি যদি আমার অগ্রে রাজধানীতে গমন কর, তাহা হইলে এই প্রস্তাব মহারাণাকে জানাইয়া রাখিবে, পরে আমিও তাঁহাকে এই কথা জানাইব। তাহার পর সৈন্য সংগ্রহের কথা। আমাব অধীনে বোধ করি ৫০০০ পাঁচ সহস্র সৈন্য গিয়া মহারাজাব ধ্বজার নিম্নে দণ্ডায়মান হইবে। তবে তুমি যদি তিন চার দিন এখানে থাকিতে পার তাহা হইলে ঐ সৈন্য সংখ্যা দ্বিগুণ হইবার সম্ভাবনা। কারণ প্রজাবর্গ যদি জানিতে পারে যে, তুমি স্বযং সৈন্যসংগ্রহার্থ এখানে আসিয়াছ তাহা হইলে রোগী বা দুর্ব্বল, বৃদ্ধ বা যুবা, নর বা নারী উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে এবং স্ব স্ব ধন-প্রাণ জগৎপূজ্য মহারাণার প্রয়োজনার্থ পরিস্থাপিত করিবে।

"যে আজ্ঞা—আমি চারি পাঁচ দিন অপেক্ষা করিলে যদি অধিকতর উপকার হয় তবে তাহাই করিব। কিন্তু আর্য্য! যাহারা

অক্ষম, যাহারা কাতর, তাহারা যেন রাজ-ভক্তির উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া অনর্থক ক্লেশ না পায়।”

এই সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া নিবেদন করিল,—

“কুমার আসিয়াছেন শুনিয়া মহিষী তাঁহার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। অতএব যদি কুমারের এখানে আর কোন প্রয়োজন না থাকে, তিনি তাহা হইলে পুরমধ্যে আগমন করুন।”

অমরসিংহ সম্মতির প্রার্থনায় শৈলম্বররাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি সম্মতি সূচক ইঙ্গিত করিলে কুমার পরিচারিকার সহিত পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দেবী-বাক্য।

সায়ংকালে দেবলবর-রাজ-তনয়া যমুনা দুইটি পাখী লইয়া খেলা করিতেছেন। কখন বা তাহাদের বদন-চুম্বন করিতেছেন, কখন বা তাহাদিগকে মস্তকে স্থাপন করিতেছেন, কখন বা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছেন, তাহারা উড়িয়া আসিয়া তাঁহারই স্কন্ধে বসিতেছে। রাজকুমারী যখন পক্ষিদ্বয় লইয়া ক্রীড়ায় মগ্না, সেই সময়ে হাসিতে হাসিতে কুসুম তথায় আসিয়া বলিল,—

“নির্ব্বোধ বনের পাখী! কিছুই বুঝিস্ না? রাজকুমারীর আদর আর কত দিন?”

যমুনা জিজ্ঞাসিলেন,—

"কেন কুসুম, আমি কি এতই চঞ্চলচিত্ত? যাহাদের একদিন ভাল বাসিয়াছি, তাহাদিগকে চিরদিনই ভাল বাসিব।"

কুসুম বলিল,—

"কথা সত্য বটে কিন্তু হৃদয় তো একটা। হৃদয় যদি এক স্থানে বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তাহা স্থানান্তরে যায় কি?"

যমুনা হাসিয়া বলিলেন,—

"হৃদয় বদ্ধ হইয়াছে কি না, সে বিচারে এখন কি প্রয়োজন?"

কুসুম বলিল,—

"তোমার প্রয়োজন না থাকিতে পারে; কিন্তু কুমার রতনসিংহ আমাকে কুমারী যমুনার কাহার প্রতি কিরূপ অনুরাগ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ভার দিয়াছেন। সুতরাং আমার প্রয়োজন আছে।"

"তুমি পরীক্ষা করিয়া কি বুঝিলে?"

"বুঝিলাম কুমারীর অনুরাগ কুমার ব্যতীত আর সকলের প্রতিই যথেষ্ট।"

কুমারী মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"এত যদি বুঝিয়াছ, তবে এই বেলা কুমারকে সাবধান করিয়া দেও।"

কুসুম বলিল,—

"কুমারের ভাবনা পরে ভাবিলেও চলিবে; এক্ষণে এক ব্যক্তিকে সাবধান করা আমার বড়ই আবশ্যক হইয়াছে।"

"কেন, আবার কে তোমায় ভার দিয়াছে?"

কুসুম গম্ভীর ভাবে বলিল,—

"তুমি।"

কুমারী বলিলেন,—

"আমার ভার তো চিরদিনই বহিতে হইবে।"

কুসুম বলিল,—

"হাসিও না, আমি হাসিব কথা বলিতেছি না। এখানে বৈস,—যাহা বলি মনোযোগ দিয়া শুন।"

কুমারী সন্দেহাকুল-চিত্তে তথায় উপবেশন করিলেন। তখন কুসুম জিজ্ঞাসিল,—

"আমায় সত্য করিয়া বল কুমারের প্রতি তোমার অনুরাগ কত প্রবল?"

কুমারী অনেকক্ষণ বিনতবদনে চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—

"অনুরাগ কতদুর বাড়িলে তাহাকে প্রবল বলা যায়, তাহা আমি জানি না। আমি এই জানি যে, এ জগতে এমন কোন পদার্থই আমি ভাবিয়া পাই না, যাহার সহিত কুমার রত্নসিংহের বিনিময় করিতে পারি। তোমাকে মনের কথা বলিতেছি, আমি ভবানীর পূজা করিতে বসিয়া মন্ত্র মনে করিতে পারি না, কেবল কুমারের নাম মনে পড়ে, দেবীর ধ্যান করিতে বসিয়া তাঁহার মুর্ত্তি হৃদয়ে আইসে না, যত চেষ্টা করি কেবল কুমারের সেই মোহন কান্তিই মনে পড়ে। জগদম্বে! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর; আমার হৃদয়ে আর আমার প্রভুতা নাই।"

কথা সাঙ্গ হইলে কুসুম দেখিল কুমারীর নেত্র অশ্রু-সমাকুল হইয়াছে; বুঝিল প্রেম নিতান্ত চপল নহে, বলিল,—

'কিন্তু যমুনে! হৃদয় তো মত্ত করী। দমন না করিলে হৃদয়ের বেগ তো কতই বাড়িতে পারে—তাহাতে হয়ত অনিষ্টও হইতে

পারে। কত লোক কত পারে, তুমি চেষ্টা করিয়া হৃদয়ের বেগ একটু কমাইতে পার না কি ?”

কুমারী বলিলেন,—

“তোমায় কি বলিয়া বুঝাইব ? তুমি তো জান আমার হৃদয় আমার কেমন আয়ত্ত। জ্ঞানতঃ যুক্তি ও চিন্তার পথ ছাড়িয়া আমার হৃদয় কখনই অন্য পথে যায় না। কিন্তু এবার আমার হৃদয় আর তেমন নাই। আর আমি ইহাকে বশে রাখিতে পারি না। অনেক সময় কুমার ব্যতীত সংসারে যে আরও বহু সামগ্রী আছে, কুমার ভিন্ন চিন্তার আরও বহু বিষয় আছে এ সকল কিছুই আমার মনে থাকে না। ইহাতে আমার দোষ কি ? কিন্তু কুসুম, কুমারের প্রতি আমার এই যে প্রেম, ইহার আতিশয্যে আমার কি অনিষ্ট হইতে পারে ?”

কুসুম বলিল,—

“প্রেম একটু বুঝিয়া, একটু বিবেচনা করিয়া হইলেই ভাল হয়। আগে পাত্রাপাত্র না বুঝিয়া প্রেম করা ভাল নয়—তাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে।”

কুমারী হাসিয়া বলিলেন,—

“তবে আমার আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। পাত্রাপাত্র বুঝিয়া প্রেম করিতে হইলে কুমারের ন্যায় প্রেমের পাত্র আর কে আছে ?”

কুসুম বলিল,—

“কুমার যে এতই সুপাত্র তাহা তুমি কি রূপে জানিলে ?”

যমুনা হাসিয়া বলিলেন,—

“তাহা আর জানিতে ? কুমার বীর, কুমার রাজ-ভক্ত, কুমার দেশহিতৈষী, কুমার বিদ্বান্, কুমার মিষ্টভাষী। মানুষে আর কি হয় ?”

কুসুম বলিল,—

"সকলই সত্য, কিন্তু এ সকল তো তাঁহার বাহ্য ভাব। তাঁহার অন্তরের ভাব কেমন তাহা তো তুমি জান না।"

কুমারী বলিলেন,—

"তাহা আবার কি জানিব? সেরূপ দেব-শরীরে দোষ স্থান পায় না। যদি তাঁহাতে কোন দোষ থাকে, তবে সে দোষ মানুষের হওয়াই আবশ্যক।"

কুসুম হাসিয়া বলিল,—

"বীর, রাজভক্ত, বিদ্বান্ ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি চোর, মিথ্যাবাদী, পর-স্ত্রীকাতর, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইতেও পারে। যদিই তোমার কুমারের ঐ সকল দোষের এক বা অধিক থাকে, তবে, তাহা কি মনুষ্য মাত্রেরই থাকা আবশ্যক? তুমি প্রেমে এতদূর অগ্রসর হইয়াছ, কিন্তু কুমারের এমন কোন দোষ আছে কি না অনুসন্ধান করিয়াছ কি?"

"আবশ্যক বোধ হয় নাই, সন্ধানও করি নাই।"

"যাহা করিয়াছ তাহা ত হাত নাই। কিন্তু এখনও যদি জানিতে পার যে, কুমার প্রতারক, কুমার অবিশ্বাসী, কুমারের তোমার অপেক্ষাও প্রিয়তমা আছে, তাহা হইলে কি করিবে?"

কুমারী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন; সহসা স্থির হইয়া বলিলেন,—

"প্রথমে সে সংবাদ বিশ্বাস করিব না, প্রত্যক্ষ হইলেও সংশয় হইবে। স্থির বিশ্বাস জন্মিলে, ইষ্টদেবীকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আজীবন নিষ্ফল প্রেমানলে পুড়িব, তথাপি কুমারের সহিত কখন কথাও কহিব না।"

কুসুম বলিল,—

"ব্যস্ত হইও না—উতলা হইও না। আবার বৈস—বলি শুন সত্য মিথ্যা স্বয়ং বিচার কর। তুমি জান আমি তোমারই কল্যাণ কামনায় ত্রিকাল-নিয়ন্ত্রী 'আহের যোগবার' পূজা দিতে গিয়াছিলাম। পূজা সমাপ্তির পর দৈববাণী হইল, বালিকা—সাবধান। হৃদয়ে স্থান নাই।"

যমুনা কাঁপিয়া উঠিলেন। কুসুম বলিল,—

"দেবীর এই আদেশ শুনিয়া হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইল। তাহার পর প্রত্যাগমন কালে পথে মহারাণীর দ্বার-রক্ষিণীর সহিত মহারাণা সংসারের বহুবিধ কথোপকথন হইতে হইতে ক্রমে কুমার রতনসিংহের কথা উঠিল। সে বলিল, 'রতন সিংহ স্বর্গীয় চিন্দিনারাজ-তনয়ার নিমিত্ত উন্মত্ত। মহারাণা কুমারকে তোমাদের কুমারীর পানি-গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। কাজেই কুমারের মনের আশা মনেই রহিয়া গেল।' এই কথা শুনিয়া তখন দেবী-বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম। যমুনা এখন স্থির হইয়া বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর।"

কুমারীর তখন বিবেচনা করিবার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার হৃদয় তখন উদ্বেল হইয়া গিয়াছে, তাঁহাতে তখন তিনি নাই। তাঁহার চক্ষু তখন উন্মাদিনীর ন্যায় অস্থির ও আয়ত, তাঁহার দেহ বিকম্পিত। বহুক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া কুমারী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। শোণিতবেগ মন্দীভূত করিবার অভিপ্রায়ে উভয় হস্তদ্বারা দ্রুতগামি চঞ্চল বক্ষকে পেষণ করিয়া বলিলেন,—

"আর কি বিবেচনা? অন্যের কথা বিশ্বাস করিতাম না, কর্ণেও স্থান দিতাম না—দেবীর কথা! কুমার প্রতারক?—অসম্ভব। তবে কি দেবীর আদেশ মিথ্যা?—তদধিক অসম্ভব। দেবি!

তোমারই উপদেশ অনুসরণ করিব। যে হৃদয়ে স্থান পাইব না, তাহার লোভ ত্যাগ করিতে অভ্যাস করিব।”

তাহার পর ভগ্ন-হৃদয়া বালিকা বহুক্ষণ উন্মাদিনীর ন্যায় সেই স্থানে বিচরণ করিলেন। তাহার পর সে স্থান ত্যাগ করিয়া নিজ শয়নপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। কুসুম অবিলম্বে তাঁহার অনুসরণ করিল। আসিয়া দেখিল, মর্ম্মপীড়িতা যমুনা উপাধানে মুখ লুকাইয়া রোদন করিতেছেন।”

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ভানু-সপ্তমী।

অদ্য মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী। আজি রাজপুতের চির-সমাদৃত সূর্য্য-পূজার দিন। এই পর্ব্বাহের নাম ‘ভানু-সপ্তমী।’ সমস্ত রাজপুতানা অদ্য উৎসাহে উন্মত্ত। দেবলবর-রাজ-ভবনেও অদ্য অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। সমস্ত দিবস বন্ধু-বান্ধবে সম্মিলিত থাকিয়া সূর্য্যদেবের গুণ-গান এবং ত্রিবিধ সময়ে সকলে মিলিয়া সমস্বরে তাঁহার স্তুতি-পাঠ ও অর্ঘ্য-দান করিতে হইবে বলিয়া আত্মীয় স্বজনগণ কেহ বা পূর্ব্বরাত্রে, কেহ বা অতি প্রত্যূষে দেবলবর-রাজ-ভবনে সমাগত হইয়াছেন। সমাগত ব্যক্তিগণকে দেবলবররাজ অতিসমাদরে অর্চ্চনা-মণ্ডপে লইয়া যাইতেছেন। তথায় উচ্চবেদিকোপরি উপবেশন করিয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সূর্য্যের স্তোত্র পাঠ ও মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন,

এবং অদূরে দ্বাদশ জন দ্বিজ পূতপাবক-কুণ্ডে সূর্য্যোদ্দেশে আহুতি দিতেছেন। নবাগত ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ ভানুদেবের উদ্দেশে, পরে সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া সভাস্থলে উপবেশন করিতেছেন। ক্রমে কুমার রতনসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পৌর্ব্বাহ্নিক অর্ঘ্যদান সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেবলবরবাজ রতনসিংহকে সভামণ্ডপে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। বীর রাজপুতের পক্ষে সূর্য্য-পূজাই সর্ব্বাগ্রে করণীয়। অদ্য প্রণয়-বৃত্তি রতনসিংহকে এই চিরব্রত কর্ত্তব্যে শিথিল করিল। তিনি ভাবিলেন অগ্রে যমুনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরে সূর্য্যর্চ্চনায় নিবিষ্ট হইব। এই ভাবিয়া রতনসিংহ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে রতনসিংহ পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু যমুনার সে স্থির উৎফুল্ল নয়নযুগল তাঁহার নয়নে পড়িল না। অবশেষে রতনসিংহ হতাশ হইয়া বাহিরে আসিতেছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন, যমুনা সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠের একতম বাতায়নে বসিয়া আছেন। কুমার যমুনার সম্মুখভাগ দেখিতে পাইলেন না। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার উৎকণ্ঠা জন্মিল। তিনি দেখিলেন যমুনার কেশরাশি অবিন্যস্ত, পরিচ্ছদ মলিন, দেহ ভূষণহীন এবং রোগীর ন্যায় কৃশ ও কাতর। কুমার সভয়ে সম্বোধিলেন,—"যমুনে!"

যমুনা ফিরিয়া চাহিলেন,—দেখিলেন রতনসিংহ। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ভূত ঘটনাবলী স্মৃতি-পথে অবিকৃত ভাবে সমাগত হইল। ইচ্ছা হইল, সকলই ভুলিয়া গিয়া রতনসিংহের চরণ ধরিয়া রোদন করেন। তখনই মনে পড়িল—দেবীবাক্য। ভাবিলেন এই রতনসিংহ প্রতারক? তখনি দেবীবাক্য মনে আসিয়া তাঁহাকে জানাইয়া দিল 'হাঁ প্রতারক।' এই বিরুদ্ধ

চিন্তা-স্রোতে কোমল-হৃদয়া যমুনা অবসন্নপ্রায় হইলেন। ক্ষণেক সংজ্ঞাহীনার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। তাহার পর ক্রমশঃ হৃদয়ের সেই পরুষ ভাব সম্পূর্ণ রূপে পুনরাগমন করিল। তখন স্থির করিলেন চাতুরী যাঁহার সিদ্ধবিদ্যা, অবলার সর্ব্বনাশসাধন যাঁহার অভিলাষ, তাঁহার সহিত কথা কহিব না, তাঁহার মধুমাখা কথায় আর ভুলিব না। যমুনাকে দেখিয়া রতনসিংহও চমকিলেন। সেই প্রফুল্ল-বদনা, প্রেম-প্রতিমা যমুনার এ দশা কেন! হায়! উভয়ের চিন্তার গতি এক্ষণে কি বিভিন্ন! রতন সিংহ আবার প্রশ্ন করিলেন,—

"যমুনে! তোমার কি হইয়াছে?"

"যমুনা অবনতমস্তকে বসিয়া রহিলেন। একবার তাঁহার জিহ্বাগ্রে একটা উত্তর আসিল, কিন্তু তখনই যমুনা সতর্কতা সহকারে তাহাকে নিরস্ত করিলেন। তখন রতনসিংহ যমুনার সমীপবর্ত্তী হইয়া উপবেশন করিলেন এবং ঘোর উৎকণ্ঠার সহিত কহিলেন,—

"যমুনে! তোমার এভাব কেন?"

যমুনা ব্যস্ততা সহ দণ্ডায়মানা হইয়া বলিলেন,—

"আমার সহিত কথা কহিতে আপনার আর কোনই অধিকার নাই।"

কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে হতাবরোধা নির্ঝরিণীর ন্যায় বেগে যমুনা অন্তর্হিত হইলেন। কুমার রতনসিংহ হত-বুদ্ধির ন্যায় সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। ভানু-সপ্তমী তখন রতনসিংহের মনে নাই। রাজবারা, মহারাণা, মিবার, স্বাধীনতা সকলই তিনি তখন ভুলিয়া গিয়াছেন, হৃদয় তখন অবক্তব্য উৎকণ্ঠায় আলোড়িত। কতক্ষণ রতনসিংহ তদ্রূপ ভাবে বসিয়া

রহিলেন, তাহা তিনি জানিলেন না। সমাগত লোকগণের সমোচ্চারিত স্তব-ধ্বনি তাঁহার সংজ্ঞাসংবিধান করিল। তখন তিনি ভাবিলেন আবার একবার গিয়া যমুনার সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহার চরণে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য্য কি? আবার ভাবিলেন যমুনা তো স্পষ্টই কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন। বহুক্ষণ ধরিয়া কতই চিন্তা করিলেন, কোন বিগত-কার্য্যে যমুনার বিরাগ-ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না চিন্তা করিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে মনে হইল যমুনার অন্যত্র বিবাহ স্থির হইয়াছে। কেন হইল? কে করিল? তাঁহার পিতাই তো অমার সহিত বিবাহের প্রস্তাবকর্ত্তা। তাঁহার অন্য সম্বন্ধ স্থির করা অসম্ভব। বহু চিন্তাতেও কোন মীমাংসাই তাঁহার সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। তখন তিনি গাত্রোত্থান করিয়া ঊর্দ্ধ-নেত্র হইয়া কহিলেন,—

"ভগবন্ আদিত্য! আমার কোন্ পাপের নিমিত্ত এই শাস্তি-বিধান করিতেছ?"

ধীরে ধীরে রতন সিংহ বাহিরের দিকে চলিলেন। একটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিবা মাত্র কুসুমের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুমার ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"কুসুম, সত্য করিয়া বল যমুনার এমন ভাব হইল কেন?"

কুসুম বলিল,—

"তাহা বলাই ভাল। যমুনা লজ্জায় বলিতে পারেন নাই। কুমারের অপেক্ষা যমুনার অন্যত্র অধিক প্রেমাস্পদ আছেন। যমুনা নিতান্ত বালিকা নহেন। এখন আর যে কোন ব্যক্তির সহিত নিতান্ত আত্মীয়ভাবে কথোপকথন করা ভাল দেখায় না।"

রতনসিংহ অনেকক্ষণ অটল গিরির ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর হৃদয় বিদারক স্বরে বলিলেন,—

"উত্তম।"

রতনসিংহ বাহিরে আসিলেন, প্রখর সৌরকরবাশি তাঁহার নয়নে লাগিল। তখন তিনি সেই ভূমিতলে উপবেশন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্ ভাস্কর! তোমার চিরন্তন সেবক এবার এই-রূপেই ভানু-সপ্তমী উদ্যাপন করিল। দয়াময়! এ হৃদয়হীন জগতে যেন আর থাকিতে না হয়; যেন শত্রুনিপাত ভিন্ন কোন কর্ম্মেই হস্ত বা মন লিপ্ত না থাকে। অন্তিমে, হে পিতঃ, যেন তোমার চরণেই স্থান হয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আর এক ভাব।

শৈলম্বর-রাজ-অন্তঃপুরের একতম প্রকোষ্ঠে কুমারী ঊর্ম্মিলা উপবিষ্টা রহিয়াছেন। প্রকোষ্ঠের বাতায়ন দ্বারাদি উন্মুক্ত। উত্তর বাতায়ন-সমীপে কুমারীর পালঙ্ক, তদুপরি কুমারী আসীনা। সেই বাতায়ন-পার্শ্বে অন্তঃপুরের বৃক্ষবাটিকা। কুমারীর দৃষ্টি সেই বৃক্ষবাটিকায় শূন্য ভাবে নিপতিত। তাঁহার চিত্তের ভাব তখন অন্য কোন পদার্থে লীন নহে। কুমার অমরসিংহ আসিয়াছেন, একথা তাঁহার অবিদিত নাই। সেই কুমার অমরসিংহই এক্ষণে তাঁহার চিন্তার বিষয়। তিনি ভাবিতেছেন, কুমার ও আমার

মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। তবে এ দুরাশা কেন হইল? আবার ভাবিতেছেন, আমার আশা দুরাশা না হইতেও পারে।

কুমারী ঊর্ম্মিলা যখন এবংবিধ ভাবনায় ভাসিতেছেন, সেই সময় সেই প্রকোষ্ঠে তাঁহার মাতুলানী শৈলম্বর-রাজ-মহিষী দেবী পুষ্পবতী প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র ঊর্ম্মিলা স্বীয় অংস-নিপতিত বিশৃঙ্খল চিকুরদাম হস্ত দ্বারা পশ্চাদ্দিকে সরাইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার বদনে লজ্জার চিহ্ন প্রকটিত হইল। এস্থলে লজ্জা স্বাভাবিক। মনুষ্য যখন এমন কোন কার্য্য করে যাহা সে সকলকে জানাইতে ইচ্ছা করে না, অথবা জানিলে লজ্জিত হইতে পারে, তখন সে প্রতিমুহূর্ত্তেই মনে করে, আমার গুপ্ত কথা হয়ত প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ভয়ে সে লোকের সহিত পূর্ব্ববৎ সাহসিকতা সহকারে কথা কহিতে পারে না, কাহারও বদনের প্রতি পূর্ব্ববৎ স্থির ও উৎফুল্ল ভাবে চাহিতে পারে না। এই জন্যই ঊর্ম্মিলা মাতৃবৎ মাননীয়া মাতুলানীর সমক্ষে লজ্জানুভব করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, হয়ত তিনি কুমার অমরসিংহের প্রতি কুমারীর মনের ভাব জানিতে পারিয়াছেন। ফলতঃ এ বৃত্তান্ত দেবী পুষ্পবতীর অবিদিত নাই। মালতী কুমারীর কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণে, এবং তাঁহার মনের উদাসীনতা দর্শনে ভয়-প্রযুক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত রাজ্ঞী পুষ্পবতীকে নিবেদন করিয়াছিল; রাজ্ঞী এই সংবাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি চিন্তাকুলা হইলেন। তিনি তৎকালে শৈলম্বররাজকে এ সংবাদ বিদিত করা বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। ভাবিলেন, অগ্রে কৌশলে এ সম্বন্ধে কুমারের অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যদি তাহা শুভ হয়, তাহা হইলে তখন এ রহস্য রাজার গোচর করিব। যদি বাসনার বিপরীত হয় তাহা হইলে ঊর্ম্মিলার আশা মুকুলেই বিনষ্ট

করিতে হইবে। এই ভাবিয়া শৈলম্বর-রাজ-প্রিয়া অমরসিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কুমারী ঊর্ম্মিলা অভ্যন্তরস্থ এ সকল কথা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

মহিষী জিজ্ঞাসিলেন,—

"ঊর্ম্মিলা! একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছ? তুমি সমস্ত দিন ভাবই কি?"

ঊর্ম্মিলা নম্রমুখী হইয়া বলিলেন,—

"ভাবিব কি? একদণ্ড একাকী থাকিলে তুমি ভাব ঊর্ম্মিলা কি ভাবিতেছে। আমার অত ভাবনা নাই।"

মহিষী বলিলেন,—

"আমি তাহা ভাবি সত্য; কিন্তু আমার ভাবিবার অনেক কারণ আছে। তুমি উত্তরোত্তর কৃশ হইয়া যাইতেছ। তোমার রং ক্রমেই মলিন হইতেছে। এ সকল দেখিয়া আমার কাজেই মনে হয়, তুমি কি ভাবিয়া থাক।"

ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

"তোমার ঐ এক কথা। তুমি আমাকে কেবলই কৃশ হইতে দেখ। দিন রাত্রি না হাঁসিলে, আর দরবারের থামের মত মোটা না হইলে তোমার মনে আহ্লাদ হয় না।"

কথা সমাপ্তির পর ঊর্ম্মিলা একটু হাসিয়া মস্তক বিনত করিলেন। এক গুচ্ছ কেশ স্থানভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার কপোলদেশে আসিয়া পড়িল। রাজ্ঞী পুষ্পবতী সস্নেহে কেশ-গুচ্ছ অপসারিত করিয়া কহিলেন,—

"বৎসে! শুনিয়াছ মহারাণা প্রতাপসিংহের পুত্র কুমার অমরসিংহ আমাদের বাটীতে আসিয়াছেন।"

কুমারী বিনত মস্তকে কহিলেন,—

"হাঁ—শুনিয়াছি।"

রাজ্ঞী পুনরপি কহিলেন,—

"তুমি কি তাঁহাকে জান না?"

"হাঁ জানি।"

ঈষদ্ধাস্যের সহিত মহিষী আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"তুমি কি তাঁহাকে কখন দেখ নাই?"

"দেখিয়াছি।"

"কোথায় দেখিয়াছ?"

এই প্রশ্নের উত্তর হইবার পূর্ব্বেই একজন দাসী আসিয়া নিবেদিল,—

"কুমার অমরসিংহ আসিতেছেন।"

দাসী প্রস্থান করিল। তৎক্ষণাৎ বীরবর অমরসিংহ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। রাজ্ঞী গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন,—

"বৎস, উপবেশন কর।"

এক পালঙ্ক ব্যতীত সে গৃহে উপবেশনোপযোগী অন্য সামগ্রী ছিল না। কুমার কোথায় বসিবেন দেখিতে না পাইয়া সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পুষ্পবতী কহিলেন,—

"দোষ কি? ঐ পালঙ্কে উপবেশন কর। তুমি তো আমাদের পর নহ।"

কুমার অমরসিংহ পালঙ্কের একদিকে উপবেশন করিলেন কুমারী ঊর্ম্মিলা ব্রীড়াবনতবদনে স্বীয় চম্পকদাম সদৃশ পদাঙ্গুলির মুক্তাসদৃশ নখর কণ্ডূয়ন করিতে লাগিলেন।

অন্যান্য বহুবিধ কথাবার্ত্তার পর রাজ্ঞী জিজ্ঞাসিলেন,—

"অমর! উর্ম্মিলাকে কি আর কখন দেখ নাই? উর্ম্মিলা যে আমার ভগিনেয়ী।"

অমর কহিলেন,—

"দাস যে অদ্য আপনাদের সমক্ষ উপস্থিত হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে, সে কেবল কুমারী উর্ম্মিলার কৃপায়। কুমারী আমাকে বার বার মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এ জীবনে ঐ দেবীর নাম কখনই ভুলিব না।"

রাজ্ঞী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—

"সে কি কথা?"

কুমারী উর্ম্মিলা ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"কি শুনিবে? কুমার হয় তো তিলকে তাল করিয়া গল্প করিবেন। তাহা শুনিয়া কি হইবে?"

অমরসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—

'আমি সত্য কথা বর্ণনা করিব। তবে এ কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি যাহা বলিব তাহা সত্য হইলেও উপন্যাসের ন্যায় অলীক ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে। কুমারি, তোমাকেও বলিয়া রাখিতেছি যে, যদি আমি কোন স্থানে সত্য কথা না বলি, তাহা হইলে দয়া করিয়া তখনই তাহা ধরিয়া দিও।'

এই সময় একজন দাসী আসিয়া নিবেদিল,—

"ভগবতী অরুণমালিনী আসিয়াছেন।"

রাজ্ঞী ব্যস্ততাসহ উঠিয়া কহিলেন,—

"বৎস! ক্ষণেক অপেক্ষা কর। আমি এখনই আসিতেছি।"

রাজ্ঞী প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।'

অদ্য খোশরোজ বা নরোজা পর্ব্বাহ। সম্রাট্-ভবন অদ্য আনন্দ, উৎসাহ ও কোলাহলে পূর্ণ। পাঠকগণকে এই উৎসবের কিঞ্চিৎ বিবরণ বিদিত করা বিধেয়।

নরোজা নববর্ষের প্রথম দিন; অর্থাৎ সেই দিন সূর্য্য মেষরাশিতে প্রবেশ করেন। এই দিন এদেশস্থ তাবতেরই মহানন্দের দিন। কিন্তু সম্রাট্ আকবর সে মূল নরোজা পরিবর্ত্তিত করিয়া খোশরোজ্ নামে এক অভিনব পর্ব্বের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত ও স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনের কৌশল মাত্র। এই উপলক্ষে অন্তঃপুরে ললনাকুল আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভাসিতেন। আকবরের কুটিল চক্রে বদ্ধ রাজপুত-কুল-সীমন্তিনীগণ ও যবন ওমরাহগণের মহিলাগণ সেই আমোদে মিশ্রিতা হইতেন। তথায় রীতিমত বিপণি-মালা সজ্জিত হইত। সম্ভ্রান্ত পুরস্ত্রীগণ ও বণিক্-সীমন্তিনীগণ নানাবিধ দ্রব্যজাত বিক্রয় করিতেন। আর, পাঠকগণ!—বলিতে লজ্জা করে—যিনি সম্রাট্কুলভূষণ বলিয়া জগন্মান্য, যাঁহার ন্যায়পরতা ও সাধুভাব প্রশংসা সর্ব্ববাদি-সম্মত, যাঁহার নাম অদ্যাপি 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বলিয়া সমাদৃত, সেই নরশ্রেষ্ঠ আকবর একপার্শ্বে অন্তরালে থাকিয়া উপস্থিত অপ্সরাসদৃশী রূপসী যুবতীগণের সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতেন!!!

চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ শ্বেত-প্রস্তর বিনির্ম্মিত অট্টালিকাশ্রেণী।

মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরাচ্ছাদিত সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। ঊর্দ্ধদেশ অতি চমৎকার শিল্প-কৌশলসম্পন্ন মনোহর চন্দ্রাতপ-সমাচ্ছন্ন। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকস্থ অট্টালিকাশ্রেণী পুষ্পমালায় সুশোভিত। তাহাতে অত্যুৎকৃষ্ট চিত্রসকল বিলম্বিত ও বিবিধ বর্ণের অত্যুজ্জ্বল প্রস্তর সন্নিবিষ্ট। বিশ্রামার্থ রঙ্গভূমির স্থানে স্থানে সুচারু শয্যাচ্ছাদিত পালঙ্ক সকল সংস্থাপিত। প্রাঙ্গণ-সীমায় স্থানে স্থানে সুন্দরী যুবতীগণ বসিয়া পণ্য বিক্রয় করিতেছেন। গোলাপের তোড়া, ফুলের মালা, ফুলের খট্টা, বাটী, টুপি, আসন, সূচীজাতশিল্প প্রভৃতি দ্রব্য সকল বিক্রীত হইতেছে। বিক্রয়িত্রীগণ ব্যতীত সকলেই ক্রয়কারিণী। সময়ে সময়ে ক্রেত্রীদলের কেহ বা বিক্রেত্রীর স্থান গ্রহণ করিতেছেন, বিক্রেত্রী অপরা যোষিদ্‌গণের সহিত আমোদে পরিলিপ্তা হইতেছেন। অর্দ্ধমুদ্রা মূল্যের দ্রব্য পঞ্চ মুদ্রায় বিক্রীত হইতেছে। সমবেত সুন্দরীসমূহের সুখশান্তি সংবিধানার্থ পালঙ্ক ব্যতীত স্থানে স্থানে শ্বেতপ্রস্তরাধারে আতর ও গোলাপপূর্ণ হৈমপাত্র সকল স্থাপিত। পুষ্পের তো কথাই নাই। ভূতলে, ঊর্দ্ধে, পার্শ্বে, যুবতীগণের অঞ্চলে, সর্ব্বত্র অপরিমিত গন্ধ বিস্তারি পুষ্পরাশি পরিপ্লুত!

এইরূপ স্থানে বিবিধ মহার্ঘ্য বস্ত্রালঙ্কার বিশোভিত, পরমা সুন্দরী নবীনা হিন্দু ও মুসলমান সীমন্তিনীগণ যথেপ্সিত আমোদে নিমগ্না। সুন্দরী নারীগণের শোভাবর্দ্ধনকারী অলঙ্কার সমস্তের মধুর শিঞ্জিনী, রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত সপ্ত-স্বর-নিনাদিনী মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি, অথবা আনন্দের চিহ্নস্বরূপ হাস্যের উচ্ছ্বাস, নৃত্যজনিত পাদবিক্ষেপধ্বনি, আর সুন্দরীগণকর্ত্তৃক বাদিত বীণা, সপ্তস্বরা প্রভৃতি যন্ত্রের ধ্বনি সমবেত হইয়া সম্রাট-

প্রাসাদ অতি প্রীতিকর কোলাহলে পরিপূর্ণ করিয়াছে! রমণীগণ কেহ নাচিতেছে, কেহ গাইতেছে, কেহ বাদ্য করিতেছে, কেহ বা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সহচরীর গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে।

একদিকে কএকজন রাজপুত মহিলা সমবেত হইয়া একজনকে রাধা অপরকে কানাইয়া সাজাইয়া মহা আমোদ করিতেছেন। মানভঞ্জন প্রসঙ্গের অভিনয় দ্বারা নকল শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে স্বীয় স্বামীর কষ্টের পরিমাণ অনুমান করিতেছেন। নকল কৃষ্ণকে অপর সকলে মান ভাঙ্গিবার কৌশল শিখাইয়া দিতেছেন। অতি কষ্টে কৃত্রিম মান ভাঙ্গিল। তথায় তুমুল হাস্যের লহর উঠিল। তখন রাধাকৃষ্ণ যুগল হইয়া দাঁড়াইলেন; সহচরীগণ তাঁহাদের বেষ্টন করিয়া করতালি দিতে দিতে গাইতে লাগিল।

'চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডিতমণ্ডলবলয়িতকেশং।
'প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিত মেদুরমুদিরসুবেশং॥
'গোপকদম্বনিতম্বতীমুখচুম্বনলম্ভিতলোভং।
'বন্ধুজীবমধুরাধরপল্লবমুল্লসিতস্মিতশোভং॥
'বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িতবল্লবযুবতীসহস্রং।
'করচরণোরসি মণিগণভূষণকিরণবিভিন্নতমিস্রং।
'মণিময়মকরমনোহরকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডমুদারং।
'পীতবসনমনুগতমুনিমনুজসুরাসুরবরপরিবারং॥'

আর এক স্থানে কএকজন কজ্জল-নয়না যবন-প্রণয়িনী একত্রিত হইয়া নৃত্যের পারদর্শিতা দেখাইতেছেন। একজন যন্ত্র বাদন করিতেছেন, দুইজন গাইতেছেন ও দুই দুই জন অগ্রসর হইয়া বহুবিধ নৃত্যের পরীক্ষা দিতেছেন। নর্ত্তকীদ্বয়ের গাত্রে দ্রষ্টৃবর্গ তালে তালে পুষ্প প্রক্ষেপ করিতেছেন।

রঙ্গভূমির দক্ষিণ পার্শ্বে এক নীলাম্বরাবৃতা, লাবণ্যময়ী, যুবতী দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে, দুলিতে দুলিতে সহচরীর সহিত মধুর ভাবে কথা কহিতেছেন। কি চক্ষু, কি দৃষ্টি, কি বর্ণ, কি গঠন, কি কমনীয়তা! শরীরের সর্ব্বত্রই লাবণ্য, সর্ব্বত্রই সুকুমার! সুন্দরী রাজ-রাজ-মোহিনীরূপে বক্রভাবে দাঁড়াইয়া পার্শ্বস্থ নবীনা কামিনীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন। এই রমণী কুল-কমলিনী রাজ-কবি পৃথ্বিরাজ-পত্নী যোধবাই।

পাঠক! আর দেখিয়াছেন, পশ্চিমদিকস্থ কিংখাপ যবনিকার অন্তরালে বাদশাহ আকবর দাঁড়াইয়া কেমন অনিমিষ লোচনে মনোমোহিনী পৃথ্বিরাজ-প্রণয়িনীর প্রতি চাহিয়া আছেন। এই উন্নত বয়সেও বাদশাহের লোচনযুগল হইতে বিংশবর্ষীয় যুবকাপেক্ষা ইন্দ্রিয়তৃষ্ণা-সূচক দৃষ্টি নিঃসৃত হইতেছে। সমবেত সুন্দরীমণ্ডলী নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে গাত্র বস্ত্রাদি উন্মুক্ত করিয়া মনের সুখে আমোদ করিতেছে। কে জানে বর্ষীয়ান্ ন্যায়পর বাদসাহ রমণীজনভূষণ লজ্জাবরণাপহরণ করিতেছেন।

রঙ্গভূমির অপরদিকে যে এক নবীনা প্রবাল-খচিত স্বর্ণাভরণ মধ্যে পদ্মরাগ মণির ন্যায়, কুমুদিনীপূর্ণ নীলাকাশে চন্দ্রমার ন্যায়, পুষ্পপাত্রস্থ বহুবিধ পুষ্পের মধ্যে কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন,—পাঠক, বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই সুন্দরী মেহের উন্নিসা। মেহের উন্নিসা আড়ম্বর রহিত পরিচ্ছন্ন সজ্জায় সজ্জিতা। যোড়শী মেহের উন্নিসা অপর সমবয়স্কা এক সুন্দরী ললনার সহিত রঙ্গভঙ্গ করিতেছেন। সেই ললনা সাহারজাদি বন্নু। মেহের উন্নিসা যাহার সহিত এক দিন আলাপ করিতেন, সেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার অতুল-

নীয় রূপরাশি, অসীম গুণমালা ও অপার মহিমার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া তাঁহার নিকট চিত্ত বিক্রয় করিত। এই কারণেই সাহাবজাদি বন্নুর সহিত মেহের উন্নিসার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। মেহের উন্নিসা যখন বন্নুর সহিত নানাবিধ কৌতুকে পরিলিপ্তা রহিয়াছেন, সেই সময়ে ধীরে ধীরে আমিনী তথায় আগমন করিল। মেহের উন্নিসা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমিনি! কি সংবাদ?"

আমিনী তাহার উত্তর দিতে লাগিল। ইত্যবসরে বন্নু সন্নিহিত গোলাপপূর্ণ হেমকলস লইয়া নিঃশব্দে মেহের উন্নিসার নিকটস্থ হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে তাহার অধিকাংশ মেহের উন্নিসার গাত্রে ঢালিয়া দিলেন। মেহের উন্নিসার বস্ত্র গোলাপার্দ্র হইয়া গেল। বন্নু খল্ খল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। মেহের উন্নিসা বন্নুর গলদেশ স্বীয় নবনীত বিনিন্দিত কোমল বাহুদ্বারা বেষ্টিত করিয়া কহিলেন,—

"এই ভাব কি চিরদিনই থাকিবে?"

বন্নু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"প্রার্থনা করি মৃত্যু পর্য্যন্ত যেন এমনই ভাবই থাকে, আর প্রার্থনা তোমার সহিত এরূপ ব্যবহারের পথ যেন নষ্ট না হয়।"

মেহের উন্নিসা হাসিয়া কহিলেন,—

"তা কেমন করে হবে? যে দিন তোমার ও সরল হৃদয় পরের হবে, সেই পরের প্রেম ভিন্ন যখন আর কিছু ভাল লাগিবে না, তখন সাহাবজাদি! তখন কি আর আমাদের নাম মনে থাকিবে?"

বন্নু অত্যন্ত হাসিতে হাসিতে দুই পদ সরিয়া গিয়া বলিলেন,—

'ছিঃ মেহু! তুমি আপনার কথায় আপনি ধরা পড়িলে।

তবে তো দাদার সহিত তোমার বিবাহ হলে তুমি আমাকে একেবারে ভুলে যাবে ?”

মেহের উন্নিসা সবিস্ময়ে কহিলেন,—

“তোমার দাদার সহিত আমার বিবাহ হবে কে বলিল ?”

“তুমি তো কিছু বলনা, লোকে বলে তাই শুনিতে পাই।”

তখন মেহের উন্নিসা বলিলেন,—

“বন্নু! তোমাতে আমাতে কোনই প্রভেদ নাই, এই জন্যই তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, তুমিই বল দেখি ভাই, সাহারজাদা সেলিমের সহিত বিবাহ হইলে আমি কি সুখী হইব ?”

বন্নু অনেকক্ষণ চিন্তার পর কহিলেন,—

“না।”

“তবে কেন ভাই এ বিশ্বাস মনে স্থান দিয়াছ ? তোমার কর্ত্তব্য যাহাতে এ প্রসঙ্গ আর না উঠে এবং যাহাতে ইহা কার্য্যে পরিণত না হয় তাহার চেষ্টা করা।”

বন্নু কহিলেন,—“ভগ্নি! ভয় নাই। আমি শুনিয়াছি তোমার পিতা বাদশাহের নিকট তোমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং বিবাহের অন্যত্র সম্বন্ধ হইয়াছে তাহাও জানিয়াছেন। পিতা বলিয়াছেন বাগ্দত্তা কন্যার অন্যত্র বিবাহ হইতে পারে না। অতএব পিতার অনিচ্ছায় কিরূপে সাহারজাদার সহিত তোমার বিবাহ ঘটিতে পারে ?”

মেহের উন্নিসা বন্নুর বদন চুম্বন করিয়া কহিলেন,—

“ভগ্নি! অদ্য তুমি আমায় যে সুসমাচার দিলে, তাহার প্রতিদান আমি আর কি দিব ? প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমায় সুখী করুন।”

ক্ষণকাল পরে মেহের উন্নিসা বন্নুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমিনীর সঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের রহস্য কথা।

কয়েকটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া গেলে অপর এক প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যায়। সেই প্রাঙ্গণে উপস্থিত মোহিষীবর্গের শিবিকা সকল সংস্থাপিত আছে। মেহের উন্নিসা সেই সমস্ত প্রকোষ্ঠের দুইটি অতিক্রম করিয়া তৃতীয়টিতে পদার্পণ করিয়াছেন, এমন সময় পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে শব্দ হইল,—

"মেহের উন্নিসা!"

মেহের উন্নিসা সভয়ে ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন সাহারজাদা সেলিম! মেহের উন্নিসার ভয় হইল। ভাবিলেন 'সাহারজাদা এ নির্জ্জনে কেন?' আবার ভাবিলেন 'আমি তো একাকিনী নাই।' ফলতঃ সেলিমের মনে কোনই দুরভিসন্ধি ছিল না। বাদশাহ আকবর এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কঠিন আজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মেহের উন্নিসার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছে। কথা স্থির হওয়া ও কার্য্যতঃ বিবাহ হওয়া একই কথা। সুতরাং মেহের উন্নিসাকে পরস্ত্রীবৎ ব্যবহার করিতে হইবে। তদন্যথায় তিনি নিরতিশয় কুপিত হইবেন। সেলিম বুঝিয়াছেন যে, মেহের উন্নিসারূপ রত্ন লাভ করা এক্ষণে দুরাশা। তবে তাঁহার এক আশা আছে। মেহের উন্নিসার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে বাসনা সফল হইতেও পারে। তিনি স্থির করিয়া আছেন যে, মেহের উন্নিসার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া বা লোভ দেখাইয়া দেখিব যদি মত পরিবর্ত্তন করিতে পারি। কিন্তু

মেহের উন্নিসা, অবিশেষ বিবেচনায়, ইদানীং সম্রাট্ ভবনে সতত আগমন করেন না। সেলিম জানিতেন অদ্য মেহের উন্নিসা আসিবেনই আসিবেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, একটু সুরা সংযোগে মস্তিষ্ককে উদ্দীপ্ত রাখিলে হৃদয়ের নিভৃত ভাব সকলও বিশদরূপে ব্যক্ত করিতে পারিব সুতরাং অধিকতর ফল লাভে সমর্থ হইব। সুরার প্রতি এইরূপ অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অনেকেই আত্ম সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনে এবং পরিণামে পরিতাপানলে দগ্ধ হয়। অবিশ্বাসিনী সুরা এক্ষণে তাঁহার যে অবস্থা করিয়া তুলিয়াছে তাহাতে মুখের কথায় পরের চিত্তাপহরণ করা, বা পরের সংস্কার বিদূরিত করা সম্ভব নয়। তাঁহার আয়ত লোচন দ্বয় আরক্ত হইয়াছে ও ঢল্ ঢল্ করিতেছে, তাঁহার বদনের অনিন্দ্য গৌরবর্ণ রক্তিম হইয়াছে, তাঁহার হস্ত পদ অস্থির; তিনি এক স্থানে দাঁড়াইতে অক্ষম, তাঁহার জিহ্বা বিশুদ্ধ বাক্য কথনের ক্ষমতা বিবর্জ্জিত। মেহের উন্নিসা সেলিমকে দেখিবা মাত্র সসম্মানে নিবেদিলেন,—

"জাঁহাপনা। অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি আপনাকে দেখিতে পাই নাই।"

সেলিম বলিলেন,—

"বেশ তো, বেশ তো। মেহের উন্নিসা তুমি ভাল আছ?"

মেহের উন্নিসা বলিলেন,—

"সাহাবজাদার অনুগ্রহে সমস্তই মঙ্গল।"

ক্ষণেক পরে আবার বলিলেন,—

"জাঁহাপনা। আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

সেলিম কহিলেন,—

"ছিঃ! যাইবেই তো—দুটো কথা শুনে যাও। মনের

কথা বলি শুন। তোমাকে বড় ভাল বাসি, তুমি তো বাস না; তাতেই শুন্‌তেছ না। শুন আগে, তার পর ব'লো, শের খাঁ ভাল কি সেলিম ভাল। তুমি আমাকে বিয়ে কর্‌বে না কেন?”

সেলিম প্রকৃতিস্থ থাকিতে মেহের উন্নিসাকে বলিবেন বলিয়া যাহা স্থির করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা মনে নাই। সেই সকলের অপরিস্ফুট ছায়া এক একবার তাঁহার মনে পড়িতেছে। যাহা মনে পড়িতেছে, তাহারও গ্রন্থি নাই, শৃঙ্খল নাই। সুতরাং তিনি যে উদ্দেশ্যে এই প্রলাপজাল বিস্তার করিতেছেন এতদ্দ্বারা ইষ্ট না হইয়া তৎসম্বন্ধে অনিষ্টই ঘটিতেছে। মেহের উন্নিসা সেলিমের কথা শুনিয়া লজ্জায় মস্তক নত করিয়া রহিলেন। সেলিম কহিলেন,—

“এই কি তোমার উচিত? তুমি জান না। তোমাকে কি বলিব?। আমার মনে পড়ে না। আমি যাহা বলিতাম তাহা বলিতে পারিতেছি না। তাই বলিয়া যাইও না,—আমি তোমারই।”

মেহের উন্নিসা বুঝিলেন যে সুরাতেজে সেলিম এক্ষণে অপ্রকৃতিস্থ আছেন। মনে মনে কহিলেন,—

“ধিক্! এই গঠন, এই যৌবন, এই অতুল সম্পত্তি, স্বভাবের দোষে সকলই বৃথা, সকলই অনর্থক!”

প্রকাশ্যে বলিলেন,—

“জাঁহাপনা! যাহা বলিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অদ্য আপনার শরীর ভাল নাই। সময়ান্তরে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।”

সেলিম কহিলেন,—

"সত্য।"

"হাঁ।"

সেলিম কহিলেন,—

"তবে এস। মনে থাকে যেন।"

মেহের উন্নিসা বিদায় হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, সেলিম কি যথার্থই আমাকে ভাল বাসেন?—না; এ সকল মোহের উত্তেজনা। অবার ভাবিলেন, না, ইহা হৃদয়স্থিত প্রণয়-উদ্দীপনা। আবার ভাবিলেন, মোহই হউক বা প্রণয়ই হউক, সেলিমের স্বভাব অতি মন্দ, তাঁহার চরিত্র অতি ঘৃণিত; তিনি প্রণয়ের উপযুক্ত নহেন। পরক্ষণেই ভাবিলেন, 'স্বভাব চরিত্র কি পরিবর্ত্তিত হয় না? অবশ্যই হয়। তবে স্বভাব মন্দ বলিয়া মনুষ্যকে ঘৃণা করা অবৈধ।' আবার ভাবিলেন, 'আমি কেন এত চিন্তা করিতেছি. উপস্থিত আয়ত্তাগত সুখ ছাড়িয়া অনুপস্থিত সুখের আশায় মত্ত হওয়া মূঢ়ের কার্য্য। মেহের উন্নিসা একটি অনতিদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুট স্বরে কহিলেন,—

"অনেক দূর।"

আমিনী জিজ্ঞাসিল,—

"কি বকিতেছ?"

মেহের উন্নিসা বিষণ্ণস্বরে উত্তর দিলেন,—

"বড় গ্রাম্য—নয়?"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভণ্ড তপস্বী।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া রমণী মণ্ডলে খোস্‌রোজ আমোদ স্থগিত হইল। সীমন্তিনীগণ একে একে বিদায় হইতে লাগিলেন। সম্রাট্‌-প্রাসাদ আলোকমালায় পূর্ণ হইল। পুরাভ্যন্তরে ও বহির্দেশে অগণ্য আলোক প্রজ্বলিত হইল।

কামিনী কুল-শিরোমণি পৃথ্বিরাজ প্রণয়িণী যোধবাই প্রধানা বেগমের নিকট হইতে বিদায় হইয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় একজন প্রৌঢ় বয়স্কা সম্রাট্‌-পুর-পরিচারিকা আসিয়া কহিল,—

“আপনার শিবিকা পূর্ব্ব দিকের প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করিতেছে।”

দাসী চলিয়া গেল। পৃথ্বিরাজমহিষী পূর্ব্বদিকের এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে তিন চারি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলেন, কিন্তু বাহিরে যাইবার কোনই সুযোগ দেখিলেন না। ভাবিলেন আর দুই একটা প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলেই হয়তো প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যাইবে। এই ভাবিয়া যোধবাই অপর প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিলেন। অন্য প্রকোষ্ঠের ন্যায় তথায় অধিক আলোক জ্বলিতেছে না, একটিমাত্র ক্ষীণালোক লম্বিত রহিয়াছে। প্রকোষ্ঠের অন্য দ্বারাদি রুদ্ধ। যোধবাই ভাবিলেন এইটিই শেষ প্রকোষ্ঠ এই জন্য দ্বারাদি রুদ্ধ রহিয়াছে। এই ভাবিয়া পূর্ব্ব দিকের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। যেমন যোধবাই প্রবেশ

করিলেন অমনি তাঁহার পশ্চাদ্দিকের উন্মুক্ত দ্বার অপরদিক্ হইতে রুদ্ধ হইয়া গেল। এতক্ষণে সুন্দরী শঙ্কিতা হইলেন। ভাবিলেন, কোথায় আসিলাম, কে দ্বার রোধ করিল? অধিকাংশ রমণী পশ্চিম দিকে গেল; পরিচারিকা আমাকেই পূর্ব্বদিকে আসিতে বলিল কেন? পশ্চাৎ হইতে দ্বার রুদ্ধ হইল, সুতরাং নিশ্চয়ই আমার পশ্চাতে লোক আছে। তবে কি আমার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত হইয়াছে? তিনি সভয়ে কটিদেশে হস্তার্পণ করিলেন, দেখিলেন, তথায় চন্দ্রহাস আছে। ভাবিলেন, 'তবে কিসের ভয়? সঙ্গে অস্ত্র থাকিলে রাজপুত-মহিলা শমনকেও ডরে না।' তিনি অধোবদনে নিষ্কৃতির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, এমন সময় অলক্ষিত ভাবে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার হস্ত-ধারণ করিয়া কহিল,—

"সুন্দরি! কি ভাবিতেছ?"

যোধবাই সভয়ে এই পরস্ত্রী-স্পর্শকারী মূঢ়ের বদন প্রতি চাহিলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, সে ব্যক্তি বাদশাহ আকবর! এই বর্ষীয়ান্ ভুবন-বিখ্যাত, যশস্বী, ন্যায়বান্ নৃপতির এতাদৃশ অবৈধ ব্যবহার দর্শনে বুদ্ধিমতী যোধবাইয়ের অন্তরে যাদৃশ বিস্ময়ের উদয় হইল, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় বা তদ্বৎ প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্য্যয় দেখিলেও তাঁহার চিত্তে তদধিক বিস্ময় জন্মিত না। যোধবাই কিয়ংকাল সংজ্ঞাশূন্য হইয়া রহিলেন। বাদশাহ আকবরের বুদ্ধি জগদ্বিখ্যাত। তিনি সুন্দরীকে তদবস্থাপন্না দেখিয়া তাঁহার তৎকালীন মনের ভাব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া কহিলেন,—

"সুন্দরি! তুমি বিস্মিত হইতেছ? বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। প্রেমের এই ধর্ম্ম। আমি তোমার জন্য কত কষ্টই

না স্বীকার করিয়াছি। কত কৌশল করিয়া তোমাকে এই পথে আনাইয়াছি। অদ্য ভজনের এই ভাগ—”

বাদশাহের কথা শেষ হইতে যোধবাই সজোরে বাদশাহের মুষ্টিমধ্যস্থ স্বীয় হস্ত আকর্ষণ করিয়া লইলেন। হস্তস্খলন কালে তিনি এতাদৃশ বল প্রয়োগ করিলেন যে, বীরবর আকবর তাহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পতনোন্মুখ হইলেন। যোধবাইয়ের বদনে ঘৃণা, ক্রোধ ও লজ্জার চিহ্ন প্রকটিত হইল। তিনি ওড়নার দ্বারা স্বীয় বদনাবৃত করিলেন। নির্লজ্জ আকবর আবার কহিলেন,—

“ললনে। আমার প্রতি বিমুখ হইও না। আমাকে দাস বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি করুণনেত্রে অবলোকন কর।

লেখনি! তুমি চূর্ণ হইয়া যাও, মস্যাধারে মসী শুষ্ক হইয়া যাউক, কাগজ! ভস্মীভূত হও। তোমাদের আর প্রয়োজন নাই। তোমারা অতল জলে নিমজ্জিত হও। যাঁহার চরিত্র তুষার অপেক্ষাও নির্ম্মল বলিয়া জানিতাম, পুণ্যাত্মা জ্ঞানে যাহার নাম ভক্তির সহিত স্মরণ করিতাম, তাঁহার এই চরিত্র! তবে আর কাহাকে বিশ্বাস করিব? আর কাহাকে সৎ বলিয়া উল্লেখ করিব? বুঝিলাম মানবজাতি উচ্চ চরিত্রের আদর্শ নহে; এতদুদ্দেশে তাহাদের সৃষ্টি হয় নাই। এ সকল স্মরণেও লেখনী সহ হস্ত বিকম্পিত হয়। ইচ্ছা হয় আর লিখিয়া কাজ নাই; যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা বিধ্বংসিত হইয়া তাহার ভূত কলেবর ভূতের সহিত বিমিশ্রিত করুক।

যোধবাই কথা না কহিয়া পশ্চাদ্দিকে দুইপদ সরিয়া গেলেন। ইন্দ্রিয়-চপল আকবর সুন্দরীর সন্নিহিত হইয়া আবার কহিলেন,—

“সুন্দরি! তুমি আমার প্রাণেশ্বরী। আমাকে উপেক্ষা করিও না। আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসি।”

বাদশাহ পুনরায় যোধবাইয়ের হস্ত ধারণ করিলেন। যোধবাই-য়ের পবিত্র দেহ ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার পবিত্র আত্মার পবিত্র ভাব নয়নে পরিস্ফুট হইল। তাঁহার পরম সুন্দর বদন আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। স্বাভাবিক অনুপম সৌন্দর্য্য আরও সংবর্দ্ধিত হইল। এই সময় আকবর একবার যোধবাইয়ের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া তাঁহার বদন শোভা দেখিতে পাইলে হয়ত চিরকালের নিমিত্ত চৈতন্য হারাইতেন। আবার যোধবাই সজোরে বাদশাহের মুষ্টি হইতে স্বীয় হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন, এবং ক্রোধোত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—

"নরাধম! স্বীয় পদ মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়াছ? যাও, এখনও বলিতেছি সহজে প্রস্থান কর। নচেৎ বিপদ ঘটিবে।"

আকবর হাসিয়া বলিলেন,—

"কেন আমার প্রতি নির্দ্দয় হইতেছ? বিবেচনা করিয়া দেখ আমি কিসে প্রণয়ের অযোগ্য?"

যোধবাই ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলেন,—

"বাদশাহ! ছিঃ ছিঃ! আপনার ন্যায় মহোচ্চ ব্যক্তির মুখে এরূপ কথা শুনিয়া আমারই ঘোর লজ্জা হইতেছে; আপনার আরও অধিক লজ্জা হওয়া উচিত। বুদ্ধির দোষে দৈবাৎ আপনার এরূপ জঘন্য মনোবৃত্তি জন্মিয়া থাকিবে। যাহা হইয়াছে তাহার আর হাত নাই। আপনি এখনও প্রস্থান করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার গ্লানি সূচক কোন কথা কাহাকেও জানিতে দিব না।"

বাদশাহ ভাবিলেন, যোধবাইয়ের চিত্ত বিয়ৎ পরিমাণে কোমল হইয়াছে। হাসিয়া কহিলেন,—

যোধবাই বাধা দিয়া কহিলেন,—"প্রাণেশ্বরি!" আবার ঐ কথা? নিশ্চয়ই বুঝিতেছি তোমার বিপদ নিকটস্থ।

আবার বাদশাহ হাসিয়া কহিলেন,—"ঘোর ক্ষুধা—উপাদেয় আহার্য্য সম্মুখে—অথচ ভোজনে বঞ্চিত। এতদপেক্ষা অধিক বিপদ আর কি হইতে পারে?"

যোধবাই অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া রোষকষায়িত লোচনে কহিলেন,—

"পামর! এখনও বোধের উদয় হইল না! এখনও পদমর্য্যাদা স্মরণ করিয়া সাবধান হও।"

বাদশাহ একথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তিনি অল্পে অল্পে সুন্দরীর সমীপস্থ হইয়া তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলেন এবং কহিলেন,—

"সুন্দরি! কেন আমাকে এত ভৎর্সনা করিতেছ? কেন আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেছ না? তোমাকে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসি, আমি তোমার দাসানুদাস। আমাদের এ গুপ্ত প্রণয় কেহ জানিতে পারিবে না। কাহার সাধ্য এ কথার উল্লেখ করে?"

যোধবাই মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। আকবর আবার কহিলেন,—

"সুন্দরি! ধন বল, রত্ন বল, সম্পত্তি বল, আমার কিছুরই অভাব নাই। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, তুমি আমার প্রতি কৃপা কর।"

ক্রোধবিকম্পিত স্বরে যোধবাই কহিলেন,—

"নরপ্রেত! তুমি আমাকে লোভ দেখাইতেছ? ভাবিয়াছ আমি সম্পত্তি লোভে তোমার ঘৃণিত প্রস্তাবে কর্ণপাত করিব? ধিক্ তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে। সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্যের

সহিত সতীত্বের বিনিময় হইতে পারে না। তুমি এ মহৎ তত্ত্ব কিরূপে বুঝিবে? তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, আমার পথ ছাড়িয়া দেও, আমি চলিয়া যাই।"

বাদশাহ বুঝিলেন সহজে কার্য্যসিদ্ধ হইবে না। ভয় প্রদর্শন আবশ্যক। এই ভাবিয়া কহিলেন,—

"এতক্ষণ দয়া করিয়া তোমার নিকট সম্মতি প্রার্থনা করিলাম, বুঝিলাম তোমার সহিত সদ্ব্যবহার অরণ্যে রোদন। জান আমি কে? আমি মনে করিলে কি না করিতে পারি?"

যোধবাই তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—

"আমি জানি তুমি মানবাকারধারী পশু। তুমি মনে করিলে অনেকের অনেক অনিষ্ট করিতে পার সত্য, কিন্তু ইহা তুমি জানিও যে, তোমার ন্যায় শত বাদশাহ একত্রিত হইলেও যোধবাইয়ের সতীত্বের বিনাশ করিতে পারে না, তোমাকে আবার বলিতেছি, আমাকে পথ ছাড়িয়া দেও, আমি প্রস্থান করি।'

আকবর সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি সুন্দরীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারণ করিয়া কহিলেন,—

"চতুরে! আর নিস্তার নাই; কোথায় প্রস্থান করিবে? এখানে কে সাহায্য করিবে? তোমার গর্ব্ব ভাঙ্গিতে পারি কি না দেখ।"

যোধবাই ঈষৎ সরিয়া আকবরের অপবিত্র আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন, এবং ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া মনে মনে কহিলেন,—

"মাতঃ ভবানি! দাসীকে আত্মরক্ষণে সমর্থ কর।"

তাহার পর নিমেষ মধ্যে পরিচ্ছদাভ্যন্তর হইতে চন্দ্রহাস বাহির করিলেন। প্রজ্বলিত আলোকরশ্মি সমুজ্জ্বল অস্ত্রে

প্রতিভাত হইয়া ঝলসিতে লাগিল। দর্শন মাত্র আকবর স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। যোধবাই দক্ষিণ হস্তে চন্দ্রহাস উন্নত করিয়া কহিলেন,—

"দুরাচার! আর এক পদ অগ্রসর হইলেই অদ্যকার দিন তোমার জীবনের শেষ দিন হইবে। যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করিতেছি; বিনা বাক্য ব্যয়ে এস্থান হইতে দূর হইয়া যাও।"

আকবর জ্ঞানহীনের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বুঝিলেন, এ ব্যাপারে যখন অস্ত্রের আবির্ভাব হইল, তখন ইহার পরিণাম শুভ হইতে পারে না। অতএব ইহার এই স্থানেই উপসংহার হওয়া বিধেয়। আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা আবশ্যক ভাবিয়া ধীরে ধীরে বাদশাহ কহিলেন,—

"সুন্দরি!"—

বাক্য বাদশাহের বদন বিনির্গত হইবামাত্র যোধবাই অগ্রসর হইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—

"তোমার অথবা আমার, অথবা উভয়ের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে। আইস, মূঢ়, অস্ত্রাগ্রে তোমার আশার শেষ দেখাইয়া দি।"

আকবর উত্তোলিত অস্ত্রের আঘাত হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ পিছাইয়া গেলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, বাসনা সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা হওয়া বিরল। এখনও ক্ষান্ত না হইলে, যে পক্ষেই হউক, একটা বিপদ ঘটিতে পারে। বুদ্ধিমান্ আকবর এই সিদ্ধান্ত করিয়া ক্ষান্ত হওয়াই স্থির করিলেন। যাইবার সময় একটা কথা বলিয়া যাইব ভাবিয়া একবার মুখ তুলিলেন। কিন্তু যোধবাইয়ের নয়নের প্রদীপ্ত ও গম্ভীর ভাব লক্ষ্য

করিয়া কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না। অবশেষে ধীরে ধীরে পশ্চাদ্দিকে যোধবাইয়ের প্রতি সোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে দ্বার উন্মোচন করিয়া ভগ্ন মনোরথ আকবর অপমানিত চোরের ন্যায় পলায়ন করিলেন।

জীবনে তিনি কখন কাহারও সমীপে এঘটনার উল্লেখ করেন নাই। এই ব্যাপার রাজপুত মহিলামণ্ডলীর প্রতি তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা অমিত পরিমাণে সম্বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিল। এই রূপ স্থলই আকবর-চরিত্রের উদারতা ও শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সমরসঙ্গিনী।

দিবসত্রয় মধ্যে শৈলম্বররাজ তিন সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। সেই সকল সৈন্য সঙ্গে লইয়া সম্প্রতি অমরসিংহ কমলমর যাইবেন স্থির হইল, পরে আরও যত সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারে তত্তাবৎ সঙ্গে লইয়া স্বয়ং শৈলম্বর-রাজ মহরাণার পতাকা-নিম্নে উপস্থিত হইবেন কথা হইল।

সন্ধ্যা সময়ে কুমার অমরসিংহ শৈলম্বর-রাজ-প্রাসাদের একতম প্রকোষ্ঠে বসিয়া অদৃষ্টের পরিণাম বিষয়ক দুর্জ্জেয় চিন্তায় নিবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে কুমারী ঊর্ম্মিলা সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পদাশ্রিত নূপুর-শিঞ্জনে অমরসিংহের চিন্তাস্রোত ভাঙ্গিয়া গেল। ঊর্ম্মিলা জিজ্ঞাসিলেন,—

"যুবরাজ! তুমি—আঁ্যা—আপনি কি কল্যই কমলমর যাই-বেন?"

যুবরাজ কহিলেন,—

"কুমারি! তুমি আমাকে আত্মীয়বৎ সম্ভাষণ করিতে করিতে নিরস্ত হইলে কেন? তুমি আমার সহিত সমান ভাবে কথা না কহিলে আমি তোমার প্রশ্নের কোনই উত্তর দিব না।"

লজ্জাসংকৃত হাস্যসহকারে ঊর্মিলা কহিলেন,—

"আপনার সহিত আত্মীয়তায় লাভ কি? আপনি যেরূপ কার্য্য-সাগরে মগ্ন, তাহাতে যেই নয়নান্তরালে যাইবেন, সেই হয়তো সমস্তই ভুলিবেন।"

অমরসিংহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"যাহার অসি শত বীরবধে পরাঙ্মুখ নহে, যাহার সাহসের তুলনা নাই, তাহার এ আশঙ্কা শোভা পায় না। কুমারি! তোমার কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইতেছে।"

কুমারী বলিলেন,—

"অসির ক্ষমতা দেহের উপর; হৃদয়ের উপর তাহার কখনই অধিকার নাই। যাহার হৃদয় মাতিয়া উঠে, তাঁহাকে কাহার সাধ্য নিরস্ত করে? যুবরাজ! কে জানে আপনার হৃদয় আমার অসমক্ষে গিয়া কি ভাব ধারণ করিবে?"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"আমার তো হৃদয় নাই।"

কুমারী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তবে এ সমরায়োজন কেন? যে বীরের হৃদয় নাই, সে কখন দেশের উপকার করিতে পারে না। যুবরাজ! তবে আর কমলমর গিয়া কি হইবে? আপনি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম

করুন। হৃদয়হীন ব্যক্তির দ্বারা দেশের কোনই উপকার সম্ভাবিত নহে।"

"তোমার কথা যথার্থ ; কিন্তু আমার যে হৃদয় ছিল না, অথবা এখনও নাই, এমন নহে। তবে আমার সে হৃদয়ের উপর আমার আর এখন কোনই আধিপত্য নাই।"

"একি কথা, রাজপুত্র ?"

"কথা মিথ্যা নহে। যে সুন্দরীর মধুমাখা কথা শুনিতে শুনিতে এখনও আমি জগৎসংসার সকলই ভুলিতেছি, আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয় সম্পূর্ণরূপে সেই ভুবনমোহিনীর বাসনা ও আজ্ঞার অধীন হইয়াছে, সুতরাং এ হৃদয় এখন আর আমার নহে।"

উর্ম্মিলা মস্তক অবনত করিলেন।

অমরসিংহ ধীরে ধীরে নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"উর্ম্মিলে! কল্যই কমলময় যাইব স্থির করিয়াছি, তুমি কি বল ?"

কুমারী নীরবে রহিলেন, যুবরাজ পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—

"যাওয়ায় কি তোমার আপত্তি আছে ?"

উর্ম্মিলা দীর্ঘ নিশ্বাস সহ বলিলেন,—

"না, আজি কালি আমাদের যেরূপ সময় তাহাতে এক মুহূর্ত্তও অন্য মন হওয়া বিধেয় নহে। আমাদের রাজ্য নাই, ধন নাই, মান নাই, আমাদের গৃহ নাই, ভক্ষ্য নাই আশ্রয় নাই—আমাদের দ্বারে প্রবল শত্রু উপস্থিত, এ সময় আমাদের হাসি ভাল দেখায় না। কে জানে, যুবরাজ! কখন যবন উদয়পুর আক্রমণ করিবে। এ দারুণ সময়ে আমাদের অন্য চিন্তার অবসর থাকা অনুচিত।"

কুমার অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—

"কর্ত্তব্য সাধনে ভ্রমেও কাতর হইব না, ইহা স্থির। কিন্তু কতদিনে যে এ যুদ্ধ-বিগ্রহের শান্তি হইবে তাহার স্থির কি? আমাদের অদৃষ্টে কি আছে তাহাই বা কে জানে? যাহাই হউক, ঊর্ম্মিলে! আমার হৃদয় অধুনা দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়াছে। তোমার সাহস, স্বদেশানুরাগ ও তেজ আমার স্বাভাবিক উৎসাহ শতগুণে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছে। যখন রণ-সাগরে নিমগ্ন থাকিব এবং যখন আমার খরধার অসির আঘাতে রাশি রাশি যবন-মুণ্ড বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় ভূপতিত হইবে ও তাহাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত রুধির-ধারা উৎসের ন্যায় আমার পদনিম্নে পড়িয়া আমাকে অতুলানন্দে ভাসাইবে, তখন তোমার এই জগন্মোহিনী মূর্ত্তি ইষ্টদেবীর ন্যায় আমার হৃদয়-বেদীতে আবির্ভূতা হইয়া আমাকে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করিবে। যখন দুরন্ত যবনের অপবিত্র খড়্গ আমার অজ্ঞাতসারে মস্তকোর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আমাকে জীবন বিহীন করিতে চেষ্টা করিবে, তখন, ঊর্ম্মিলে, তোমার এই স্বর্গীয় মূর্ত্তি আমাকে ইষ্টকবচের ন্যায় সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।"

ঊর্ম্মিলা বাধা দিয়া বলিলেন,—

"আর, যুবরাজ! যখন যবন-যুদ্ধে আপনি ঘোর ক্লান্ত হইয়া সহায়তার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি পাত করিবেন, তখন কি এ দাসী আপনার শ্রীচরণে বাস্তবিকই উপস্থিত থাকিবে না? তখন কি এ হতভাগিনী আপনার হস্তভ্রষ্ট অসি, স্থানভ্রষ্ট তূণ, বিচ্ছিন্ন কবচ যথাস্থানে পরিস্থাপিত করিবে না? এ অভাগিনী কি তৎকালে সমীপে থাকিয়া আপনার অমোঘ-পরাক্রম নিহত যবনের সংখ্যা একটিও বাড়াইবে না?"

সবিস্ময়ে অমর কহিলেন,—

"ঘোর যবনযুদ্ধে, তুমি আমার সহায়তা করিবে? ধন্য তোমার সাহস।"

ঊর্ম্মিলা অশ্রুজলোচনে কহিলেন,—

"কি যুবরাজ! আমি যবন-সংগ্রামে যাইব না? গৃহে বসিয়া সুখ-পর্য্যঙ্কে শয়ান থাকিয়া আপনার বিপদ সমস্ত কল্পনার চক্ষে দেখিব, তথাপি স্বয়ং তাহার প্রতিবিধানার্থ দেহের একবিন্দুও রক্তপাত করিব না, এ কি কথা কুমার?"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"ঊর্ম্মিলে! আমি অনুরোধ করিতেছি এ ভয়ানক বাসনা পরিত্যাগ কর।"

ঊর্ম্মিলা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একজন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল শৈলেশ্বররাজ কুমারকে স্মরণ করিতেছেন। কুমারকে অগত্যা প্রস্থান করিতে হইল। তাঁহাকে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ কুমারী অতৃপ্তনয়নে সেই স্কন্দারি-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলেন। তিনি অদৃশ্য হইলে কহিলেন,—

"এ অনন্ত সুখের তুলনা নাই। এ সুখের গতি কি অব্যাহত থাকা সম্ভব? জগতে কে কবে অবিশ্রান্ত সুখ সম্ভোগ করিয়াছে? যে রাজবারার কল্যাণ-কামনায় আমি এই অসীম সুখরাশি বিসর্জ্জন দিতেছি, কে জানে, সে রাজবারার কি হইবে? কে যেন আমায় বলিতেছে, রাজবারার মুক্তি দূর—দূর—অসম্ভব। কি, এ পুণ্যভূমির মুক্তি অসম্ভব? কে জানে, ভবানীর হৃদয়ে কি আছে? আশা কে কবে ত্যাগ করিতে পারিয়াছে? আমরাই বা কেন আশা শূন্য হইব? কেন ভগ্নোৎসাহ হইব? জাতীয় প্রেমোন্মাদিনী বালিকা সেই স্থানে বসিয়া এই ভাবনায় নিবিষ্টা রহিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হল্‌দিঘাট।

তামসী ভবিষ্যতের অন্তরতম প্রদেশে জাগতিক নিয়তির কি ব্যবস্থা পরিস্থাপিত আছে তাহা কে জানে? মানব, তুমি যে আশায়—যে চিন্তায় সংসার সাগরে সাঁতার দিতেছ, কে জানে তাহার পরিণাম কি হইবে? যে আকাঙ্ক্ষায় মানব, তুমি জলধির অতল জলে ডুবিতেছ, কে জানে সে কার্য্যের কি পুরস্কার হইবে? বীরবর মহারাণা প্রতাপসিংহ ও তদীয় আত্মীয় ও অনুচরগণ যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা হইল না। জগদ্বিখ্যাত হল্‌দিঘাট-সমরে মহারাণার পরাজয় হইল।

সংবৎ ১৬৩২ অব্দের ৭ই শ্রাবণ! ভয়ানক দিন! ইতিহাসের সেই চিরস্মরণীয় শোণিতাক্ত দিন! সে দিন হল্‌দিঘাটে যে ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে?

উত্তরে কমলমর, দক্ষিণে ঋক্ষনাথ এই চত্বারিংশৎ ক্রোশ পরিমিত ভূখণ্ডের নাম হল্‌দিঘাট। স্থানটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্য ও নির্ঝরিণীসমূহে পরিপূর্ণ। রাজধানীতে প্রবেশ করিতে হইলে এই গিরি-সঙ্কট অতিক্রম না করিলে উপায়ান্তর নাই।

এই স্থানে অদ্য দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুত সৈন্য

সশস্ত্রে ও প্রফুল্লবদনে শত্রুর সমাগম প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভীল যোদ্ধৃগণ তীর, ধনুক অথবা প্রস্তরখণ্ড হস্তে পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান। অনেকে স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড এরূপে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে যে, সামান্য যত্ন প্রয়োগ করিলেই তাহা ভূপতিত হইয়া বহুসংখ্যক বিপক্ষকে এককালে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবে। সৈন্যসমূহের বদনে তেজ, উৎসাহ ও আনন্দের চিহ্ন বিদ্যমান। সকলেই শত্রু নিপাত করিতে দৃঢ়সংকল্প। উন্মুক্ত অসি, শাণিত শেল প্রভৃতি অস্ত্রসমস্তের উজ্জ্বলতায়, বীর-নয়ন নিঃসৃত তেজে, পরিচ্ছদের চাকচিক্যে অদ্য রণভূমি প্রদীপ্ত। পুরোভাগে স্বয়ং মহারাণা প্রতাপসিংহ বিশাল বক্ষ পাতিয়া যেন যবনের গতিরোধ করিবেন বলিয়া দণ্ডায়মান। তাঁহার মস্তকে শ্বেত ছত্র। চৈথক নামক প্রভুপরায়ণ, অমিততেজ অশ্ব বীরবর প্রতাপসিংহকে বহন করিয়া রহিয়াছে। দারুণ উৎসাহে অশ্ব স্থির থাকিতে পারিতেছে না। তেজ-ভরে পৃথিবী বিদীর্ণ করিব ভাবিয়া নিয়ত পদনিম্নস্থ পর্ব্বত-শিলায় পদাঘাত করিতেছে; আঘাত হেতু পদনিম্ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। মহারাণার দক্ষিণ পার্শ্বে কুমার অমরসিংহ ও কুমার রত্নসিংহ অশ্ব-পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। অমরসিংহের বদনের ভাব ঘোর চিন্তায় আচ্ছন্ন, রত্নসিংহের মূর্ত্তি উন্মাদের ন্যায়; লোচনযুগল রক্তবর্ণ, বদন শ্রীহীন। অদ্য সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া এ হৃদয়হীন জগৎ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন ইহাই তাঁহার স্থির সংকল্প।

রাজপুতকুলপালগণ অদ্য আপনাদের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারার্থে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। সে ঘোর যুদ্ধে রাজপুত বীরগণ

যে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। রণকল্যাণী ভবানীদেবীর পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া যে রণসাগরে অদ্য রাজবারার ভূষণবৃন্দ সাঁতার দিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিস্ময়ে অপ্লুত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী যবনসৈন্যমণ্ডলী সংখ্যায় বিপুল, মুসলমান সৈন্যবৃন্দ হইতে নির্ব্বাচিত দক্ষগণ অদ্য এই যুদ্ধে উপস্থিত। স্বয়ং সাহারজাদা সেলিম তাহাদের অধিনায়ক। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, রণচতুর মহারাজ মানসিংহ ও সুপটু মহাবেত খাঁ তাঁহার দক্ষিণ ও বাম হস্ত। এরূপ প্রবলবল বিরোধী শত্রুমণ্ডলীর সহিত সমরে জয়াশা অসম্ভব। তথাপি পাঠক! একবার কল্পনা-নেত্রে সেই শোণিতস্রোতঃ প্রবাহিত ভারতের পবিত্র ক্ষেত্র হলদিঘাট সন্দর্শন কর; একবার দুইশত অতীত বর্ষ অতিক্রম করিয়া কল্পনাকে সেই চির-স্মরণীয় ঘটনার ধ্যান করিতে বল, একবার সেই হৃদয়মন-বিহ্বলকারী, জীবনান্তক রণভূমির চিত্র মানস-মন্দিরে স্থাপনা কর; একবার সেই তেজ, উৎসাহ, আনন্দ ও আশা-পূর্ণ, যন্ত্রণাচিহ্ন-বিবর্জ্জিত রাজপুত শবের বদন স্মরণ কর, আর পাঠক। যদি পার, তবে সেই সকল ভাবিতে ভাবিতে দুই বিন্দু অশ্রুপাত কর, তাহাতেও পুণ্য আছে, তাহাতেও শান্তি আছে।

প্রতাপের অদ্য কি উৎসাহ, কি উদ্যম, কি আনন্দ, কি অনুরাগ! পদতলে যবনমুণ্ড বিলুণ্ঠিত হইতেছে, দেহ ও পরিচ্ছদ যবন-শোণিতে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। হস্তস্থিত অস্ত্র নিয়ত সম্মুখস্থ যবনশত্রুর বিনাশ সাধন করিতেছে, এতদপেক্ষা রাজপুত-কুলভরসার আর কি আনন্দ হইতে পারে? কিন্তু কোথায় মানসিংহ? সে ভ্রষ্ট, কুলাঙ্গার কোথায়?

তাহাকে সমর-ক্ষেত্রে কর্ম্মোচিত পুরস্কার দিবার কথা ছিল, সে পাষণ্ড কোথায়? প্রতাপসিংহ একবার অস্ত্রসংযম করিয়া মানসিংহ কোথায় দেখিবার নিমিত্ত সমর-ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, অনেকদূর। রাশি রাশি শত্রুসৈন্য ভেদ করিতে না পারিলে তথায় উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। এদিকে দেখিলেন, নিজ সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত হ্রাস হইয়া উঠিয়াছে—জয়ের আশা নাই। তবে কেন শত্রুনিপাত করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইব না? মানসিংহকে স্বহস্তে সমুচিত প্রতিফল দিব ভাবিয়া বীরবর প্রতাপসিংহ সজোরে ও সোৎসাহে বিপক্ষ-পক্ষ ভেদ করিয়া মানসিংহের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না, হস্তি-সমারূঢ় সেলিম বাহাদুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন, সেলিমকে দেখিয়া প্রতাপসিংহ স্বীয় উদ্দেশ্য ভুলিয়া গেলেন। প্রতাপের অমোঘ আক্রমণ কাহার সাধ্য সহ্য করে? একে একে সেলিমের শরীর-রক্ষিবর্গ ধরাশায়ী হইল, তখন সুশিক্ষিত চৈথক সম্মুখস্থ পদদ্বয় সেলিমের হস্তিশিরে উঠাইয়া দিল এবং প্রতাপসিংহ বর্শা-ফলকে বাদসাহতনয়ের মুণ্ড বিদ্ধ করিবেন ভাবিয়া যেমন তাহা উত্তোলন করিলেন অমনি ভীত, কাতর, চালক-হীন হস্তী পলায়ন করিয়া ভাবী ভারতেশ্বরের জীবন রক্ষা করিল। নচেৎ সেই দিন, সেই সমর-ক্ষেত্রেই তাঁহার জীব-লীলার অবসান হইত, আকবরের উত্তরাধিকারীর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইত, ইতিহাসের পৃষ্ঠা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নাম বহন করিত না এবং নুরজাহানের ভাগ্য-লতিকা মোগল-মুকুটে জড়িত হইত না। সেলিম ভীত হস্তীর অনুগ্রহে নিষ্কৃতি পাইলেন বটে কিন্তু সেই স্থান মানব-শোণিত-স্রোতে ভাসিয়া গেল। ক্ষত-দেহ

প্রতাপের সহায়তা করিবার নিমিত্ত রাজপুত সৈন্যগণ সেই দিকে ব্যস্ততা সহ উপস্থিত আর সেলিমের জীবনরক্ষার্থ মুসলমানেরা সেই স্থলে অগ্রসর, সুতরাং তথায় নরহত্যার সীমা রহিল না। সেলিমের হস্তী পলায়ন করিলে পর যবন মাত্রেরই প্রতাপকে নিপাত করাই প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া জাতি-মান রক্ষা—প্রতাপের জীবন রক্ষা করাই তখন হিন্দুরা প্রধান ব্রত করিয়া তুলিল, সুতরাং যখন যে যে দিকে প্রতাপ সিংহ যাইতে লাগিলেন, তখন সেই সেই দিকে মানব-জীবন ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় বিনষ্ট হইতে লাগিল।

রক্তাক্তকলেবর রতনসিংহ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শরীর ক্ষত বিক্ষত, শোণিতাপচয় হেতু হস্ত পদ বলহীন ও বিকম্পিত, লোচন-যুগল মুদিতপ্রায়। হস্ত তখনও অসি চালন করিতেছে বটে, কিন্তু সে চালনা অনর্থক। সেই সময়ে কয়েক জন যবনযোদ্ধা আসিয়া তাঁহাকে ভীম রবে আক্রমণ করিল। অমর সিংহ দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া বেগে সেই দিকে ধাবিত হইলেন, এবং অসাধারণ কৌশল সহকারে আক্রমণকারী যবনগণকে পরাভূত করিলেন। তখন ক্ষীণ ও বিকম্পিতস্বরে রতন বলিলেন,—

"ভাই! আমার শেষ প্রার্থনায় কর্ণপাত কর। অদ্যকার দিন আমার জীবনের শেষ দিন হইতে দাও, আমার জীবন আর বাঁচাইও না।"

অমরসিংহ জানিতেন, রতনসিংহের হৃদয় কেন সম্প্রতি এরূপ উদাসীন ভাব ধারণ করিয়াছে। তিনি সোৎসুকে বলিলেন,—

"ভাই একি ভ্রান্তি? হৃদয়ের হতাশ প্রেমের যাতনা তুমি কি মিবারের শান্তি সুখ নষ্ট করিয়া প্রশমিত করিবে?"

রতনসিংহ প্রথমতঃ আকাশের দিকে পরে মহারাণার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—

"মিবারের স্বাধীনতা ও উন্নতি মহারাণার দ্বারাই সাধ্য। আমরা কালসাগরে জল-বুদ্বুদ মাত্র।

এই সময়ে মহারাণা শত্রুবেষ্টিত হওয়ায় সেই দিকে তুমুল গোল উঠিল। অমরসিংহ বস্ত্যত সহ সেই দিকে ধাবিত হইলেন, রতন সিংহও সেই দিকে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই তাঁহার কাতর দেহ কম্পিত হইয়া ভূপতিত হইয়া গেল। অমরসিংহ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সেই উৎকণ্ঠা অধিকক্ষণ থাকিতে পাইল না। তখনই কিশোর-বয়স্ক এক রাজপুত যোদ্ধা সযত্নে দুইজন ভীলদ্বারা রতন সিংহের বিচেতন দেহ উঠাইল এবং সবধানতা সহ প্রস্থান করিল। অমর সিংহ যেন সেই কিশোর যোদ্ধাকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, তিনি অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হৃদয়ে পিতার সাহয্যার্থে গমন করিলেন। ঘোর সমর সমুদ্রে অমর সিংহ ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিক পরিমাণে যুদ্ধ করিতে হইল না। চারি পাঁচ জন যবন যোদ্ধা তাঁহাকে বেষ্টন করিল ও অনবরত আঘাত করিতে লাগিল। অমর দেখিলেন, সমস্ত রাজপুতেরা মহারাণার রক্ষা কার্য্যে ব্যস্ত এবং সমস্ত যবন তাঁহারই বিনাশ সাধনে চেষ্টিত। তাঁহার সাহায্যার্থে কেহই নাই। কেবল দেখিলেন, সেই কিশোর যোদ্ধা ঘর্ম্মাক্ত ও শোণিতাক্ত কলেবরে তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান ও কেবল মাত্র সেই ব্যক্তি যথাসাধ্য যত্নে শত্রু-নিধনে নিযুক্ত। অমরসিংহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন,—শত্রু কয়জন নিহত হইল বটে, কিন্তু অমর সিংহও

আর আপনার দেহ স্থির রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত ও চেতনা বিলুপ্ত হইতে লাগিল। তখন সেই কিশোর যোদ্ধা তাঁহার অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে পতনশীল চেতনাহীন দেহ বাহু পাতিয়া ধরিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় ভীলের সাহায্যে তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল। পতনকালে অমরসিংহ বলিলেন,—চিনিয়াছি—উর্ম্মিলে—ভাল কর নাই—মহারাণাকে দেখ।

উন্মত্ত প্রতাপসিংহ অদ্য বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত। বার বার তিনি সজোরে বিপক্ষ সৈন্য-মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসাধারণ বীরত্ব সহকারে শত্রুক্ষয় করিতে লাগিলেন এবং আত্মজীবনকে যৎপরোনাস্তি বিপদে মগ্ন করিতে লাগিলেন। বার বার রাজপুত বীরেরা প্রাণপণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিল। প্রতাপের দেহ শোণিতাক্ত এবং আঘাত হেতু ক্ষত বিক্ষত। মুসলমানেরা বুঝিতেছে, প্রতাপকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমরে জয়ী হওয়া যায়। রাজপুতেরা বুঝিতেছে, মহারাণাকে রক্ষা করিতে পারিলেই সকল রক্ষা এবং তাহা হইলে কোন পরাজয়ই পরাজয় নহে। কিন্তু রাজপুত বীরেরা দেখিলেন, যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে মহারাণাকে রক্ষা করা অসম্ভব। মহারাণা স্বয়ং আত্মজীবনের প্রতি লক্ষ্য বা মমতা শূন্য অথচ তাঁহার পক্ষীয় সৈন্য-বল এতই হীন যে, তাহাদের চেষ্টায় তাঁহাকে রক্ষা করা সম্পূর্ণরূপে অসাধ্য। তখন স্বদেশ-বৎসল, বীরভক্ত ঝালারাজ মানাহসিংহ বিপক্ষের জয়ধ্বনি, সৈন্যগণের কোলাহল, মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, অশ্বের হ্রেষারব, গজের গর্জ্জন ভেদ করিয়া প্রতাপ সিংহের কর্ণে কর্ণে কহিলেন,—

"বীরবর! জগৎ পূজ্য মহারাণা বংশের কেতন! আপনি

এক্ষণে আমাদের একমাত্র ভরসা। আপনি বাঁচিলে মিবারের ভবিষ্যতের আশা আছে। এই যুদ্ধে যদি আপনার জীবন অবসান হয়, তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আশা ফুরাইবে। এক্ষণে তাহাই কি আপনার বাসনা?"

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রতাপসিংহ কহিলেন,—

"অদ্য কি জয়ের আশা নাই?"

গলদশ্রু লোচনে ঝালাপতি কহিলেন,—

"আশা বহুক্ষণ ত্যাগ করিয়াছি। কেবল আপনার আশায় এখনও সমরক্ষেত্রে আছি। আপনাকে বাঁচাইতে পারিলে শত্রু জয়ের অপেক্ষা অধিক লাভ মনে করি।"

"অমর, রতন, কোথায়?"

"সমরে পতিত হইয়াছেন, কিন্তু জীবন যায় নাই বোধ হয়। তাঁহাদের দেহ স্থানান্তরিত হইয়াছে।"

নিতান্ত হতাশ স্বরে প্রতাপসিংহ কহিলেন,—

"যদি অমরের বিনিময়েও যুদ্ধ জয় হইত, সেও ভাল ছিল। কিন্তু মিবারের —। এখন আমাকে কি করিতে বলেন?"

তখন প্রভুপরায়ণ ঝালাবাজ হস্তদ্বারা মহারাণার পাদস্পর্শ করিয়া অশ্রুসমাকুললোচনে বলিলেন,—

"মহারাণা, এ দীনের এই শেষ প্রার্থনা অবহেলা করিবেন না। আমার প্রার্থনা ন্যায় কি অন্যায়, সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহার বিচার করিবেন না। আমি ভবদীয় চরণে অদ্য যে শেষ প্রার্থনা করিতেছি তাহা গ্রাহ্য করিতেই হইবে!"

মহারাণা বলিলেন,—

"স্বীকার করিলাম।"

মানাইসিংহ বলিলেন,—

"আমার প্রথম প্রার্থনা, মহারাণাকে সমরক্ষেত্র ত্যাগ করিতে হইবে। আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা, সম্প্রতি আমি যাহা করিব, মহারাণা তাহাতে আপত্তি করিবেন না।"

মহারাণা মানাহসিংহকৃত প্রথম প্রার্থনা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন,

বলিলেন,—

"আপনার দ্বিতীয় প্রস্তাব অবশ্যই গ্রাহ্য, কিন্তু আপনি কি আমাকে জীবিতাবস্থায় সমরক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বলিতেছেন?"

"নচেৎ কি? মহারাণার জীবনই আমরা মিবারের স্বাধীনতা বলিয়া জানি। আপনি কি বিশ্বাস করেন, আমরা মিবারের স্বাধীনতা ধ্বংস করিতে অভিলাষী?"

মহারাণা অধোবদনে রহিলেন। ইত্যবসরে মানাহ সিংহ মহারাণার ছত্রধারীকে তাঁহার নিজের মস্তকে রাজছত্র ধরিতে আদেশ করিলেন, এবং নিজ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে দ্বিগুণ উৎসাহে চণ্ডিকার নাম উচ্চারণ করিয়া সমর-সাগরে ঝাঁপ দিলেন। রাজচ্ছত্র দৃষ্টে মানাহ সিংহকে মহারাণা মনে করিয়া মুসলমানেরা তাঁহাকে উন্মত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় আক্রমণ করিল।

মহারাণা প্রতাপসিংহ তখন একবার সুবিস্তৃত সমরক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চক্ষু দিয়া কয় বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইয়া শোণিতরাশির সহিত মিশিয়া গেল। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহারাণা কহিলেন,—

"ভগবন্! এই কি তোমার বাসনা? আর এ বিড়ম্বনা দেখিয়া কি কাজ? যদি পরাজিত হইলাম তবে এ জীবনে কি কাজ? কিন্তু জীবন বিসর্জ্জন দিলেই বা লাভ কি? যদি আমার প্রাণের পরিবর্ত্তে মিবারের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়, তবে কথায়

কি কাজ? যাহার ইচ্ছা সেই আমায় বধ করুক বা স্বয়ং বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করি। মিবারের আশা ভরসার কি এই শেষ? না, কখন না। প্রতাপ জীবিত থাকিতে মিবার অধীন? না, মরিব না। মিবারকে এ দশায় রাখিয়া কদাচ মরিব না। এই লৌহ হস্তে করিয়া বলিতেছি, মাতঃ জন্মভূমি! তোমাকে এ দশায় রাখিয়া মরিব না। তোমার দুর্দ্দশা ঘুচাইবার পূর্ব্বে যদি আমার কাল পূর্ণ হয়, তবে যেন আমার আত্মা চিরকাল নরকমধ্যে প্রোথিত থাকে। হে দেবি! আমার সহায় হও। ভগবন্! আমার আশা পূর্ণ কর।" অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রতাপসিংহ চৈথককে বিপরীত দিকে গমন করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

প্রভুর জীবন রক্ষার্থ ঝালারাজের মন্ত্রণা সিদ্ধ হইল। রাজভ্রমে অসংখ্য মুসলমান সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সেই ঘোর সংগ্রামে প্রভুরাজের প্রাণ রক্ষার্থ মানাহ সিংহ সদলবলে ইচ্ছায় প্রাণ ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে ঝালারাজ অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—

"ভগবন্ ভবানীপতি! প্রতাপসিংহকে রক্ষা কর। মিবারের লুপ্ত গৌরব তিনিই রক্ষা করিবেন।"

স্বদেশ-বৎসল প্রভুপরায়ণ ঝালারাজের জীবন বিগত হইল। জগতে তাঁহার কীর্ত্তি অতুলনীয়। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস অন্বেষণ করিয়া এরূপ মহোচ্চ মনের অতি অল্পই নিদর্শন পাওয়া যায়। ধন্য রাজবারা! ধন্য তোমার বীর সন্তান!

প্রতাপসিংহ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট হিন্দু সৈন্যেরাও সমর ত্যাগ করিল। দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্যের মধ্যে অষ্ট সহস্রের জীবন রক্ষিত হইল।

এইরূপে হল্‌দিঘাট সমরের অবসান হইল। কুরুক্ষেত্র সমরের

রে ভারতে হল্‌দিঘাটের ন্যায় মহা রণ আর ঘটিয়াছিল কি না সন্দেহ। কালচক্রনেমির আবর্ত্তনে বীরবর প্রতাপসিংহ অদ্যকার সমরে ঊর্দ্ধ হইতে অধঃস্থাপিত হইলেন। যে আশায় উন্মত্ত হইয়া এবং যে সাহসে বুক বাঁধিয়া ভারতীয় বীরেরা অদ্য সমরক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিলেন তাহার কিছুই সফল হইল না। কালসূর্য্যের অস্তগমন সহ অদ্য কাল যবন অমিতপ্রতাপ প্রতাপসিংহকে পরাজিত করিল। এ সংসারে কে বিধাতার বাসনার অন্যথাচরণ করিতে পারে বা পারিয়াছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চৈথক।

মহাবলশালী চৈথক প্রতাপসিংহকে লইয়া বায়ুবেগে প্রস্থান করিল। কেবল এক জন মাত্র অশ্বারোহী প্রতাপের পশ্চাদনুসরণ করিল। প্রতাপের সেদিকে লক্ষ্য নাই। তাঁহার হৃদয়ে তৎকালে যেরূপ চিন্তা ও যন্ত্রণাস্রোত প্রবাহিত, তাহাতে তথায় বাহ্য জগতের অপর কোন বিষয়েরই স্থান হওয়া অসম্ভব। বহুদূর আগমন করার পর অনুসরণকারী চীৎকার করিল,—

"ওহে নীল ঘোড়ার সওয়ার!"

প্রতাপসিংহ অশ্ব থামাইয়া মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন, অনুসরণকারী তাঁহারই ভ্রাতা সুক্তসিংহ। সুক্ত বহুদিন হইতে জাতীয় পক্ষ ত্যাগ করিয়া বাদশাহের আনুগত্য ও তাঁহার পক্ষা-

বলম্বন করিয়াছেন ; সুতরাং অধুনা তিনি মিবারের প্রধান শত্রু। কিন্তু বহুকাল পরে অদ্য তাঁহার দর্শন লাভ করায় প্রতাপের মনে স্নেহের সঞ্চার হইল। সুক্তসিংহ সমীপে সমাগত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। মহাবাণ ও অশ্ব ত্যাগ করিলেন। হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা, বিরোধ তখন দূরে পলায়ন করিল। উভয় ভ্রাতা বহুকালের পর অদ্য আলিঙ্গন বদ্ধ হইলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। প্রতাপসিংহ প্রথমে জিজ্ঞাসিলেন,—

"ভ্রাতঃ! শরীর ও মন ভাল আছে তো?"

সুক্ত ভাবিলেন প্রতাপসিংহ তাঁহাকে উপহাস করিয়া একথা জিজ্ঞাসিলেন। স্বজাতির মমতা ত্যাগ করিয়া যবনের সহিত মৈত্রী করায় শরীর ও মন ভাল না থাকিবারই কথা, তাহা সুক্ত বুঝিতেন। তিনি ভাবিলেন, প্রতাপ তাহাই লক্ষ্য করিয়া এই বাক্যদ্বারা পরিহাস করিলেন। তৎক্ষণাৎ মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। কহিলেন,—

"শত্রুর ভয়ে জীবন লইয়া মনুষ্য যখন পলায়ন করে তখন তাহার শরীর ও মন ভাল থাকে তো?"

এ তিরস্কার প্রতাপসিংহের পক্ষ অসহ্য। তিনি একবার কটি সংলগ্ন অসিতে হস্তার্পণ করিলেন। আবার তখনই চিত্তবেগ সংবরণ করিয়া বলিলেন,—

"যাও সুক্ত—তুমি শত্রুভাবে আমার সহিত সাক্ষাৎ কর নাই; আমিও তোমার সহিত বিরোধ করিতে ইচ্ছা করি না। জানিলাম, তোমার সহিত সৌহার্দ্য বিধাতার বাসনা নহে। প্রার্থনা করি, তোমার সহিত ইহজীবনে আর সাক্ষাৎ না হয়।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রতাপসিংহ অশ্ব উদ্দেশে

গমন করিলেন। সুক্তসিংহও বিনাবাক্যব্যয়ে স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া সেলিম বাহাদুরের উদ্দেশে গমন করিলেন। বহুকালের পর প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাতে সুক্তসিংহের হৃদয়ে বিষম ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

সমস্ত দিন দারুণ রৌদ্রের উত্তাপে, যৎপরোনাস্তি পরিশ্রমে ও অস্ত্রঘাত জন্য শোণিতক্ষয়ে চৈথক নিতান্ত কাতর হইয়াছিল। ঘর্ম্মে তাহার শরীর আপ্লাবিত, মুখে ও পদসন্ধিস্থলে তুষার-ধবল ফেনরাশি সমুত্থিত, বল্গার ঘর্ষণে মুখ হইতে, এবং অস্ত্রাঘাত হেতু দেহের অসংখ্য স্থান হইতে রুধিরধারা প্রবাহিত হইয়া চৈথকের শারীরিক শক্তির ধ্বংস হইয়াছিল। ক্রমে তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইতে লাগিল, দেহ কম্পিত হইতে লাগিল; পদচতুষ্টয় দেহের ভার বহনে অক্ষম হইয়া পড়িল। যন্ত্রণাপীড়িত চৈথক কাঁপিতে কাঁপিতে সেই প্রস্তরের উপর পড়িয়া গেল। প্রতাপসিংহ চৈথকের অনুসন্ধানে সেই স্থানে উপস্থিত হইলে চৈথক একটি অপরিস্ফুট যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি করিল। প্রতাপ চৈথকের এই শোচনীয় দশা দেখিয়া মাথায় হস্ত দিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। চৈথক তখন সতৃষ্ণ ও কাতর নয়নে প্রতাপসিংহের প্রতি চাহিল। প্রতাপের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। চৈথক তাঁহার বিপদ বা সম্পদ, শান্তি বা বিগ্রহ সকল অবস্থাতেই প্রধান সহায়, ভরসা ও আনন্দ! কতবার এই চৈথক তাঁহাকে অপরিহার্য্য বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে! কতবার এই চৈথক তাঁহার জয়ের সহায়তা করিয়াছে। কতবার এই চৈথক অনাহারে, অবিশ্রামে নিরন্তর তাঁহাকে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে, বন হইতে বনান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে লইয়া গিয়াছে! কতবার

এই চৈথক আত্মজীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া প্রতাপকে পৃষ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক গিরিশৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লম্ফ প্রদান করিয়াছে! যে চৈথক সঙ্গে থাকিলে প্রতাপ সিংহ কোন স্থানেই আপনাকে সহায়শূন্য মনে করেন না; যে চৈথক প্রভুর নিমিত্ত গহন বন বা উত্তুঙ্গ শৈল, অগ্নিবৎ মরুভূমি বা বিশালকায়া নদী সর্ব্বত্রই অকুণ্ঠিত ভাবে বিচরণ করিত, যে চৈথক হস্তী বা ব্যাঘ্র, ভল্লুক বা মহিষ, ভীমকায় অজগর বা অস্ত্রধারী শত্রুসেনা—কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিত না, সেই চৈথকের আজি এই দুর্দ্দশা! প্রতাপসিংহ চৈথকের মস্তক স্বীয় উরুদেশে স্থাপন করিলেন। চৈথক অতি ক্লেশে একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া কাতরতা-ব্যঞ্জক শব্দ করিল। তাহার নেত্র নির্গত কয়েক বিন্দু জল প্রতাপের অঙ্গে পড়িল। প্রতাপসিংহ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

“আজি রাজ্যশূন্য, ধনজনশূন্য হইয়াও আমার এত ক্লেশ হয় নাই। চৈথক, আজি তুমি আমার বক্ষে শেল আঘাত করিয়া চলিলে।”

কথা যেন অশ্ব বুঝিতে পারিল। বাক্য কথনের ক্ষমতা থাকিলে সে যেন আজি কত কথাই প্রভুকে জানাইত। প্রতাপসিংহ চৈথকের মুখে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্ব প্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত একবার মুখ ফিরাইবার প্রযত্ন করিল। প্রতাপসিংহ তাহা বুঝিতে পারিয়া ঘুরিয়া বসিলেন। পুনরায় অশ্ব শব্দ করিল। আবার তাহার দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মস্তক প্রতাপ সিংহের উরুদেশ হইতে পড়িয়া গেল। আবার একবার শব্দ করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। চিরজীবন প্রভুর হিতসাধন করিয়া অদ্য চৈথক প্রভুর পার্শ্বে

শয়ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল*। প্রতাপসিংহের প্রাণাধিক প্রিয়তর অশ্ব প্রাণশূন্য হইল। জগতে চৈথক তাঁহার প্রধান আদরের সামগ্রী। সেই চৈথকের বিহনে মহারাণার আর পর নাই ক্লেশ হইল। তিনি চৈথকের মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া উন্মত্তের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নবীন তাপস।

হলদিঘাটের অনতিদূরবর্ত্তী পর্ব্বতের এক নিভৃত দেশে এক তাপসাশ্রম ছিল। দুই সুকুমারকায় মোহনকান্তি যুবা সন্ন্যাসী তথায় বাস করিতেন। সন্ন্যাসিদ্বয়ের এক জনের অঙ্গসৌষ্ঠব, বদনশ্রী ও দেহের বর্ণ অতি চমৎকার, অপরের তাদৃশ উত্তম না হইলেও সর্ব্বথা সুন্দর বলিয়া অভিহিত হইবার উপযুক্ত। তাঁহাদের প্রকৃতি কোমলতায় পরিপূর্ণ এবং কথোপথন নিতান্ত ধীর ও সুমিষ্ট। সন্ন্যাসিদ্বয়ের মস্তক জটাভারে সমাচ্ছন্ন। বদন দীর্ঘ রক্ত শ্মশ্রু ও গুম্ফরাজি-সমাবৃত।

কুমারী উর্ম্মিলা পুরুষবেশে হলদিঘাটের সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন তাহা পাঠক পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। তিনিই বহু-কষ্টে কুমার অমর সিংহ ও রতন সিংহের মৃতপ্রায় দেহ বহন করিয়া এই তাপসাশ্রমে লইয়া আসিলেন। তথায় কুমারী উর্ম্মিলা

* যে স্থলে চৈথক গতাসু হয় স্মরণার্থে তথায় এক চৌতারা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার নাম "চৈথককা চবুতারা"। উহা জারোল নগরের নিকটবর্ত্তী।

ও সন্ন্যাসিদ্বয় যথাবিহিত যত্নে এই আহত বীরদ্বয়ের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। অমরসিংহের আঘাত নিতান্ত গুরুতর হয় নাই। অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহার চৈতন্য হইল। কিন্তু রত্নসিংহের অবস্থা অতীব ভয়জনক। মৃত্যুই তাঁহার কামনা ছিল, সুতরাং যেদিকে অধিক আঘাতের সম্ভাবনা সেই দিকেই তিনি বক্ষ পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার আঘাত নিতান্ত গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি যে এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন এরূপ সম্ভাবনা ছিল না।

চৈতন্য লাভ করিয়া অমরসিংহ রত্নের অবস্থা প্রণিধান করিতে সক্ষম হইলেন এবং চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন। কোথায় পিতা, কোথায় মাতা কোথায় বন্ধুগণ ইত্যাদি নানা চিন্তায় তিনি নিরতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন। ঊর্ম্মিলা দেবী তাঁহাকে যতদূর সম্ভব সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে চিত্তে সে অবস্থায় স্থৈর্য্য অসম্ভব। অগত্যা তাঁহাকে সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ জানাইবার নিমিত্ত ঊর্ম্মিলা দেবী, সংবাদ সংগ্রহ করিবার ভার লইয়া আশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সন্ন্যাসিদ্বয় তাঁহার অনুপস্থিতি কালে বিহিত বিধানে রত্নসিংহের শুশ্রূষা করিবেন এবং অমরসিংহও সে পক্ষে যথাসম্ভব মনযোগী থাকিবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন।

কুমারী চলিয়া গেলে অমরসিংহ স্বীয় শরীর বৎপরোনাস্তি অবসন্ন হইলেও সন্ন্যাসিদ্বয়ের সর্ব্ব প্রকার বিরুদ্ধ চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া বারম্বার রত্নসিংহের নিমিত্ত আন্তরিক উদ্বেগ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সোদরপ্রতিম রত্নের অবস্থা নিতান্ত মন্দ বুঝিয়া তিনি দীর্ঘ নিশ্বাসসহ বলিলেন,—

"ভগবন্, কি হইবে ?"

সন্ন্যাসিদ্বয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত জ্যেষ্ঠ বলিলেন,—

"যুবরাজ, আপনার শরীরের অবস্থা ভাল নহে। আপনি এক্ষণে এরূপ চিন্তা ত্যাগ করুন। বিধাতা কি এমনই নির্দ্দয় যে, আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা তাঁহার কর্ণে স্থান পাইবে না ?"

অমরসিংহ দেখিলেন নবীন সন্ন্যাসী নির্ব্বাক কিন্তু তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত। তখন অমরসিংহ বলিলেন,—

"পাপ দেবলবর রাজ-তনয়া—পাপ যমুনা এই সর্ব্বনাশের কারণ।"

উভয় সন্ন্যাসীই চমকিয়া উঠিলেন। অমর দেখিলেন, নবীন সন্ন্যাসী নিতান্ত চঞ্চল ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। জ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিলেন,—

"সেকি কুমার! দেবলবর-রাজ-নন্দিনী কিসে বর্ত্তমান সর্ব্বনাশের কারণ ?"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"কিসে ? সেই কুহকিনীর প্রেমে রতনসিংহ আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার পর দুষ্টা নিজ মুখে রতনকে বলিয়াছে, সে তাঁহার হইবে না। সেই অবধি রতনসিংহ সংসার-ব্যাপারে উদাসীন—জীবনের মমতা-শূন্য—মৃত্যুর প্রার্থী। সেই জন্যই রতনের অদ্য এই দশা।"

নবীন সন্ন্যাসী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—

"ভগবতি, তোমার কথা কি মিথ্যা ?"

জ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিলেন, তাঁহার নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিলেন,—

"না, যুবরাজ, আপনার ভ্রম হইয়াছে। আমি কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এই যুবকের ভুত ভবিষ্যৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। দেখিয়াছি ইহাঁর চিত্ত স্বর্গীয় পৃথু রাজ-তনয়ার প্রেমে মগ্ন। ইনি সেই কুমারী ভিন্ন আর কাহারও নহেন এবং ইনি শঠ ও প্রবঞ্চক।

অমরসিংহ বলিলেন,—

"আপনি ব্রাহ্মণ ও তপশ্চারী, সুতরাং আপনাকে কিছু বলিব না। কিন্তু ইহাই যদি আপনার গণনার ফল হয়, তাহা হইলে হয় আদৌ আপনি গণনা শাস্ত্র অভ্যাস করেন নাই, না হয় গণনা শাস্ত্র যতদুর সম্ভব অমূলক ও অতল জলে নিক্ষিপ্ত হইবার উপযুক্ত। আপনি দেখিতেছেন, ঐ মরণাপন্ন বীর ও আমি পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু জানিবেন, হৃদয়ে আমরা অভিন্ন। আমি জানি কুমারের হৃদয়ে কুমারী যমুনা ভিন্ন অন্য নারীর প্রেমের স্থান নাই।"

নবীন সন্ন্যাসী আবার অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—

"দেবী-বাক্য! মিথ্যাকথা! হৃদয় ফাটিয়া যাও।"

তিনি বেগে বাহিরে চলিয়া আসিলেন এবং তত্রত্য উপলখণ্ডের উপর অধোমুখে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের চিত্তের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অমরসিংহ জিজ্ঞাসিলেন,—

"ভগবন্! আপনাদের উভয়কে, বিশেষতঃ নবীন সন্ন্যাসী মহাশয়কে বড়ই কাতর দেখিতেছি কেন? বর্ত্তমান সংবাদের

সহিত আপনাদের কোন সম্পর্ক থাকিবার সম্ভাবনা আছে কি না জানিনা।”

সন্ন্যাসী বলিলেন,—

“কাতর—হাঁ—অন্য কারণে কাতর নহি। বীরবর রত্নসিংহের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমরা উভয়েই কাতর। আমার নবীন ভ্রাতা বড়ই কোমল-স্বভাব। দেখি, তিনি কোন্ দিকে গমন করিলেন।”

সন্ন্যাসী চলিযা গেলেন। গমনকালে অমরসিংহ দেখিতে পাইলেন তাঁহার লোচন দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। তিনি মনে কবিলেন, একপ ব্যাকুলতার স্বতন্ত্র কারণ থাকা সম্ভব। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শয়ন করিয়া পড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনুতপ্ত।

মহাসমরের পর তৃতীয়রাত্রে হল্‌দিঘাট সন্নিহিত মুসলমান পটমণ্ডপে বড ঘটা। তথায় সে রাত্রে মহাভোজের আয়োজন। সকলেই আনন্দ ও উৎসাহে উন্মত্ত। সেস্থান তখন আনন্দ-কোলাহল ও গুণ-গরিমায় গর্ব্বিত বীরগণের কলরবে পরিপূর্ণ। সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতাই বিগত জয়ের কারণ সপ্রমাণ করিতে ব্যস্ত। যে সুলতানী কনাতময়ী মণ্ডপ মধ্যে সাহারজাদা সেলিম, মানসিংহ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ বীরগণ উপবিষ্ট সেখানেও অহঙ্কার-স্রোত প্রবাহিত। সেলিম বলিলেন,—

"প্রতাপের কি দুরাশা! সে আমাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। আমাকে আক্রমণ করা কি তাহার কার্য্য। কেমন অম্বররাজ! আমি তাহাকে কেমন জব্দ করিয়া দিয়াছি?"

অম্বররাজ মানসিংহ ও কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন,—

"এ সকল দুর্গম পথ আমার চিরপরিচিত, নচেৎ এরূপ যুদ্ধে জয়লাভ করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার হইত।"

সেলিম জিজ্ঞাসিলেন,—

"আপনি সুক্তসিংহের কোন সন্ধান পাইয়াছেন কি? তাঁহাকে এ কয়দিন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কেন? তিনি কি ভ্রাতৃ-অপমানে কাতর হইয়া নির্জ্জনে রোদন করিতেছেন?"

কথা সমাপ্তির পর সঙ্গে সঙ্গে সুক্তসিংহ তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—

"সাহারজাদার অনুমান যথার্থ। আমি অপমানিত ভ্রাতার শোকে কাতর ছিলাম বলিয়া এ কয়দিন আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করি নাই।"

সেলিম জিজ্ঞাসিলেন,—

"সেই পরাজিত, পলাতককে ভ্রাতা বলিয়া মনে করিতে তোমার কষ্ট হয় না?"

সুক্ত কহিলেন,—

"প্রতাপ পলাতক বটেন, কিন্তু কখনই পরাজিত নহেন। হল্‌দিঘাট সমরে আপনারা জয়লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিবেন না যে, প্রতাপ পরাজিত হইয়াছেন। প্রতাপের প্রতাপ চিরসঙ্গী এবং তিনি জীবিত থাকিতে তাঁহাকে পরাজিত করে কাহার সাধ্য? প্রতাপের ক্ষমতার পরিচয় সাহারজাদা যথেষ্ট

জ্ঞাত হইয়াছেন, কারণ আপনি তাঁহার পরাক্রান্ত আক্রমণের হস্ত হইতে দৈবাৎ বাঁচিয়া গিয়াছেন।"

সেলিম হাসিয়া কহিলেন,—

"প্রতাপের ন্যায় পিপীলিকা আমার কি করিতে পারে?"
সঙ্গে সঙ্গে সুক্তসিংহ উত্তর দিলেন,—

"পিপীলিকা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র জীবের প্রাণ সংহার করিতে পারে।"

সেলিম কহিলেন,—

"তোমার যদি ভয় হইয়া থাকে তাহা হইলে তুমি এখনই গিয়া প্রতাপের আশ্রয় গ্রহণ কর।"

সুক্তসিংহ বলিলেন,—

"হৃদয়ের তাহাই আন্তরিক বাসনা। ভাবনা কেবল তিনি এই অধম, কৃতঘ্ন, দুরাচারকে চরণে স্থান দিবেন কি না। যাহাই হউক সেই বীরচরণাশ্রয়েই জীবনের শেষ কয়দিন অতিবাহিত করিব সংকল্প করিয়াছি। ভাবিবেন না, সাহারজাদা, হল্‌দিঘাট সমরে আপনাদের জয় হইয়াছে বলিয়া প্রতাপকে জয় করা হইয়াছে। যতক্ষণ প্রতাপ জীবিত ততক্ষণ আপনাদের কোন জয়ই জয় নহে। কাল যদি প্রতাপকে পরাজয় করে তবেই আপনাদের মিবার জয়ের বাসনা মিটিবে। এক্ষণে আমি বিদায় হই।"

তিনি সেলিমকে সেলাম করিয়া ও মহারাজ মানসিংহকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইবার উদ্যোগ করিলে মানসিংহ বলিলেন,—

"নির্ব্বোধ! কাহার উপর অভিমান করিতেছ। বাদশাহের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কাহার শরণাগত হইবে?"

হাসিতে হাসিতে মুক্ত বলিলেন,—

"এরূপ চিন্তা যবন-কুটুম্ব মানসিংহের শোভা পায়। প্রতাপসিংহের ভ্রাতার এ ভাবনা ভাল দেখায় না।"

লজ্জায় মানসিংহ মস্তক বিনত করিয়া রহিলেন। উত্তর অপেক্ষা না করিয়া সেই রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে মুক্তসিংহ যবন শিবির ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিবাদের অবসান।

তিন দিবস পরে কুমার রত্নসিংহের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়িল। সে দিন যে কাটিবে এমন সম্ভাবনা রহিল না। অমরসিংহ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি ও কুমারী ঊর্ম্মিলা নিরন্তর প্রিয় বন্ধুর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতেছেন। পথ যেরূপ যবন-শত্রু সমাকুল তাহাতে অন্য কোন আত্মীয়ের সে স্থানে আগমন করা সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ কুমারী ঊর্ম্মিলা, উভয় কুমারই সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ আছেন বলিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। কুমারী আর সকলকে আশ্বস্ত করিয়া নিরস্ত করিয়াছেন বটে কিন্তু স্বয়ং বিপদের পরিমাণ সমস্তই জ্ঞাত ছিলেন সুতরাং স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি নানা কৌশলে চিরপরিচিত আরণ্য পথাবলম্বন করিয়া একদিন পরেই এই গিরি-গুহায় উপস্থিত হইয়াছেন। এই নিঃসহায় স্থলে তিনিই একমাত্র চিকিৎসিকা। বাল্যকাল

হইতে বনলতা ও মূলাদির গুণাগুণ জানিতে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় বলে এ সম্বন্ধে আশাতিরিক্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্য-গুণ প্রভাবে রতনসিংহের ক্ষত সকল পরিষ্কৃত, রক্তস্রাব নিরুদ্ধ, এবং আনুষঙ্গিক উপসর্গ সমূহ বিদূরিত হইয়াছে। কিন্তু উপসর্গ বিদূরিত হইলে কি হয়? জীবনী শক্তি কে সঞ্চার করিতে পারে? বিজাতীয় দুর্ব্বলতা হেতু তাঁহার দেহ অবসন্ন। অন্তিম অবসাদ কালে যেরূপ অত্যল্প জ্বর উপস্থিত হয় তাহা তাঁহার হইয়াছে। সেরূপ জ্বরে যেরূপ প্রলাপ উপস্থিত হয় তাহাও হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় নাড়ীর যেরূপ দ্রুত ও অস্থির গতি হয় তাহাও দেখা যাইতেছে।

সন্ন্যাসিদ্বয় যত্নের ক্রটি করিতেছেন না। তাঁহারা উর্ম্মিলার পরামর্শ মত পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। রতনসিংহ প্রলাপ বকিতেছেন,—

"যমুনে!—আঃ হলদিঘাট—কুহকিনী—মরিলাম।"

অমরসিংহ স্বীয় বদন মুকুলিত-নেত্র রতনসিংহের সম্মুখস্থ করিয়া উচ্চস্বরে কহিলেন,—

"ভাই রতন, ভয় কি ভাই? এখনই তুমি আরোগ্য হইয়া উঠিবে।"

কিয়ৎকাল পরে রতনসিংহ আবার বলিয়া উঠিলেন,—

"মহারাণা! মিবার—আঃ যমুনা—যাই যে।"

পীড়িতের এই অবস্থা, এদিকে সন্ন্যাসিদ্বয়ের, বিশেষতঃ নবীন সন্ন্যাসীর অবস্থা বড় ভয়ানক। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে গিরি গুহার বাহিরে গমন করিলেন। গমন কালে বলিয়া গেলেন,—

"ওঃ, আগে কেন জানি নাই, আগে কেন বুঝি নাই? এখন বাঁচিয়া কি কাজ?"

তিনি বাহিরে গমন করিলে জ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন তাঁহার নবীন ভ্রাতা অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার আয়োজন করিতেছেন। অতি কষ্টে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ সন্ন্যাসী অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসীকে সেই বিষম কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন। তখন নবীন সন্ন্যাসী মূর্চ্ছিত হইয়া সেই গিরি-পৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন।

স্থির-বুদ্ধি ঊর্ম্মিলা সন্ন্যাসীদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত বাহিরে আসিলেন। তিনি নবীন সন্ন্যাসীর মূর্চ্ছিত অবস্থা দৃষ্টে তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার নবীন সহচর নিতান্ত কোমল-স্বভাব ও করুণার্দ্র-হৃদয়। বর্ত্তমান ব্যাপারের পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি এতাদৃশ কাতর হইয়াছেন। ঊর্ম্মিলা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তখন সে হৃদয়ের যে ভাব তাহা সান্ত্বনায় স্থৈর্য্য মানে না। ঊর্ম্মিলা তাঁহার এবম্বিধ ভাব দর্শনে এক একবার বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন। এক একবার সন্ন্যাসীর দেব-দুর্ল্লভ হৃদয় দেখিয়া তিনি তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা উপহার দিতে লাগিলেন। বহু যত্নে ও বহু প্রবোধে, বিশেষতঃ পীড়িতের শুশ্রূষার অভাব ঘটিলে নিশ্চয়ই তাঁহার জীবন সম্বন্ধে যে অত্যল্প ভরসা আছে তাহাও থাকিবে না, ইত্যাদি কারণ বুঝাইয়া তিনি তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া পুনরায় গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা প্রবেশ করিয়া শুনিতে পাইলেন রত্নসিংহ বলিতেছেন,—

"ওঃ! প্রেম—কি দায়? যমুনা—আঃ কোথায় তুমি?"

ঊর্ম্মিলা জিজ্ঞাসিলেন,—

"এখন কেমন?"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"সেইরূপই; বোধ হয় যেন কথাবার্ত্তা পূর্ব্বের অপেক্ষা একটু গ্রন্থিযুক্ত।"

ঊর্ম্মিলা পীড়িতের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। নবীন সন্ন্যাসী রতনসিংহের চরণ সমীপে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ মস্তক-সন্নিধানে উপবেশন করিলেন।

অমরসিংহ আবার বলিলেন,—

"কোন কথাই যমুনার নাম শূন্য নহে। যমুনাই এই সর্ব্বনাশের কারণ।"

ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

"এক্ষণে কোন উপায়ে যমুনাকে এস্থানে আনিতে পারিলে কুমারের অবস্থা হয়ত ভাল হইলেও হইতে পারিত।"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"যমুনা—পাপ যমুনা! সে অবিশ্বাসিনী, সে সর্ব্বনাশসাধিনী—সে এখানে আসিবে কেন? আসিলেই বা তাহাতে কি উপকার? তাহাকে দেখিলে ও চিনিতে পারিলে কুমারের ক্রোধোদয় ও ক্লেশাগম হেতু অবস্থা আরও মন্দ হইয়া যাইতে পারে।"

প্রবীণ সন্ন্যাসী বলিলেন,—

"যুবরাজ! কুমারী যমুনার সম্বন্ধে আপনার যেরূপ মনের ভাব, তাহা বোধ হয় অমূলক। আমার বিশ্বাস, দেবলবর-রাজ-তনয়া প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে তাহা জানেন না।"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"আমার বাক্যের প্রমাণ এই মুমূর্ষু শয্যায় শয়ান।"

নবীন সন্ন্যাসী বলিলেন,—

"যুবরাজ, আমি জ্ঞাত আছি যমুনার দেহ-মন-প্রাণ সমস্তই কুমার রতনসিংহের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। কুমারের যদি বিধাতা নিগ্রহে কোন অশুভ ঘটে, তাহা হইলে যমুনা তিলার্দ্ধও জীবিত থাকিবে না, ইহা আমার স্থির বিশ্বাস।"

অমরসিংহ প্রথমে প্রবীণ সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—

"দেব। আপনার মীমাংসা কোন কোন সময়ে ভ্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি।" দ্বিতীয় সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"আপনি বোধ হয় দেবল-বর-রাজ-তনয়া যমুনাকে জানেন না।"

নবীন সন্ন্যাসী বলিলেন,—

"যুবরাজ, আপনি কুমার রতনসিংহের মুখে যমুনার স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছেন। কুমারের ক্রুদ্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছিল। প্রকৃতই হতভাগিনী যমুনা উপস্থিত সর্ব্বনাশের কারণ। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছি, যমুনার অপরাধ তাহার জ্ঞানকৃত নহে এবং সে নিরপরাধিনী। আমি যাহা জানি তাহা বলি শুনুন যুবরাজ, তাহার পর যথাবিহিত বিচার করিবেন।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী দেবীবাক্য ও মহারাণীর দ্বার রক্ষিণীর বাক্য, কুমারের সহিত যমুনার সাক্ষাৎ, যমুনার উত্তর ও যমুনার সহচরীর উক্তি সমস্তই ব্যক্ত করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—

"আমি যাহা বলিলাম, তাহাই প্রকৃত বৃত্তান্ত। এক্ষণে আপনাদের অভিপ্রায় কি?"

কুমারী ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

"এ কথা সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। বোধ হয়, উভয় পক্ষই অমূলক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন।"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"হায়! এত কথা সময় থাকিতে আগে কেন হয় নাই। আজি রতন অচৈতন্য। এ সুখসংবাদ তাঁহার গোচর করিবার এক্ষণে কোনই উপায় নাই!"

ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

"যুবরাজ, একবার কুমারী যমুনা দেবীকে এ সময়ে এস্থানে আনিতে চেষ্টা করা সৎপরামর্শ। যদি কুমারের চৈতন্য হয়, তাহা হইলে কুমারীকে দেখিয়া ও এই সকল অজ্ঞাত রহস্য জানিয়া তাঁহার ত্বরিত আশাতিরিক্ত উপকার হইবে। আর যদি অদৃষ্টের বিডম্বনায় তাহা না ঘটে তাহা হইলেও এই মরণ সময়ে এই প্রকৃত প্রেমিক-যুগলের একবার মিলন সর্ব্বপ্রকারেই বাঞ্ছনীয়।"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"কুমারি! তোমার পরামর্শ অতি উত্তম। কিন্তু তাহা সাধিত হইবে কি প্রকারে? কোথায় দেবলবর, আর কোথায় হলদিঘাট। বিশেষতঃ পথ শত্রু সমাচ্ছন্ন।"

প্রবীণ সন্ন্যাসী বলিলেন,—

"যুবরাজের যদি ইচ্ছা ও আদেশ হয় তাহা হইলে, বোধ হয়, আমি সহজেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারি।"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"ভগবন্! বিলম্ব সহে না। যদি আপনি এই মহদুপ-

কার করিতে পারেন তাহা হইলে অচিরে তাহার উদ্যোগ করুন।"

অমরসিংহের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে নবীন-সন্ন্যাসী সজোরে স্বীয় বহ্বায়ত শ্মশ্রুরাজি ও জটাভার উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ভূপতিত হইয়া বলিলেন,—

"যুবরাজ, এই অভাগিনীই পাপীয়সী যমুনা।"

তাহার পর তিনি রতনসিংহের চরণদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"কিসের লজ্জা—কিসের সঙ্কোচ? আমার প্রাণের প্রাণ—হৃদয়ের হৃদয়, দাসী তোমার চরণাশ্রিতা। জীবনে বা মরণে এ বক্ষ তোমার চরণ তিলার্দ্ধের জন্যও ত্যাগ করিবে না। মৃত্যুর জন্য দাসীর ভয় নাই। মরণের পর এমন জীবন আছে, যেখানে জরা মরণের প্রবেশাধিকার নাই যেখানে সন্দেহের ক্ষমতা নাই।"

ঊর্ম্মিলা ও রতনসিংহ প্রথমে যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, পরে অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রতনসিংহ চীৎকার করিলেন,—

"যমুনা কোথায়? প্রেম কি ক্রীড়ার সামগ্রী?"

সঙ্গে সঙ্গে যমুনা রতনসিংহের বদন সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—

"হৃদয়েশ্বর, দাসী যে চরণে!"

রতনসিংহ একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। আবার তখনই সে চক্ষু নিমীলিত হইল। অমরসিংহ হাত দেখিয়া বলিলেন,—

"বিশেষ উন্নতি বুঝা যায় না। যেন নাড়ী একটু স্থির।"

কুমারী ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

"কুমার, যমুনাদেবী আসিয়াছেন।"

রতনসিংহ বলিয়া উঠিলেন,—

"স্বপ্ন—হাঁ—যমুনা—কে তুমি ?"

রতনসিংহ চক্ষু মেলিয়া যমুনার প্রতি চাহিলেন। যমুনা বলিলেন,—

"নাথ, আমি অপরাধিনী দাসী—আমি যমুনা।"

রতনসিংহ বলিলেন,—

"য—মু—না। হাঁ—ওঃ প্রতারণা—শঠতা—উঃ!"

রতনসিংহ পুনরায় চক্ষু মুদিত করিলেন। অপর সন্ন্যাসীও স্বীয় জটা ও শ্মশ্রু আদি উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। এই সন্ন্যাসী যমুনার সহচরী কুসুম। কুসুম বলিল,—

"হিতে বিপরীত হইল বা।"

ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

"শীঘ্রই শুভফল ফলিবে। কথাবার্ত্তায় যথেষ্ট জ্ঞানের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহা শুভ চিহ্ন।"

রতনসিংহ আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। চারিদিকে একবার নয়ন ফিরাইলেন। নয়ন ক্রমে গিয়া যমুনার নয়নের সহিত মিলিত হইল। তিনি বলিলেন,—

"আপনি কুমারী যমুনা!"

রতনসিংহ নীরব হইলেন। যমুনা বলিতে লাগিলেন,—

"হৃদয়সর্ব্বস্ব, আমি দাসী—চরণাশ্রিতা দাসী। দাসী না বুঝিয়া তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে। প্রাণেশ্বর, তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেও আমার অধিকার নাই।"

এই বলিয়া উন্মাদিনী যমুনা রতনসিংহের চরণে পড়িলেন। রতনসিংহ বলিলেন,—

"ভাই অমর, দেবলবর-রাজ-তনয়া—এখানে কেন? আমরা কোথায় আছি?"

অমরসিংহ তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। যেরূপ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া কুমারী যমুনা রতনসিংহের প্রেমে সন্দেহ করিয়াছিলেন এবং কুসুম তাঁহাকে অনুমিত শঠতার অনুরূপ শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে কুমারীর স্বতন্ত্র বিবাহ সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছিল, সমস্তই সংক্ষেপে ও সুকৌশলে অমরসিংহ রতনসিংহের গোচর করিলেন। দুর্ব্বল ও ক্ষীণ রতনসিংহের উত্থানশক্তি ছিল না। তাঁহার লোচন হইতে আনন্দাশ্রু বাহিরিল। সমস্ত বদনে আনন্দের জ্যোতিঃ প্রকটিত হইল। তিনি বলিলেন,—

"যমুনে! কোথায় তুমি?"

কাঁদিতে কাঁদিতে যমুনা কুমারের বদন সমীপস্থ হইলেন। হাসিতে হাসিতে অমরসিংহকে লক্ষ্য করিয়া কুমারী ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—

"দেখুন যুবরাজ, আমার পরামর্শ কেমন শুভফল উৎপাদন করিল!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গায়িকা।

কি রমণীয় স্থান! সম্মুখে চন্দ্র সরোবর অনন্ত বারিরাশির ন্যায় গগনের ছায়া বক্ষে ধারণ করিয়া হাসিতেছে। সরো-

বর প্রতিকূলে ধর্ম্মেতি দুর্গের উচ্চ চূড়া দেখা যাইতেছে। দুর্গ যেন জলের বক্ষ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বট, অশ্বত্থ ও তিন্তিড়ী বৃক্ষ সরোবরের চতুর্দ্দিকে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সরসীর কূল হইতে তিন দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ফল পুষ্প সুশোভিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ বৃক্ষ লতায় সমাচ্ছন্ন। তৎপরেই তিল তিল করিয়া ক্রমোচ্চ পাহাড় সরোবর ও তৎসন্নিহিত উদ্যানের প্রাচীর স্বরূপে সমুত্থিত হইয়া রহিয়াছে। সেই পাহাড় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী বৃক্ষমূল বিধৌত করিয়া কুল্‌কুল্ শব্দে আসিয়া সরসীর জলে মিশিতেছে। দুর্গের এক দিক দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী সেই সমাগত বারিরাশি লইয়া স্থানান্তর যাইতেছে। নবোদ্ভিন্ন সৌর-কররাশি এই মনোহর দৃশ্যোপরি নিপতিত হইয়া ইহাকে রমণীয়তার ভাণ্ডার করিয়া তুলিয়াছে।

এই জনশূন্য স্থানে সহসা এ কাহার কণ্ঠস্বর? এ মধুময় ঊষাকালে মধুময় সঙ্গীত-ধ্বনিতে কে এ বন-ভূমি নাচাইয়া তুলিল? এরূপ জনশূন্য স্থানে, অসময়ে রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি কিরূপে সম্ভব? গায়িকা কুমারী ঊর্ম্মিলা। তিনি দুর্গের বিপরীত দিকে একখণ্ড পাষাণে উপবেশন করিয়া গায়িতেছেন। তাঁহার উন্মুক্ত চিকুরদাম অব্যবস্থিত ভাবে সমস্ত পৃষ্ঠ আবরণ করিয়া পাষাণে পড়িয়া আছে। তাঁহার দেহে সৌন্দর্য্য-সাধক অলঙ্কার নাই—বসন মলিন। সুন্দরী সেই উপলখণ্ডে বসিয়া গায়িতেছেন,—

গীত।

"কেন উষে কেন আজ তুমি ভারত মাঝার।
পার না করিতে দূর যদি তমোরাশি তার।

কেন উষে মৃদু হাসি,
আস তবে উপহাসি,
তোমার মধুরালোক, কিন্তু তার ঘোর অন্ধকার।
দিবস যাতনা পরে,
দেখ ক্ষণকাল তরে,
ঘুমায় নিবারি আর্য্য অবারিত আঁখিধার।
তুমি তারে ব্যথা দিতে,
নব দুঃখে জাগাইতে,
কেন তবে—কেন তবে—কেন তবে আস আর।"

সঙ্গীত-ধ্বনিতে বন-ভূমি নিস্তব্ধ হইল। পক্ষিগণ ক্ষণেকের নিমিত্ত শব্দ করিতে ভুলিয়া গেল। এক ব্যক্তি অদূরে বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া এই কলধ্বনি শুনিতেছিলেন। সংগীত শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষে অশ্রুর আবির্ভাব হইল। তিনি বস্ত্রে নয়ন মার্জ্জনা করিয়া গীত-সমাপ্তির সমসময়েই সুন্দরীর সমীপস্থ হইলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"ঊর্ম্মিলে! যদি তোমার এই যন্ত্রণা বিদূরিত করিতে পারি তবেই জীবন সার্থক।"

কুমারী ঊর্ম্মিলা হতাশ ভাবে আগন্তুকের বদন প্রতি চাহিলেন।

পরে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"অমর! বিধাতার মনে কি এই ছিল?"

অমর কহিলেন,—

* আর্য্যগাথা। (ঈষৎ পরিবর্তিত) রাগিনী ভৈরবী,—তাল মধ্যমান।

"না দেবি! বিধাতার এ বাসনা নহে। স্বর্গের দেবতা আসিলেও প্রতাপসিংহ থাকিতে মিবারের ভাগ্য-পাদপ বিশুষ্ক করিতে পারিবে না। ঘটনাচক্রে মিবার এখন দুর্দ্দশাপন্ন কিন্তু কখনই মিবারের এ কুদিন রহিবে না।"

"তোমার কথা সিদ্ধ হউক। ভবানী তোমরা আশা ফলবতী করুন।"

উভয়ে ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে অমরসিংহ আবার কহিলেন,—

"কুমারি! তোমার এ বেশ কি পরিবর্ত্তিত হইবে না?"

দীর্ঘনিশ্বাস সহ কুমারী বলিলেন,—

"যদি কখন ভগবান দিন দেন তবেই এ বেশ পরিবর্ত্তন করিব, নচেৎ ইহা জীবনের সঙ্গী। পূজ্যপাদ প্রতাপসিংহের পবিত্র আত্মা মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতেছে, প্রাণাধিক প্রিয়তম অমরসিংহের—" বলিতে বলিতে কুমারী লজ্জাসহ অমরের বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন—তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল—তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"অমরসিংহের হৃদয়ে নিয়ত শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছে। চিরসমাদরণীয় মহারাণা-পরিবার প্রাণের ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া বেড়াইতেছেন, সুকুমারকায় রাজ-শিশুগণ অন্নাভাবে ব্যথিত হইতেছে, তখন আমার সুবেশ শোভা পায় না—ভালও লাগে না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যতদিন মিবারের সৌভাগ্য-সূর্য্য পুনঃ প্রকাশিত না হইবে, ততদিন এ কেশে বেণী বাঁধিব না। হলদিঘাট যুদ্ধের পর দুরন্ত যবন কমলমের অধিকার করিয়াছে। আমাদের দুর্দ্দশার চরমাবস্থার আরম্ভ হইয়াছে। এখন আমরা বনবাসী—আর আমাদের গ্রাম নাই, নগর নাই, দুর্গ নাই।

এখন আমরা দস্যু ও অপরাধীর ন্যায় বনে বনে লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া বেড়াইতেছি। হায়! অমর, আমাদের এ দারুণ দুর্দ্দশার বুঝি বা অবসান নাই।"

অমরসিংহ নীরবে মস্তক বিনত করিয়া সুন্দরীর কথা শুনিতেছিলেন। কথা সমাপ্ত হইলে বলিলেন,—

"হতাশ হইও না ঊর্ম্মিলে! মিবারের এ দিন কখনই থাকিবে না।"

ঊর্ম্মিলা জিজ্ঞাসিলেন,—

"অদ্য মুসলমানদিগের কি সংবাদ?"

"শুনিতেছি, তাহারা অদ্য দেবলবর অধিকার করিবে।"

"মহারাণা অদ্য কোথায়?"

"কল্য শেষ রাত্রে কয়েকজন ভীল তাঁহাকে লুকাইয়া নির্ব্বিঘ্নে ঘুঘার বনে রাখিয়া আসিয়াছে।"

"দেবলবর আক্রমণ করিবার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে?"

"হইয়াছে।"

"তিনি কোন নূতন আদেশ করেন নাই?"

"না—তাঁহার সেই আদেশ সর্ব্বদা বলবান। মিবারের সমস্ত গ্রামে, নগরে ও জনপদে একটীও মানব থাকিতে পাইবে না। সকলকে গুপ্ত ভাবে অরণ্যে বাস করিতে হইবে। মুসলমানেরা ধনজনশূন্য মিবার লইয়া যাহা ইচ্ছা করুক, তাহার কোন বিরুদ্ধাচরণে প্রয়োজন নাই। ইহাই মহারাণার ইচ্ছা এবং কার্য্যও তদনুযায়ী হইতেছে। সমস্ত মিবার অনুসন্ধান করিয়া কোথায় একটী রাজপুত-বালকও খুঁজিয়া পাইবে না। মিবার এক্ষণে শ্মশান-ভূমি।"

"কুমারী যমুনা এ কয়দিন কোথায়?"

"বৃদ্ধ দেবলবর-রাজ ও যমুনা বনে আছেন। তাঁহারা ভাল আছেন।"

তাঁহারা যৎকালে এবম্বিধ কথোপকথনে মগ্ন আছেন, সেই সময়ে দূর হইতে একটী শব্দ হইল। অমরসিংহ ও ঊর্ম্মিলা উৎকর্ণ হইয়া সেই দিকে চাহিলেন। পুনরায় সেই দিক হইতে সেইরূপ শব্দ হইল। অমরসিংহ তখন স্বীয় বদনে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া সেইরূপ শব্দ সমুৎপাদন করিলেন। অবিলম্বে পর্ব্বতশিখরে একজন সশস্ত্র ভীলের মূর্ত্তি দেখা গেল। অমরসিংহ তাহাকে নিকটস্থ হইতে সঙ্কেত করিলেন। ভীল নিকটস্থ হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল,—

"মহারাণা আপনাকে স্মরণ করিতেছেন।"

অমরসিংহ বলিলেন,—

"চল যাইতেছি।"

ভীল অগ্রসর হইল। অবিলম্বে কুমার ও কুমারী তাহার অনুসরণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সহিষ্ণুতার চরম সীমা।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রতাপসিংহের ভাগ্য-প্রবাহের স্রোত আর ফিরিল না। বিধাতার কি বিড়ম্বনা? সময়ের কি বিরুদ্ধ গতি? অবস্থার কি কল-

ভঙ্গুরতা? মহারাণা প্রতাপসিংহ সপরিবারে বনবাসী বসিবার আসন নাই, শয়নের শয্যা নাই, আহারের খাদ্য নাই, ভোজনের পাত্র নাই, সমুচিত পরিধেয় নাই। যে স্থানে অধুনা মহারাণা ও তাঁহার পরিবারবর্গ অধিষ্ঠিত তাহা ঘনারণ্যে সম্বেষ্টিত। তথায় গমনাগমনের পথ নাই। কিন্তু এক স্থানেই কি থাকিবার উপায় আছে? হয়ত মহারাণা ক্লেশ-সঞ্চিত সামান্য আহারে প্রবৃত্ত হইবেন এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন, অনতিদূরে মুসলমানেরা তাঁহার সন্ধান করিতেছে। অমনই আহার্য্য ত্যাগ করিতে হইল, শিশুগণ আহার ত্যাগ করিতে হইল বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রতাপ সেই ক্রন্দমান শিশুদিগকে বক্ষে লইয়া, প্রাণাধিক প্রণয়িনীর হস্ত ধারণ করিয়া সে বন ত্যাগ করিলেন। এইরূপে যার পর নাই কষ্ট সহ্য করিয়া প্রতাপসিংহ পরিবার সহ বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। এক স্থানে দুই বারের অধিক আহার প্রায়ই তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। অধিকাংশ দিন তিনি এবং তাঁহার মহিষী অনাহারেই দিনপাত করিয়াছেন। মহারাণার দুর্দ্দশার সীমা নাই। জগতে তাঁহার ন্যায় তেজস্বী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত অতি দুর্ল্লভ। এই সকল বিজাতীয় ক্লেশই তাঁহার নাম অনন্তকালের নিমিত্ত গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল যাতনা তাঁহার সহিষ্ণুতার প্রবল পরীক্ষা—তাঁহার অদমনীয়তার মহান্ স্বাক্ষী।

কুমারী ঊর্ম্মিলা ইদানীং নিয়ত রাজপরিবারের সঙ্গেই অবস্থান করিতেছেন। মহারাণা ও মহিষীর শরীর ও মনের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। এ সময় একজন পরিচারিকা তাঁহাদের সেবার্থ না থাকিলে তাঁহাদের শরীর রক্ষিত হওয়া অসম্ভব। ঊর্ম্মিলা

সেই কার্য্য সাধনার্থ সতত তাঁহাদের সঙ্গিনী। মহারাণা তাঁহার আশ্চর্য্য ব্যবহারে, অসাধারণ যত্নে, অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগে নিরতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিতেন। তাঁহার সহিত অমরসিংহের বিবাহ হইবে ইহা স্থির হইয়াছে। এ অবস্থায় কেহ পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে পাইবে না, ইহাই প্রতাপসিংহের আদেশ। প্রতাপসিংহ স্বয়ং স্বকৃত নিয়ম ভঙ্গ করিবার লোক ছিলেন না। সেই জন্যই এই পরম স্পৃহণীয় বিবাহ ঘটনা ঘটিতে পায় নাই। আত্মীয়গণ সকলেই ঊর্ম্মিলাকে রাজ-বধূ বলিয়াই জানিত এবং তদনুরূপ সম্মান করিত।

শৈলম্বর-রাজ ও রাণী পুষ্পবতী, দেবলরাজ ও কুমারী যমুনা, সকলেই গহনারণ্য বিশেষ ক্লেশে সময়পাত করিতেছেন। কুমার অমরসিংহ ও রতনসিংহ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া সকলের সন্ধান লইতেছেন ও একের সংবাদ অপরকে জানাইতেছেন। আর ভীলগণ—এই বন্য, অশিক্ষিত অসভ্যজাতি এই তেজোগর্ব্বিত রাজপুতগণকে আপনাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব জ্ঞানে তাঁহাদের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে!

বেলা দ্বিপ্রহর। মহারাণা এক বৃক্ষমূলে বসিয়া চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন। অদূরে বৃক্ষদ্বয়-মূলে মহিষী, সন্তানগণ ও ঊর্ম্মিলা বসিয়া আছেন। মহারাণা, মহিষী ও ঊর্ম্মিলা দুই দিবস কিছুই আহার করেন নাই। প্রতাপসিংহ ঘোর চিন্তায় ব্যথিত। তিনি চিন্তা করিতেছেন, 'কি হইবে? এরূপ করিয়া আর কত দিন কাটাইতে হইবে? মিবারের চিরবিরাজিত গৌরব লক্ষ্মী আর রহিলেন না। তবে এ জীবনে কাজ কি? হায়! অন্তিম সময়ে মিবারের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যাইতে

হইল, ইহার কিছুই করিতে পারিলাম না! এ ভূতময় দেহ ধরিয়া, এই উন্নত রাজপদ লাভ করিয়া স্বজাতির স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে পারিলাম না। বৃথা এ জীবন! বৃথা এ দেহ! মিবারের স্বাধীনতা বিলুপ্ত, মিবারবাসী এখন বন-বাসী, মিবার এখন শ্মশানভূমি। মিবারের এ দশা দেখিলাম তথাপি কিছুই করিলাম না। ধিক্ আমায়! বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ যবন অতঃপর মিবারের মস্তকে পদাঘাত করিবে, মিবারের দেব দেবী বিধর্ম্মীর উপহাস-স্থল হইবে, মিবারের রাজলক্ষ্মী ম্লেচ্ছের অঙ্কশায়িনী হইবে—এ সকলই জানিতেছি অথচ ইহার কিছুই প্রতিবিধান করিলাম না! ভগবন্! এ নারকীর নিমিত্ত নূতন নরক সৃষ্টি কর। মিবারের রাজবংশ আর থাকিবে না, বাপ্পা রাওলের বংশ যবনের দাস হইবে, মিবারের রাজপরিবার অন্নদৈন্যে ব্যথিত থাকিবে, মিবারের কুলকামিনীরা সতীত্ব-রত্ন হারাইবে, মিবারের ধর্ম্ম নীতি, সমাজবন্ধন প্রতিপদে যবন কর্ত্তৃক বিদলিত হইবে। ভগবান, এই সমস্ত দেখিবার জন্যই কি হতভাগা প্রতাপ-সিংহের জন্ম হইয়াছিল? না—তাহা হইবে না। প্রতাপ-সিংহ মিবারের এ দুর্দ্দশা অপনোদন না করিয়া কদাচ মরিবে না। প্রতাপসিংহের জীবন এত সারশূন্য, অপদার্থ হইতে পারে না। প্রতাপসিংহের দ্বারা মিবারের কোন না কোন কার্য্য হইবেই হইবে। আকবর বার বার অনুরোধ করিতেছে, আমি মুখে যদি একবার মাত্র যবনের অধীনতা স্বীকার করি, তাহা হইলেই আমার সমস্ত ক্লেশের অবসান হইবে, যবন মিবার ত্যাগ করিয়া যাইবে এবং মিবারবাসী পুনরায় ভাগ্যবান হইবে। কর দিতে হইবে না—অধীন থাকিতে হইবে না;

কেবল মুখে অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে মাত্র। না—না। জীবন থাকিতে সামান্য ক্লেশের জন্য, শারীরিক সুখের লোভে প্রতাপসিংহ কখনই যবনের দাসত্ব স্বীকার করিবে না। কিসের ক্লেশ? কিসের যাতনা? বাহুবলে যদি পারি স্বাধীনতা অর্জ্জন করিব; যদি না পারি তুর্যাসলে প্রাণ পরিত্যাগ করিব।' প্রতাপসিংহ যখন এবম্বিধ চিন্তায় চিন্তিত সেই সময়ে বাল-কণ্ঠ-নিঃসৃত এক মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ তাঁহার চিন্তা-গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দিল। তিনি চমকিত হইয়া পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন, তাঁহার চম্পকদাম-সদৃশ পঞ্চম বর্ষীয়া নবনীতবিনিন্দিত কোমলাঙ্গী কন্যা ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। প্রতাপসিংহ কোমলস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—

"মা হৈমন্ত! কি হয়েছে মা?"

হেমন্তকুমারী পিতার এবম্বিধ প্রশ্নে অধিকতর কাতরতার সহিত কাঁদিতে লাগিল। মহারাণী তখন হেমন্তের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে সস্নেহে ক্রোড়ে তুলিয়া বদন চুম্বন করিলেন এবং নয়নজল বস্ত্রাগ্রে মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"কেন মা! এত কাঁদিতেছ কেন?"

তখন হেমন্ত আবার কাঁদিতে কাঁদিতে রোদনজনিত শোচনীয় অথচ সুমিষ্ট গদ্গদ স্বরে বলিল,—

"বাবা-ইঁদুরে"—হেমন্ত আর বলিতে পারিল না। অত্যন্ত রোদন জন্য কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

প্রতাপসিংহ আবার বলিলেন,—

"বল মা, ইঁদুরে তোমার কি করিয়াছে?"

রাণা পুনরায় কুমারীর নেত্র মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। হেমন্ত আবার কহিল,—

"ইঁদুরে আমার ঘাসের রুটি লইয়াছে।"

প্রতাপসিংহ বলিলেন,—

"সে কি কথা মা ?"

হিমু আবার বলিল,—

"আমি ও বেলা কি খাইব বাবা ? কালি একবেলা কিছু খাই নাই। আজও কিছু পাইব না ভাবিয়া আমি আমার ভাগের রুটি অর্দ্ধেক খাইয়া আর অর্দ্ধেক তুলিয়া রাখিয়াছিলাম। বাবা, বাবা, ইঁদুরে আমার সে রুটি টুকু লইয়া গিয়াছে। বাবা, ইঁদুর মারিয়া আমার রুটি আনিয়া দেও।"

হিমু কথা সাঙ্গ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রতাপসিংহ মর্ম্মান্তিকস্বরে "হা ভগবান" বলিয়া হেমন্তকুমারীর দিক হইতে মুখ ফিরাইলেন। ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তিনি পুনরায় পূর্ব্ব বৃক্ষ-মূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহার নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ, লোচন-তারা ঊর্দ্ধোত্থিত, মুখমণ্ডল বিশুষ্ক। ক্ষণেকের মধ্যে তাঁহার মূর্ত্তি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতাপসিংহ যখন বৃক্ষমূলে আসিয়াছেন, তখন মন্ত্রী ভবানী-সহায় সেই স্থলে উপস্থিত। যৎকালে প্রতাপ হেমন্তের রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিতেছিলেন সেই সময় মন্ত্রিবর তথায় আসিয়াছিলেন। প্রতাপসিংহ তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিলেন না। তিনি দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া কহিলেন,—

"আর কাজ নাই—না, আর কাজ নাই। এ গৌরবে প্রয়োজন ? কাহার জন্য এ দারুণ ক্লেশ ভোগ করিতেছি ? মিবারের জন্য, স্বজাতির জন্য ? মিবার রসাতলে যাউক, স্বজাতি ধ্বংস হউক আমার তাহায় কি ? অদ্যই আমি বাদশাহকে পত্র লিখিব, অদ্যই আমি তাঁহার নিকট হইতে

স্বাধীনতা ভিক্ষা করিব, সত্বরে আমি নির্ব্বিঘ্ন হইব। এ ঘোর যাতনা আর সহে না। বাদশাহের অধীনতায় দোষ কি? দোষ যদি থাকে তাহাতে হাত নাই। সমস্ত রাজপুত জাতি যদি সেই দোষে ডুবিয়া থাকে, তবে আমি কেন না ডুবি। তাহারা সুখে আছে, স্বচ্ছন্দে আছে! আর আমার গর্ব্বের এই পরিণাম! বিধাতঃ! এই তোমার মনে ছিল! চিরস্পর্দ্ধী রাণা-বংশ আজ কলঙ্ক-হ্রদে ডুবিল। সকলই বিধাতার ইচ্ছা। মান, অপমান, যশ, অযশ, স্বেচ্ছায় অর্জ্জন করা যায় না। বিধাতা আমার মান রাখিলেন না। বিধাতার ইচ্ছার বিরোধে বৃথা প্রতিবাদ করিয়া কি হইবে? অদ্যই বাদশাহকে পত্র লিখিব। সমস্ত সংসার আজি আমার বিরোধী হউক, আমি কাহারও কথা শুনিব না। রাজ্যে প্রয়োজন, ধন সম্পত্তি কি জন্য, গৌরব কেন? স্বাধীনতায় আবশ্যক? মিবারবাসী আমায় না চাহে তাহারা স্বতন্ত্র দেশপতি স্থির করিয়া লউক। এ হতভাগা তাহাদের অধীশ্বর হইতে চাহে না। আমি সামান্য পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিব। মিবার ছাড়িয়া দেশ দেশান্তরে যাইব, আপনাকে মিবারবাসী বলিয়া কুত্রাপি পরিচিত করিব না। সকলই এ কষ্টের অপেক্ষা সহনীয়।”

মহারাণার কথা সমাপ্তি মাত্র মন্ত্রী সম্মুখীন হইয়া যথাবিহিত অভিবাদন সহকারে কহিলেন,—

“মহারাণার”

প্রতাপসিংহ তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—

“মন্ত্রি—না—ভবানি—আর আমি তোমাদের মহারাণা নহি। সে গৌরবে আর আমার কাজ নাই। তুমি সমস্ত মিবারবাসীকে আমার হইয়া বলিও যে, প্রতাপসিংহ অযোগ্য,

অক্ষম, ঘৃণিত, অধম। সে আপনি আপনা হইতে এ উচ্চ সম্মান ত্যাগ করিয়াছে। তাঁহারা অন্য কাহাকেও আপনাদের অধীশ্বর মনোনীত করুন।"

মন্ত্রী অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার লোচন-নিঃসৃত দুই বিন্দু জল ভূমিতল আর্দ্র করিল। প্রতাপসিংহ আবার কহিলেন,—

"ভবানি! জন্মের মত আমায় বিদায় দাও। আমার মায়া ত্যাগ কর। আমি অধম—তোমাদের প্রভু হইবার অযোগ্য।"

ভবানী কাঁদিতে কাঁদিতে মহারাণার পদযুগল ধারণ করিলেন। প্রতাপ মন্ত্রীকে উঠাইয়া কহিলেন,—

"ভবানি! আর কেন? এ দুরাশা আমি ত্যাগ করিয়াছি। জয় পরাজয় দূরের কথা। আমি এ কষ্ট আর সহিতে অক্ষম। আমি রাজপদের অযোগ্য। ভাই! আমায় ক্ষমা কর। মিবারবাসিগণকে আমায় ক্ষমা করিতে বলিও। আপাততঃ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মসী, কাগজ ও লেখনী আনিয়া দেও।"

মন্ত্রী জানিতেন, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে সমুদিত হইলেও মহারাণা প্রতাপসিংহ স্বীয় সংকল্প ত্যাগ করেন না। সেই মহারাণা যখন অদ্য এতাদৃশ কল্পনাকে মনে স্থান দিয়াছেন, তখন যুক্তি বা প্রবোধ দ্বারা তাহাকে বিদুরিত করিতে চেষ্টা করা বৃথা। সুতরাং কিঙ্কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মহারাণার সম্মুখে জানু পাতিয়া করজোড়ে উপবিষ্ট রহিলেন। মহারাণা পুনরপি কহিলেন,—

"ভবানি! আমার সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়াইয়া ক্লেশ অধিক দূর উঠিয়াছে। গৌরব বা কীর্ত্তির আশায় হৃদয় আর বদ্ধ

হয় না। চিরকাল যাহার অশেষ উপকার করিয়াছ, লিখিবার সামগ্রী আনয়ন করিয়া তাহার এই শেষ উপকার কর। অতঃপর তোমাদের নিকট আমার আর উপকার প্রার্থনায় অধিকার থাকিবে না।"

মন্ত্রী বিনা বাক্যব্যয়ে প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে লেখ্য সামগ্রী লইয়া তথায় পুনরাগমন করিলেন। প্রতাপসিংহ লিখিতে বসিলেন। লেখনী ধারণ করিয়া পত্র লিখিবেন, এমন সময়ে দুই বিন্দু অশ্রু পত্রের উপর পতিত হইল। তিনি নেত্রমার্জ্জন করিয়া পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দূর লিখিত হওয়ার পর তিনি মন্ত্রীকে কহিলেন,—

"আর একটী উপকার। একজন ভীল যোদ্ধাকে ডাকিয়া আন।"

মন্ত্রী প্রস্থান করিলেন। প্রতাপসিংহের লিপি সম্পূর্ণ হইল। মন্ত্রী সহ একজন সবল ভীল সম্মুখীন হইয়া অতীব সম্মান সহ দূর হইতে মহারাণার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিল। মহারাণা তাহার নিকটস্থ হইয়া কহিলেন,—

"শুন বীরবর! তোমরা অনেক সময়ে অনেক উপকারে আমাকে উপকৃত করিয়াছ। সম্প্রতি আমার আর এক উপকার করিতে হইবে। এই পত্র খানি বাদশাহ আকবরের হস্তে দিতে হইবে। তিনি এক্ষণে আগ্রা নগরে আছেন। তুমি ইহা আর কাহাকেও দিবে না, আর কাহাকেও এ কথা জানাইবে না। ইহার উপরে যাহা লিখিত আছে তাহা বলিলে পথে কেহই তোমার গতি রোধ করিবে না।"

যোদ্ধা এতাদৃশ বিনয় সহ রাজাজ্ঞা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। পরে কৃতার্থের ন্যায় ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়া

মস্তকে পত্রী স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিল। যতদূর দেখা যায়, মহারাণা পরহস্তগত অমূল্য সম্পত্তির ন্যায় তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। দূত অদৃশ্য হইলেন তিনি বলিলেন,—

"মিবার! আজ তোমার আশা ফুরাইল, রাজবারা! তোমার গৌরবের এই শেষ। উদয়পুর! অদ্য তোমার মহিমা বিগত হইল। মিবারবাসি! অদ্য তোমরা চিরগৌরব হারাইলে। প্রতাপসিংহ! অদ্য তোমার মৃত্যু হইল।" বলিতে বলিতে তাঁহার ললাটদেশে স্বেদবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। পদদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল। শরীর বলশূন্য হইল। অবশেষে চেতনাশূন্য হইয়া মিবারেশ্বর মহারাণা প্রতাপসিংহ সেই গৈরিক পাষাণস্তরে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার পরিবারগণ নিকটস্থ হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। বালক বালিকা আকুল স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। মন্ত্রী কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া পাগলের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রমে মহারাণার চৈতন্যের লক্ষণ দৃষ্ট হইল। কুমারী উর্ম্মিলা তখন দাঁড়াইয়া কহিলেন,—

"রাজপুত-ভরসা! গাত্রোত্থান করুন। আপনি থাকিতে মিবারের দুর্দ্দশা হইতে পারে না। মিবারের এ দুর্দ্দিন রহিবে না।"

প্রতাপসিংহ চেতনাকালে উর্ম্মিলার শেষ কথা শুনিতে পাইলেন। ব্যস্ততা সহ কহিলেন,—

"কাহার এ দৈববাণী? বৎসে! তোমার কথা সফল হউক।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রতিঘাত।

যে প্রকাণ্ড মরুভূমি রাজপুতানার বক্ষ ব্যাপিয়া আছে, তাহারই প্রান্তভাগে এক গহন কানন-মধ্যে বহুসংখ্যক মানব উপবিষ্ট। স্বয়ং মহারাণা প্রতাপসিংহ, অমরসিংহ, শৈল-ম্বর-রাজ, দেবলবর-রাজ, মন্ত্রী ভবানী, এবং সহস্র রাজপুত সৈন্য সপরিবারে সেই গহন কানন-মধ্যে বসিয়া আছেন। মহারাণা বাদশাহকে পত্র প্রেরণ করার পর স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠ-গণকে আহ্বান করেন। সকলেই কাঁদিতে কাঁদিতে মহা-রাণার চরণ ধরিয়া এই দৃঢ় সংকল্প হইতে বিরত হইতে বলেন। সর্ব্বসাধারণের মতানুসারে স্থির হয় যে, যবনের দাস হওয়া অপেক্ষা স্বদেশের মায়া ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাওয়া ভাল। মরুভূমি পার হইয়া সিন্ধুনদের সমীপে কোন স্থানে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করা রাজপুতগণের দৃঢ় অভি-প্রায় হইল। সেই জন্য তেজস্বী মিবারবাসিগণ অন্ত দেশ ত্যাগ করিয়া এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। কেহ কাহাকেও অনুরোধ করে নাই, কেহ কাহাকেও বলে নাই। যিনি আসিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তিনিই আসিয়াছেন।

বাদশাহ আকবর প্রতাপসিংহের অধীনতা-সূচক পত্র পাইয়া যার পর নাই আনন্দে মগ্ন, কিন্তু সে হৃদয়-স্তম্ভ ভগ্ন হইতে পারে, তথাপি কদাচ নমিত হইবার নহে। তাঁহার আশা অপূর্ণ রহিল। শুনি যে বাপপা রাওলের বংশধরকে পদানত করিয়া

কলঙ্ক-সিন্ধুনীরে নিমগ্ন করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না। তেজস্বী রাজপুত বীরগণ অধীনতা অপেক্ষা দেশত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন। প্রতাপসিংহ তাঁহাদের অধিনায়ক। অদ্য এই গৌরব-স্ফীত রাজপুতগণ এই গহন কাননে বসিয়া আছেন। আর একপদ অগ্রসর হইলে মিবার চিরদিনের মত পশ্চাতে রহিবে। আর একপদ অগ্রসর হইলে মিবারের সহিত চিরকালের মত সম্বন্ধ ঘুচিবে। আর একপদ অগ্রসর হইলে জন্মভূমিতে তাঁহাদের আর কোনই স্বত্ব থাকিবে না। তাই রাজপুত বীরগণ জন্মভূমির চরণে শেষ স্নেহাশ্রু উপহার দিবার নিমিত্ত সীমান্ত প্রদেশে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। সেই গহন কানন মধ্যে, ভূমিতলে মহারাণা উপবিষ্ট; চতুর্দ্দিকে পর্য্যায়ক্রমে যথানিয়মে অন্যান্য রাজপুতগণ উপবিষ্ট। যে যেখানে উপবেশন করা উচিত, মহারাণার প্রতি যাহার যাদৃশ সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, অদ্য এতাদৃশ ভয়ঙ্কর অবস্থাতেও তাহার বিন্দুমাত্র শিথিলতা নাই।

প্রথমেই মহারাণা কহিলেন,—

"শুন রাজপুতগণ! অদ্য হইতে আমরা জীবনের যে গতি অবলম্বন করিতেছি, বলা বাহুল্য, তদপেক্ষা ক্লেশকর ব্যাপার মনুষ্যজন্মে আর কিছুই হইতে পারে না। ক্লেশ হউক, কিন্তু আমি তোমাদের একটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। আমাদের এই জীবিকা আমাদের নামে সমধিক গৌরব ভিন্ন অপযশ সংযুক্ত করিবে না। ইহা আমাদিগকে একপক্ষে যেমন যার পর নাই যাতনা দিবে তেমনি অপর পক্ষে, আমাদের অতুলনীয় আনন্দ উৎপাদন করিবে। অতএব সুহৃদ্গণ! তোমরা স্মরণ রাখিও যে, আমাদের এই কঠিন প্রতিজ্ঞা—সুদৃঢ় পণ

যেন চিরদিনের মত সমান থাকে। (আমাদের হৃদয়গত একতা যেন কস্মিন্ কালেও বিন্দুমাত্র শিথিলতা প্রাপ্ত না হয়।) সেই জন্য আমি এখনও বলিতেছি, যাঁহাদের হৃদয় এখনও এই দারুণ ঘটনার নিমিত্ত প্রস্তুত হয় নাই, যাঁহারা এখনও মিবারের মায়া ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা এখনই আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করুন বা এতদপেক্ষা অন্য কোন সৎযুক্তি থাকে তাহার প্রস্তাব করুন।"

সেই সহস্রাধিক রাজপুত এক কালে উচ্চস্বরে

"না, না আমরা মরিব সেও ভাল, তথাপি মহারাণার সঙ্গ ছাড়িব না।"

বলিয়া ঘোর শব্দ করিয়া উঠিল। কেবল এক ব্যক্তি এ শব্দে যোগ দিলেন না। তাঁহার চিত্ত বিষয়ান্তরে বিনিবিষ্ট ছিল। সে ব্যক্তি দারুণ চিন্তায় আকুল ছিলেন। তিনি মন্ত্রী ভবানী। রাজপুতগণকৃত চীৎকার ধ্বনি অরণ্যস্থল কম্পিত করিয়া, গিরিকন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়া, মরুস্থলীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইল। অবিলম্বে সে স্থান নিস্তব্ধ হইল। পুনরায় সহস্র মানব-সমাকীর্ণ বনভূমি জনশূন্য স্থানের ন্যায় "নিশ্চলম্ নির্ব্বিকম্পম্" হইয়া উঠিল। সহস্র রাজপুত অবনত মস্তকে বসিয়া আছে, তাহাদের নেত্র দিয়া অগ্নিবৎ জ্যোতিঃ বাহিরিতেছে, হৃদয়ে তদধিক গুরুতর তড়িৎলহরী ক্রীড়া করিতেছে। সকলেই নিস্তব্ধ—পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় স্থির, নিশ্চল। সহসা এই শান্তি ভঙ্গ করিয়া, মন্ত্রী ভবানী রোরুদ্যমান হইয়া মহারাণার চরণারবিন্দে পতিত হইলেন এবং কহিলেন,—

"রাজন্! দাসের এক প্রস্তাব আছে। আপনারা সকলে

অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। দাস এতদিন যে প্রস্তাব করে নাই, তাহার এ গুরুতর দোষ ক্ষমা করিতে হইবে।”

মহারাণা কহিলেন,—

মন্ত্রী ভবানি। তোমার যেরূপ কেন দোষ হউক না, তাহা সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়।” এই বলিয়া মহারাণা মন্ত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া বসাইলেন। তখন ভবানী কহিলেন,—

“শুনুন মহারাণা, শুনুন রাজপুতগণ। এই অভাগা বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। জীবনে কখন প্রয়োজন হয় নাই, সুতরাং তাহার ব্যয়ও হয় নাই। সেই ধন সম্পত্তি ব্যয় করিলে বিংশতি সহস্র মানব দ্বাদশবর্ষ কাল সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে। সে ধনে আমার কোনই অধিকার নাই। প্রজার ধন, জন, জীবন সকলই রাজার। রাজা প্রয়োজন হইলে তাহা অবাধে গ্রহণ করিতে পারেন। আমার এই অতুল সম্পত্তি আমি অকাতরে রাজচরণে দেশের হিতার্থে ভবানীর নাম স্মরণ করিয়া প্রদান করিলাম, তাহাতে আমার আর কোন অধিকার রহিল না। চিতোরে আমার ভগ্নাবশেষ ভবনের নিম্নে ভূগর্ভে সেই ধন সঞ্চিত আছে।”

রাজপুতগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—

“মন্ত্রিবর, আপনারই জীবন সার্থক। আপনি রাজপুত জাতির গৌরব। আপনার এ কীর্ত্তির তুলনা নাই। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ততদিন আপনার কীর্ত্তি ধরণীধাম হইতে বিলুপ্ত হইবে না।”

মন্ত্রী পুনরপি কহিলেন,—

“শুনুন রাজপুতগণ! এই সম্পত্তি লইয়া পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করত আমি অবিলম্বে একে একে মিবারের মুসলমানা-

ধিকৃত দুর্গ সকল আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিই। মানব-নিয়তির যতদূর অধঃপতন হইতে পারে, আমাদের তাহা হইয়াছে। আর অধঃপতন হয় না। এক্ষণে পুনরায় উন্নতির সময়। এ সময়ে আমাদের জয় নিশ্চিত।"

সেই সহস্র রাজপুত পুনরায় কহিল,—

"নিশ্চয়! নিশ্চয়। নিশ্চয়।"

যখন রাজপুতগণ এবম্বিধ নবোৎসাহ-সাগরে নিমগ্ন সেই সময় একজন মুসলমান সৈনিক সহসা সেই স্থানে প্রবেশ করিল। সকলেরই দৃষ্টি তৎপ্রতি ধাবিত হইল। মুসলমান সৈনিক প্রবেশানুর যথাবিহিত সম্মান সহকারে কহিল,—

"বীরগণ! আমাকে দেখিয়া কোন বিরুদ্ধ ভাব মনে করিবেন না। আমি বিকানীরের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি অধুনা বাদশাহ-সভাস্থ রাজকবি পৃথ্বীরাজ বাহাদুরের দূত মাত্র।" এই বলিয়া সৈনিক পরিচ্ছদ মধ্য হইতে একখণ্ড পত্র বাহির করিয়া মন্ত্রীর হস্তে দিল। মন্ত্রী তাহা মহারাণার হস্তে প্রদান করিলেন। মহারাণা পত্রোন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন,—

"রাজন্,—

হিন্দুর ভরসা যত হিন্দু তাহা জানে।
তথাপি প্রতাপসিংহ নাহি তাহা মানে॥
প্রতাপ নহিত যদি সকল রাজনে।
আকবর রেখে দিত সমান ওজনে॥
বীর্য্য শূন্য হইয়াছে নরেশ সকল।
সতীত্ব সম্পত্তি শূন্যা রমণীর দল॥

ক্রেতা আকবর রাজপুত পণ্যশালে।
উদয়-অপত্য * ছাড়া কিনেছে সকলে॥
কোন্ রাজপুত বল নরোজার দিন।
স্বেচ্ছায় গৌরব যত হইবে বিহীন॥
কিন্তু হায়! কতজন ত্যজেছে সম্মান।
চিতোরের সেই ভাগ্য হবে কি বিধান॥
হারায়েছে ধন জন পত্তু * নৃপবর।
গৌরব পরম ধন আছে নিরন্তর॥
নিরাশ পবনে হায় অনেক রাজনে।
উড়াইয়া আনিয়াছে এই নিকেতনে॥
স্বচক্ষে দেখিছে তারা স্বীয় অপমান।
কলঙ্ক হামির বংশে পায় নাই স্থান॥
জিজ্ঞাসে জগৎ-বাসী বিস্মিত অন্তরে।
কোথায় প্রতাপ থাকে প্রতাপের তরে॥
ক্ষত্রিয়ের তরবার মানব-হৃদয়।
এই বলে বলীয়ান উদয়-তনয়॥
হৃদয়ের তেজ আর তরবার-বলে।
সগৌরবে নরবর আসিতেছ চলে॥
অবশ্যই হেন দিন ত্বরায় আসিবে।
যেই দিন আকবর এ দেহ ত্যজিবে॥
সেই দিন রাজপুত প্রতাপ-চরণে।
আসিবে নমিতে সবে প্রফুল্লিত মনে॥

---

* প্রতাপসিংহ।

বসাইতে পাপদেশে পবিত্র মানবে।
সবিনয়ে জাতীয়েরা তোমাকেই কবে॥
সকলেই তব প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে।
চেয়ে আছে মহারাণা রক্ষাকর্ত্তা জ্ঞানে॥
জানে তারা তোমা হতে হইবে নশ্চিয়।
পবিত্রতা পুণ্য ভূমে পুনশ্চ উদয়॥

অভাগা পৃথ্বীরাজ।

পত্র পাঠান্তে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার লোচন-যুগল রক্তবর্ণ হইল। মন্ত্রী তাঁহার এবম্বিধ ভাব দর্শনে সভয়ে জিজ্ঞাসিলেন,—

"কি ব্যাপার ?"

প্রতাপসিংহ তখন উচ্চৈঃস্বরে সেই পত্র সর্ব্ব সমক্ষে পাঠ করিলেন।

মুসলমান সৈনিক কহিল,—

"আমার প্রতি কি আজ্ঞা ?"

মহারাণা কহিলেন,—

"তুমি যাইতে পার। পত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই। পৃথ্বীরাজ বাহাদুরকে আমার সম্মান জানাইয়া কহিবে, তাঁহার বাসনানুযায়ী কার্য্যই হইবে।"

দূত সম্মান জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিল। তৎক্ষণাৎ এক জন ভীল যোদ্ধা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মহারাণার সমক্ষে উপস্থিত হইল। মহারাণা জিজ্ঞাসিলেন,—

"তোমার কি সংবাদ ?"

সে প্রণাম করিয়া করযোড়ে কহিল,—

"ভয়ানক বিপদ! স্বর্গীয় জয়মলসিংহের পুত্র রতনসিংহ ও দেবলবর-রাজ-কুমারী যমুনা দেবী সাহবাজ খাঁ কর্ত্তৃক দিউয়র দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়াছেন।"

দেবলবর-রাজ কাঁদিয়া উঠিলেন। অমরসিংহ অসিমূলে হস্তার্পণ করিলেন। প্রতাপসিংহ মস্তকের কেশ উৎপাটন করিবার চেষ্টা করিলেন, রাজপুতগণ অসি হস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল। তখন প্রতাপ কহিলেন,—

"যোদ্ধৃগণ! তোমরা সকলেই অবগত আছ, কুমার রতনসিংহ ও কুমারী যমুনা তোমাদের ও তোমাদের পরিবারগণের প্রতিভূ হইয়া পঞ্চজন ভীল যোদ্ধা সঙ্গে চিতোরেশ্বরীর চরণে শেষ পূজা দিতে গিয়াছেন। তাঁহাদের এই বিপদ। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য?"

যোদ্ধৃগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—

"যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ।"

অনতিবিলম্বে রাজপুতগণ বহ্নি-লোলুপ পতঙ্গের ন্যায় যবন বিরোধে যাত্রা করিলেন। পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণার্থ সেই কাননে দুই শত যোদ্ধা রহিল। তখন পরিণাম চিন্তার সময় নয়। উপস্থিত ভাবনা সে সময় মনে স্থান পায় না। প্রতাপসিংহ সেই স্বল্প-সংখ্যক সৈন্য সহ পুনরায় রণ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

উৎসাহের সফলতা।

বেলা দ্বিপ্রহর কালে দিউয়র দুর্গাভ্যন্তরে এক বিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠ মধ্যে সাহবাজ খাঁ ও পারিষদবর্গ উপবিষ্ট। এক জন

দূত প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, এক ক্ষত্রিয় যুবক ও যুবতী ধৃত হইয়াছে। হুজুরের আদেশ পাইলে তাহার বিহিত বিধান করা যায়।"

সাহবাজ খাঁ কহিলেন,—

"তাহাদের এই স্থানে লইয়া আইস। তাহাদের নিকট হইতে প্রতাপসিংহের সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।"

দূত সম্মান সহ প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল এবং অনতি বিলম্বে প্রহরি-পরিবৃত রতনসিংহ ও যমুনা দেবীকে সভাকুটিরে উপস্থিত করিল। লজ্জায় যমুনার মুখ ম্লান, বর্ণ পাণ্ডু, গতি মন্থর, মস্তক অবনত। ক্রোধে রতনের বদন আরক্ত, লোচন প্রদীপ্ত, গতি সজোর, বক্ষ উচ্চ, মস্তক উচ্চ। ব্রীড়াবনত মুখী যমুনা ধীরে ধীরে অবনত মস্তকে প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। সাহবাজ খাঁ ও তাঁহার সহচরগণ কুমারীর নিরুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া সতৃষ্ণ নয়নে কুমারীর বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রতনসিংহ তাহা দেখিয়া বজ্র-গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—

"যবন! আমাদের কি নিমিত্ত এখানে আনিয়াছ?"

সাহবাজ খাঁ রতনসিংহের কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার লোচন দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। সাহবাজ খাঁ ভাবিল, যে জাতির মধ্যে এতাদৃশ যুবাপুরুষের অসদ্ভাব নাই সে জাতি অদম্য। ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"বীর! তুমি কি সুখের আশা কর না?"

রতনসিংহ কোমলস্বরে কহিলেন,—

"মনুষ্যের সব আশা কি পূর্ণ হয়?"

সাহ। তোমায় মুক্তি দিতে আমার অনিচ্ছা নাই।

রত। দুর্গপতির হৃদয়ের প্রশংসা করি। কিন্তু ইহা যেন তাঁহার স্মরণ থাকে যে, আমি জীবন থাকিতে অনুগ্রহের নিমিত্ত যবনের নিকট প্রার্থী নহি।

সাহ। প্রতাপসিংহ একণে কোথায় আছেন?

রতন। প্রতাপ বনবাসী, প্রতাপ রাজ্য-ভ্রষ্ট, তাঁহার সংবাদে যবনের কোনই প্রয়োজন নাই।

সাহ। তুমি জান না। প্রতাপ সম্প্রতি বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

রত। তুমিও জান না। মিবারের প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন করিলেও প্রতাপসিংহ নামক কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইবে না।

সাহ। তবে কি প্রতাপসিংহ জীবিত নাই

রত। আমি সে সংবাদ জানাইতে প্রস্তুত নহি।

আবার সাহবাজের চক্ষু সেই নিরুপম সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়া গেল। আবার তিনি মুগ্ধ হইলেন। যমুনা লজ্জা-সঙ্কুচিতা হইলেন। রতন আবার প্রচণ্ড স্বরে কহিলেন,

"আমাদের প্রতি যাহা স্থির হয় বল।"

সাহবাজ পুনরায় কহিল,

"হিন্দু যুবক, তোমাকে মুক্তি দিলাম। তুমি যথেচ্ছ স্থানে প্রস্থান করিতে পার।"

বন্দিগণ রতনসিংহের নিকট হইতে চলিয়া গিয়া অন্য দিকে দাঁড়াইল। রতনসিংহ দাঁড়াইয়া রহিলেন। সাহবাজ পুনরায় কহিলেন,—

"তুমি এখনও দাঁড়াইয়া কেন?"

রত। কুমারীর সম্বন্ধে তোমার মত স্থির হউক।

সাহ। সে মতের সহিত তোমার কোনই সম্বন্ধ নাই। তুমি আত্ম-স্বাধীনতা লইয়া প্রস্থান কর।

রতন। (সহাস্যে) মুসলমান! রাজপুত তাদৃশ স্বার্থপর নহে।

সাহ। তবে কি তুমি মুক্তি চাহনা?

রতন। সেরূপ মুক্তি ঘৃণা করি।

সাহ। সুন্দরীর মায়া ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে স্বীকৃত থাক, তোমার স্বাধীনতা-দ্বার মুক্ত, নচেৎ বন্দী হও।

রত। প্রস্তুত।

সাহ। সুন্দরি! তোমার সম্বন্ধে এভ্রান্ত যুবার ন্যায় রূঢ় বিচার হইতে পারে না। তোমাকে বন্দী করা আমার অসাধ্য। ও কোমল লোচনের মধুর দৃষ্টিতে অসির ধার থাকে না, হৃদয় তো তুচ্ছ কথা। তোমাকে বন্দিনী করিতে পারিলাম না, তোমার নিকট বিচারের প্রার্থী।

রতনসিংহ ক্রোধ-বিকম্পিত স্বরে কহিলেন,—

"মূঢ় যবন! সাবধান!"

সাহ। শুন রক্ষিগণ, এই সুন্দরীকে আমার প্রমোদ-প্রকোষ্ঠে লইয়া যাও। আমি অনতিবিলম্বে তথায় যাইতেছি। আর এই যুবককে এখনই বন্দী করিয়া কারাগারে রাখ।

কথা শেষ হইতে না হইতেই উন্মত্ত সিংহের ন্যায় চক্ষের নিমিষে এক লম্ফে রতনসিংহ সাহবাজ খাঁর মস্তকের উপর পড়িলেন এবং এতাদৃশ বল সহকারে তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন যে, সাহবাজ জ্ঞানহীন ও নিস্পন্দ হইয়া ভূতলশায়ী

হইলেন। রক্ষিগণ মার মার শব্দে আসিয়া রতনসিংহকে আক্রমণ করিল। কিন্তু সে সময়ে সাহবাজের জীবন সংশয় দেখিয়া সকলেই তৎপ্রতি নিবিষ্টমনা হইল; রতনসিংহের প্রতি বৈর নির্য্যাতনের সময় পাইল না। সাহবাজের আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। কিঞ্চিৎ কাল পরে তাঁহার সংজ্ঞা হইল। জ্ঞানোদয় হইবামাত্র তিনি কহিলেন,—

"বন্দী কর, উহাকে বধ কর!"

রক্ষিবর্গ শশব্যস্তে রতনসিংহকে ধরিল।

সাহবাজ পুনরায় কহিল,—

"ঐ যুবতীকে ধর। উহাকে প্রমোদ-প্রকোষ্ঠে লইয়া যাও।" তৎক্ষণাৎ রক্ষিবর্গ কুমারী যমুনাকে বেষ্টন করিল। কুমার রতন ক্রোধে, অপমানে, বিকলচিত্ত হইয়া উঠিলেন। যমুনা ধীরে ধীরে চেতনা হারাইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। সাহাবাজ খাঁ কহিল,—

"রমণীকে স্বতন্ত্র স্থলে লইয়া গিয়া বিহিত বিধানে সেবা শুশ্রূষা কর।"

সেই সময় অদূরে ঘোর চীৎকার-ধ্বনি শুনা গেল। সাহবাজ খাঁ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "ব্যাপার কি?" শব্দ আরও অধিক হইয়া উঠিল। এক জন শোণিতাক্ত সৈনিক বেগে তথায় আসিয়া সংবাদ দিল,—

"নবাব সাহেব! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। বহুসংখ্যক রাজপুত সৈন্য আসিয়া ছাউনি আক্রমণ করিয়াছে। আমরা কেহই প্রস্তুত নহি। সর্ব্বনাশ! এতক্ষণে হয়ত আমাদের অর্দ্ধাধিক সৈন্য হত হইল,—

সাহবাজ দাঁড়াইয়া উঠিলেন,—

"মুরাদ্দ্বখাঁ কোথায়?"

"তিনি প্রথমেই বিনষ্ট হইয়াছেন।"

"রহিম খাঁ?"

"অসি, অসি বলিয়া চীৎকার করিতেছেন।"

শক্রর চীৎকার-ধ্বনি নিতান্ত নিকটস্থ হইল। সাহবাজ কহিলেন,—

"শত্রু সংখ্যায় কত জন?"

"সংখ্যায় অধিক নহে কিন্তু তাহাদের যে তেজ—অসংখ্য সৈন্যও তাহাদের সমকক্ষ হইবে না।"

সাহবাজ কহিলেন,—

"আমার অসি ও বর্ম্ম দেও।"

সৈনিক কহিল,—

"বোধ হয় এতক্ষণে তাহাদের জয়ের আর কিছু বাকি নাই।"

একজন রক্ষী সাহবাজের অসি ও বর্ম্ম আনিল। তিনি প্রস্তুত হইয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিলেন। সৈনিক অগ্রে চলিল। কিন্তু তাঁহাদের আর সে মণ্ডপ ছাড়াইয়া অধিক দূর যাইতে হইল না। শত্রুর জয়-ধ্বনি তাম্বুর নিকটেই গগন ভেদ করিয়া উঠিল। কুমার রতনসিংহ ও যমুনাকে ছাড়িয়া রক্ষিবর্গ তখন সাহবাজের সহায়তার ছুটিল। রতনসিংহ যমুনার নিকটস্থ হইয়া তাঁহার চেতনা বিধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে যমুনা চৈতন্য লাভ করিয়া কহিলেন,—

"গোল কিসের?"

রতন কহিলেন,—

"রাজবারার প্রতি ভগবান্ অনুকূল হইলেন, বোধ হয়। আমাদের মহারাণার কণ্ঠস্বর শুনিতেছি। তুমি অপেক্ষা কর, আমি দেখিয়া আসি।"

রতনসিংহ ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মণ্ডপ-দ্বারে ঘোর যুদ্ধ। সাহবাজ খাঁর অধীনস্থ দশসহস্র সেনার মধ্যে অনুমান চারি হাজার জীবিত আছে। অনুমান ছয় শত রাজপুত তাহাদের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিতেছে। ক্রমশই মুসলমান বলক্ষয় হইতে লাগিল, এবং হিন্দুর জয়ধ্বনিতে গগন কাঁপিয়া উঠিল। তখন সাহবাজ ক্ষণেক যুদ্ধ থামাইয়া কি চিন্তা করিলেন। চিন্তিয়া পরে একটী ইঙ্গিত করিলেন, ইঙ্গিত করিবামাত্র তাঁহার তিন শত [illegible] ঊর্দ্ধশ্বাসে বিপরীত দিকে পলাইতে লাগিল। রাজপুতগণ মহাবেগে তাহাদের অনুসরণ করিল। রতনসিংহ ও অমরসিংহ সেই অনুসরণকারীদিগের নায়ক হইলেন। প্রতাপ ও মন্ত্রী সেই যবন-মণ্ডপে [illegible]

প্রতাপ কহিলেন,—

"বোধ হয়, মুসলমানেরা নিকটস্থ কোন মুসলমানাধিকৃত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। অতএব আর সৈন্য নহিলে যুদ্ধ চলে না। তাহার কি উপায় ?"

মন্ত্রী উত্তর করিলেন,—

"সৈন্য স্থির আছে। আজ্ঞা পাইলে আপাততঃ দুই সহস্র সৈন্য মহারাণার পতাকা নিম্নে উপস্থিত করি।"

এমন সময় যমুনা দেবী ধীরে ধীরে নিকটস্থ হইয়া মহারাণার চরণে প্রণাম করিলেন। মহারাণা সস্নেহে কুমারীর শিরচুম্বন করিয়া কহিলেন,—

"বৎসে! দৈব নিগ্রহে তোমাকে নিতান্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি আর কোন আশঙ্কা নাই। মিবারের এ দুর্দ্দশা আর অধিক দিন থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। মন্ত্রি, তুমি যমুনাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে শিবিকা ও বাহক সংগ্রহ

করিয়া লইয়া যাও এবং দুই সহস্র সৈন্য সহ সত্বর অমৈত দুর্গে আমাদের সহিত মিলিত হও। আমি একণে চলিলাম।”

এই বলিয়া মহারাণা প্রতাপসিংহ অশ্বে কষাঘাত করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

আশায় অতৃপ্তি।

জয় ও পরাজয় সকলই বিধাতার অনুগ্রহ বা নিগ্রহ। সৌভাগ্য সৌভাগ্যের অনুগামী। যে মিবারবাসী মানবগণের অদৃষ্টাকাশ নিয়ত ঘোর জলদজালে আবৃত ছিল, সেই ঘটনা-ঝটিকা তাহা আবার পরিষ্কার করিয়া দিল। আবার তথায় ক্রমে ক্রমে সহস্র-করধারী ভাস্করদেবের উদয় হইল। একে একে মহারাণা আপনার বিজিত নগর সকলের উদ্ধার সাধন করিতে লাগিলেন। দুর্গের পর দুর্গ, নগরের পর নগর, গ্রামের পর গ্রাম, এইরূপে ক্রমশঃ মহারাণা প্রতাপসিংহ অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে দেখিলেন, প্রায় সমস্ত মিবার পুনরায় স্বীয় হস্তগত হইয়াছে। চিতোর, আজমীর এবং মণ্ডলগড ব্যতীত মিবারের সমস্ত অংশ আবার মহারাণার শাসনাধীনে আসিল। আবার মহারাণার জয়ধ্বজা মিবারের দুর্গ সমস্তের শিরোদেশে উড়িতে লাগিল। আবার মিবারবাসী মুসলমানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পরমানন্দে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দেব দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। আবার জনশূন্য শ্মশানভূমিবৎ মিবারের নগর সকল মানব-সমাগমে হাসিতে লাগিল। আবার উদয়পুর নগর রাজ-সিংহাসন বক্ষে ধরিয়া

আনন্দে ভাসিতে লাগিল। আবার ক্রমশঃ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া মিবার সুখময় হইল। প্রতাপসিংহের ঘোর উদ্যম, অসাধারণ তেজ, অতুল অধ্যবসায়ের ফল এতদিনে ফলিল। এতদিনে তাঁহার ভাগ্য-লতিকায় আনন্দ প্রসূন ফুটিল, বনে বনে অনাহারে কাঙ্গালের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া তিনি সপরিবারে যে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছিলেন, এতকাল পরে তাহা সার্থক হইল। মিবারবাসী জনগণ প্রতাপের দুলঙ্ঘ্য আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া ধন, জন, গৃহ, বাসের মমতা ত্যাগ করত এতদিন যে অভূতপূর্ব্ব ক্লেশরাশি বহন করিয়াছিল, সময়ের আবর্ত্তনে তদ্বিনিময়ে তাহাদের নিমিত্ত বিমল সুখ আসিল। আর মিবারের বীর-বরণীয় বীরগণ! তোমরা যে স্বদেশের হিতার্থে, স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থে, স্বীয় গৌরব বর্দ্ধনার্থে, অকাতরে দেহের শোণিত পাত করিয়াছ, রণস্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছ, তোমাদের সেই সমস্ত দারুণ অনুরাগের ফল এতদিনে ফলিল। এত দিনে এত ক্লেশে, এত যত্নে মিবার আবার স্বাধীন হইল।

ধন্য মন্ত্রি ভবানি! তোমার গুণ অনন্ত কাল ইতিহাসের পবিত্র পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিবে। তোমার নির্লোভ স্বভাব ও উদারচিত্ততা মিবারের এতাদৃশ ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের প্রধানতম হেতু। মিবারবাসী চিরদিন তোমার নাম সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিবে। পৃথিবীতে তোমার নাম চিরকাল সমাদৃত হইবে। আর কাহার কথা বা বলিব? কাহার বা নাম করিব? হল্‌দিঘাটের ঘোর যুদ্ধের পর হইতে মিবারের আধুনিক স্বাধীনতা পর্য্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহে যে সকল বীরগণ প্রভুর প্রাণরক্ষার্থ বা দেশের দুর্দ্দশা অপনোদনার্থ স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, অন্য কোন জাতির ইতিহাস মধ্যে তাঁহাদের তুলনা প্রচুর নাই।

ধন্য বীরপ্রসবিনি রাজস্থান! ধন্য তোমার ভূতলে অতুলনীয় বীর সন্তান!

উদয়সরোবর সমীপস্থ প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ছায়ায় মহারাণা প্রতাপসিংহ ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতেছেন। সরোবর-সলিলে বালকবালিকা প্রীতি-প্রফুল্লিত মনে হাসিতে হাসিতে সাঁতার দিতেছে, দূরে সুন্দরীগণ জলের তরঙ্গ তুলিয়া হাস্যের তরঙ্গ তুলিতেছেন, এবং অদূরে মিবারবাসিগণ আনন্দ-উৎফুল্ল বদনে আপনাদের ভাগ্যের গৌরব করিতেছে, মহারাণা তৎসমস্ত শ্রবণ ও দর্শন করিয়া সুখ-সরসী-নীরে ভাসিতেছেন। তিনি অনতি-মৃদু স্বরে কহিলেন,—

"আহা! কি শুভ দিনই উদয় হইল। এই সকল আমার পুত্র ও স্নেহপুত্তলী, ইহাদের আনন্দ দেখিব, এমত আশা এ জীবনে ছিল না। ধন্য ভগবান্ একলিঙ্গ।" অমনি পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি কহিল,—

"ধন্য ভগবান একলিঙ্গ! আমরা তাঁহারই প্রসাদে মহারাণার বদনকমলে হাস্য দেখিতে পাইতেছি।" আগন্তুক মন্ত্রী ভবানী। মহারাণা কহিলেন,—

"সে কেবল তোমারই গুণ।"

"মহারাণার আর কি বাসনা এখনও অপূর্ণ আছে?"

প্রতাপসিংহ হাসিয়া কহিলেন,—

"প্রতাপের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে না। আমার বাসনা কি শেষ হইতে পারে? চিতোর জয় না হইলে, মিবার জয় হইল বলিয়া আমি মনে করি না। শরীরের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে অধিক দিন এ দেহে জীবন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু চিতোর যে আমা দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে, তাহা আমার বোধ

হয় না। কারণ দেখিতেছি, ঘোর ক্লেশে ও বিজাতীয় পরিশ্রমে আমার দেহ ক্রমশঃ অপটু হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং চিতোর-লাভের আশা আমাকে এক প্রকার ত্যাগ করিতে হইল। মিবারকে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়া রাখিয়া গেলাম না, এই আমার বড় দুঃখ। কিন্তু কি করি? সে যাহা হউক, এক্ষণে আর এক বাসনা নিতান্ত প্রবল। প্রিয়তম অমর ও রতনের বিবাহ-উৎসব মৃত্যুর পূর্ব্বে ঘটে ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।"

মন্ত্রী কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসসহ কহিলেন,—

"এ দাস অচিরে মহারাণার বাসনা সফল করিবে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হতাশ প্রেমিক।

আগ্রা নগরের প্রাসাদমূল বিধৌত করিয়া কুল্ কুল্ শব্দে যমুনা শ্যাম দেহ দুলাইতে দুলাইতে আপন মনে চলিয়া যাইতেছে। অসংখ্য তরণী দ্রব্যভারে উদর পূর্ণ করিয়া অবশিত গুর্ব্বিণীর ন্যায় যেন অনিচ্ছায় ভাসিয়া যাইতেছে। প্রাসাদের একতম প্রকোষ্ঠে দুইটী যুবতী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। যুবতী-দ্বয়ের কেহই পাঠকের অপরিচিত নহেন। এক সুন্দরী জগদ্বিখ্যাত মেহের উন্নিসা অপরা সাহাজাদি বন্নু।

বন্নু বলিলেন,—

"তোমার বুঝি ফুল ফুটে নাই।"

বন্নু হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

"দিদি, ফুল ফুটিয়া কাজ নাই। তোমার এখনই যে উৎকট

চিন্তা দেখিতে পাইতেছি, না জানি বিবাহ হইলে আরও কত বাড়িবে, আমার বিবাহে কাজ নাই।

মেহের উন্নিসা কিছু বিমর্ষ ভাবে বলিলেন,—

"আমার যে চিন্তা সাহারজাদি! তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার ন্যায় সংশয়-দোলায়িত ঘটনা কাহার ঘটে ভাই? তোমায় কি বলিব ভগ্নি! ভাবিয়া দেখ, আমার কি অবস্থা। একদিকে রূপ, ধন, গৌরব, পদ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রার্থনীয় সম্পদ আর এক দিকে তদপেক্ষা বহুগুণে হীনতা, দারিদ্র প্রভৃতি। একদিকে সুখ, মোহ, ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণা, ভ্রান্তি আর একদিকে প্রেম, স্নেহ, বিদ্যা, অনুরাগ প্রভৃতি। বল দেখি ভাই, এ দুইয়ের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করা কি কঠিন! ভগ্নি! আমার হৃদয়ে যে কষ্ট তাহা তোমায় কি জানাইব। যে লোভ আমি সম্বরণ করিতেছি, মানব-হৃদয় ধরিয়া কেহ তাহা পারে না।"

বন্নূ কহিলেন,—

"দিদি! তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার চিত্তের উপর সাহারজাদা সেলিমের কি কোনই আধিপত্য নাই?"

মেহের উন্নিসা নীরব। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন,—

"আধিপত্য নাই কে বলিবে? সাহারজাদা এ হৃদয়ের মধ্যে অগ্নি জ্বালাইয়াছেন। সে অগ্নি আমাকে পুড়াইবে—এক দিন নয়—দুই দিন নয়—চিরকাল পুড়াইবে। কিন্তু দিদি! আমি সে দাহ নীরবে সহ্য করিব—নীরবে সে জ্বালা ভোগ করিব; তথাপি যে জলে ডুবিলে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় তাহাতে ডুবিব না। সে অগ্নি নিবিবে না কিন্তু আর কেহ তাহা জানিতেও পাইবে না। কবরের শীতল মৃত্তিকায় তাহার শান্তি হইবে।"

মেহের উন্নিসা রুমালে বদন আবৃত করিলেন। বন্নূর নেত্র দিয়া

জল পড়িল। তিনিও অবনত মস্তকে বসিয়া রহিলেন। উভয়ে পুত্তলীবৎ নীরব। এমন সময় এক জন পরিচারিকা আসিয়া সসম্মানে জ্ঞাপন করিল,—

"সাহারজাদি! বাদশাহ আপনাকে স্মরণ করিতেছেন।"

বন্নু কহিলেন,—

"দিদি! কি২কাল অপেক্ষা কর, আমি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি।"

মেহ বলিলেন,—"যাও।"

পরিচারিকা সঙ্গে বন্নু প্রস্থান করিলেন। মেহের উন্নিসা অন্যমনস্ক ভাবে সেই সম্মুখস্থ পুষ্প গুচ্ছ হইতে একটী গোলাপ লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

নিঃশব্দে পশ্চাতের উন্মুক্ত দ্বার দিয়া একব্যক্তি আসিয়া সুন্দরীর পশ্চাতে দাঁড়াইলেন এবং অতি মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন,—

"মেহের উন্নিসা! জগতে কি বিচার নাই?"

মেহের উন্নিসা চমকিত হইয়া উঠিলেন। বদন ফিরাইয়া দেখিলেন, প্রশ্নকারী সাহারজাদা সেলিম। তিনি সম্মান সহকারে ফিরিলেন, এবং লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেলিম পুনরায় কহিলেন,—

"সুন্দরি! আর কতকাল এ আশা পুষিয়া রাখিব?" মেহের উন্নিসার বদন লজ্জা, চিন্তা, হতাশ, ক্লেশ প্রভৃতিতে বিমিশ্রিত হইয়া এক মনোহর ভাব ধারণ করিল। তিনি নীরবে রহিলেন। সাহারজাদার প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সেলিম পুনরায় কহিলেন,—

"তুমি যেন কি ভাবিতেছ, বোধ হইতেছে। যাই ভাব মেহ! তোমার প্রতি আমার হৃদয়ের যে অনুরাগ তাহা নিতান্ত

বদ্ধমূল। কোন রূপেই তাহা উচ্ছেদ করিবার সম্ভাবনা নাই। আমি তোমাকে বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হই নাই। তোমাকে বিস্মৃত হওয়া সাধ্যাতীত। এ জীবনে আমি তোমায় ভুলিতে পারিব না। প্রমোদকাননে বা সমরক্ষেত্রে, আত্মীয়মধ্যে বা শত্রুসমক্ষে কুত্রাপি আমি তিলেকের নিমিত্তও তোমায় ভুলিতে পারি নাই। কিন্তু মেহের উন্নিসা, আমি আর এ দগ্ধ আশ্বাস বহন করিয়া থাকিতে পারি না। তোমায় মিনতি করি, তুমি আমায় অদ্য মনের কথা বল।"

মেহের উন্নিসার নেত্রে দুই বিন্দু জল আসিল। তিনি মস্তক বিনত করিয়া রহিলেন সুতরাং তাঁহার নেত্রজল সাহাবজাদা দেখিতে পাইলেন না। শোক-সংক্ষুব্ধ বিজড়িত স্বরে সুন্দরী কহিলেন,—

"আপনার সহিত বিবাহ বোধ করি, বিধাতার বাঞ্ছনীয় নয়। আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

"যাও, তোমাকে আর আমার কিছু বলিবার নাই। আর আমার কিছু জানিবারও নাই। তুমি যাও, সুখে থাক, ঈশ্বর তোমায় সুখে রাখুন। আর একটী কথা বলি, শুনিয়া যাও। না—আর কিছু বলিব না। আমার হৃদয়ের যাতনা তোমায় জানাইয়া আর কি ফল।"

সাহাজাদার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। মেহের উন্নিসা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার লোচন দিয়া অনর্গল জল ঝরিতে লাগিল। তিনি দ্বার-সন্নিহিত হইয়া অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—

"হায় একথা আমি এত দিন কেন জানি নাই।"

সেলিম চক্ষে রুমাল দিয়া অনেক ক্ষণ রোদন করিলেন। সেই সময়ে সেই প্রকোষ্ঠে বাদশাহ আকবর আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সেলিম নেত্র হইতে রুমাল অন্তরিত করিয়া দেখিলেন, কই মেহের উন্নিসা সে প্রকোষ্ঠে নাই তো। দেখিলেন, মেহের উন্নিসার স্থানে বাদশাহ দাঁড়াইয়া! তিনি সসম্মান অভিবাদন করিয়া দূরে দাঁড়াইলেন। বাদশাহ কহিলেন,—

"সেলিম! অনেকদিন অবধি তোমায় একটী কথা বলিব মনে আছে, কিন্তু বলিয়া উঠিতে পারি নাই। তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারায় তাহা তোমাকে জানাইয়াছি। অদ্য তাহা তোমায় স্বয়ং বলিব, স্থির করিয়াছি। বোধ হয়, অদ্য ঘটনাক্রমে বলিবার মত সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। মেহের উন্নিসা নাম্নী এক কুমারীকে বিবাহ করিতে তুমি যার পর নাই অভিলাষী হইয়াছ। সে কন্যা পরমা সুন্দরী তাহা আমি জানি। কিন্তু তাহার সহিত তোমার বিবাহ হইতে পারে না—হইবেও না। অপর এক ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। সে সম্বন্ধ তাহার পিতার সম্মতিক্রমে ধার্য্য হইয়াছে। লোকতঃ এবং ধর্ম্মতঃ সে কন্যার বিবাহ হইয়াছে। অন্য পাত্রের সহিত কোনক্রমেই তাহার বিবাহ হইবে না। যদি তাহার সম্বন্ধে তোমার কোন দুর্দ্দমনীয় অনুরাগ থাকে তাহা সম্বরণ কর, ইহা আমার অনুরোধ এবং আজ্ঞা। এ আজ্ঞার কোন রূপ অন্যথা হইলে আমি নিতান্ত বিরক্ত হইব—সাবধান!"

সেলিম সবিনয়ে কহিলেন,—

"বাদশাহ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—"রাজ্য সংক্রান্ত সংবাদ কিছু জান কি?"

"না—নূতন সংবাদ কি, রাজপুত-যুদ্ধে আমাদের জয় হইবে কি?"

"না—তুমি যে রাজপুত যুদ্ধ ভুল না। হলদিঘাট যুদ্ধের পর হইতে রাজপুত জাতির প্রতি তোমার নিতান্ত অনুরাগ দেখিতেছি।"

"বীরত্বে তাহাদের সমকক্ষ জগতে আর নাই বলিয়া বোধ হয়। সে যুদ্ধে আপনি উপস্থিত থাকিলে বীরত্বে বিমোহিত হইয়া তাহাদিগকে চির স্বাধীনতার সনন্দ দিয়া আসিতেন।"

"সংপ্রতি প্রতাপসিংহ মিবার উদ্ধারার্থ বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছে।"

"আজ কাল তাহাদেব বিরুদ্ধে সৈন্য যাহবে কি?"

"না—তাহাদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি কোন চেষ্টাই হইতেছে না। সম্প্রতি দক্ষিণাত্যে সৈন্য না পাঠাইলে নয়। আমি সেই কথাই তোমাকে বলিতেছিলাম। তথায় যত গোল উপস্থিত। তুমি তথায যাইতে প্রস্তুত আছ কি?"

"এ দাস সতত প্রস্তুত।"

"উত্তম আইস, কর্ম্মচারিগণের সহিত তাহার পরামর্শ করা যাউক।"

সুকৌশলী আকবর ও হতাশ সেলিম সে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্তিমে।

ঘোর পরিশ্রমে, মংপরোনাস্তি মানসিক উদ্বেগে, নিরন্তর অনিয়মে বীরবর প্রতাপসিংহের শরীর ভগ্ন হইয়াছিল। ধীরে ধীরে ব্যাধি আসিয়া সেই সুগঠিত কমনীয় কান্তিকে গ্রাস করিল। দারুণ দুর্ব্বলতা আসিয়া ক্রমে বীরেন্দ্র কেশরীকে শয্যাশায়ী করিল। ক্রমে এমন অবস্থা হইয়া উঠিল যে, চিকিৎসকেরা তাঁহার জীবনের আশা ভরসা ত্যাগ করিলেন।

বীরবর প্রতাপসিংহ শয্যায় শয়ান। তাঁহার চতুর্দ্দিকে মিবারের প্রধান যোদ্ধৃবর্গ আসীন, সকলেই অবনত মস্তক। সকলেই ম্রিয়মাণ। ওঃ কি ভয়ানক! অদ্য মিবার শ্রীভ্রষ্ট হইবে, অদ্য মিবারবাসী শিরঃশূন্য হইবে। অদ্য রাজপুত জাতি সহায়শূন্য হইবে। অদ্য প্রতাপসিংহের জীবন দেহাশ্রয় ত্যাগ করিবে! অদ্যকার দিন কি ভয়ঙ্কর!

প্রতাপসিংহ ধীরে ধীরে মন্ত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—"ভবানি, তুমি আমার বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলে না।"

"মহারাণা, সময় কই! দাস মহারাণার বাসনা এখনও যতদূর সম্ভব পূরণ করিবে।"

দুই খানি শূন্য সিংহাসন প্রতাপসিংহের পদ-সমীপে পাতিত হ

য। অনতি বিলম্বে কুমার অমরসিংহ ও রতনসিংহ এবং কুমারী ঊর্ম্মিলা ও যমুনা সেই স্থলে নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা আসিয়া ভক্তিভাবে মহারাণার চরণে প্রণাম করিলেন ও পদধূলি মস্তকে লইলেন। প্রতাপসিংহ

কুমার অমরসিংহ ও কুমারী ঊর্ম্মিলার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"বৎস, সমৃদ্ধিসহ তোমাদের বিবাহ দিয়া হৃদয় তৃপ্ত করিব, বড় বাসনা ছিল। বিধাতা সে সাধ মিটাইতে দিলেন না। আমি অদ্য এইরূপে মিবারবাসী প্রধানগণের সমক্ষে তোমাদিগকে পবিত্র বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা রাজধর্ম্ম পালন করিয়া অক্ষয় সুখে চিরজীবন অতিবাহিত কর।"

মন্ত্রী তাহাদের উভয়কে লইয়া সম্মুখস্থ সিংহাসনে বসাইলেন। মহারাণা পুনরায় রতনসিংহ ও যমুনার হস্ত ধরিয়া কহিলেন,—

পুত্রাধিক প্রিয়তম সুহৃৎ! স্বর্গীয় জয়মলসিংহের নাম আমার হৃদয়ে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। তোমার সুখ দেখিয়া যাইব, মনে বাসনা ছিল। অদ্য দেবলবর-রাজ-তনয়া যমুনার সহিত তোমার বিবাহ হইল এবং গর্গণ্ডা দুর্গাধীন প্রদেশ তোমার হইল। প্রার্থনা করি, তুমি ভার্য্যাসহ অমরের সহিত চির-সৌহৃদ্যে পরম সুখে কালযাপন কর।"

মন্ত্রী তাঁহাদের হস্ত ধারণ করিয়া অপর সিংহাসনে বসাইলেন। মিবারের নাকারা বাদিত হইল। অমরসিংহের মস্তকে শ্বেতছত্র উত্থিত হইল; সম্মুখে লোহিত কেতন উড্ডীন হইল। প্রধান জয়ধ্বনি করিয়া অমরসিংহকে সম্মান জ্ঞাপন করিলেন।

উৎসব নিরানন্দ। অমরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। প্রতা সিংহের শরীরের অবস্থা আরও মন্দ। তিনি ধীরে ধীরে আ বলিলেন,—

"পুত্র! কাঁদিতেছ কেন? জগতে কাহার জীবন চিরস্থা হয়! জন্ম ও মৃত্যু বিধাতার অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। রোদন ন কর। আমার আর অধিক বিলম্ব নাই। এই অল্প সময়ের আমি যে দুই একটী কথা বলি, তাহা মনোযোগ দিয়া শুন।"

রের চক্ষু দিয়া আবও জল পড়িতে লাগিল। প্রতাপসিংহ আবার কহি.ত লাগিলেন,—

"বৎস! মৃত্যু তাদৃশ দুঃখেব বিষয় নহে। এ সংসারে কীর্ত্তি যশ, গৌরব, মানশূন্য হওয়ার অপেক্ষা মৃত্যু দুঃখের কথা নহে। আমার নিমিত্ত দুঃখ নিষ্প্রয়োজন। আমি যদিও দুঃখী বটে, যদিও আমার অদৃষ্টে, এজীবনে সুখেব সম্মিলন ঘটে নাই, তথাপি আমার মনে যে বিমলানন্দ আছে, সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্য তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। আমি যে অন্যান্য রাজপুত জাতিব ন্যায় মুসলমান সমীপে স্বীয় জাতীয় গৌরব হারাই নাই, তাহাই আমার সকল সুখের মূল। প্রিয়তম! এ সংসাবে যে গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মরিতে পারে সেই ধন্য। আমার যত ভয় বৎস, তোমার দ্বারায় বুঝি বা আমাদের এ গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। প্রাণাধিক! এই মৃত্যু-শয্যায় শয়ান হইয়া ব্যাধি-জনিত কোন ক্লেশেই আমি কাতর হইতেছি না। কেবল এক ভাবনা, এক চিন্তা, এক বিষয় আমার চিত্তকে আকুলিত করিয়া রাখিয়াছে। বুঝি, মিবার এতকালের [illegible], অতঃপর হারাইবে, ইহাই সেই গুরুতর চিন্তা। সেই চিন্তায় [illegible] উন্মত্তের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিতেছি। সুহৃদ্গণ, অমর- [illegible]। এ অভাগা চিরজীবন অসুখী। যদি সে এখনও বুঝিয়া [illegible] পারে যে, তাহাব অভাবে মিবারের গৌরব অপচিত [illegible] না, তাহা হইলে এ চিরদুর্ভাগা মৃত্যুকালে পরম সুখ ভোগ [illegible]"

[illegible]লদশ্রু লোচনে শৈলম্বর-রাজ নিকটস্থ হইয়া মহারাণার চরণ [illegible] করিয়া বলিলেন,—

[illegible]দেব! আমি ভবদীয় চরণ স্পর্শ করিয়া ও ভবানীর নাম [illegible] করিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে শপথ করিতেছি, আমি জীবিত থাকিতে

নবীন মিবারেশ্বরকে কখনই কলঙ্কিত হইতে দিব না। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত বীরবৃন্দ হুঙ্কার ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—

"ঐ—কথা,—ঐ—কথা,—ঐ—কথা।"

কুমার রত্নসিংহ মহারাণার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন,—"ইষ্টদেবের নাম ভুলিলেও, এ জীবন যাঁহার অনুগ্রহে রক্ষিত তাঁহার শেষ-বাসনা কদাপি ভুলিব না।"

পিতৃ-চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া অমরসিংহ কহিলেন,—

"পিতৃদেব! জগতে যাহা কিছু পবিত্র তৎসমস্ত স্মরণ করিয়া কহিতেছি, এ দাস জীবিত থাকিতে মিবার কখনই গৌরব হারাইবে না।"

ব্যাধি-বিকলিত প্রতাপসিংহের বদনে আবার হাস্যের আবির্ভাব হইল। তিনি কহিলেন,—

"কি আনন্দ—এ আনন্দের তুলনা নাই। কিন্তু আমি হতভাগ্য। আমার অদৃষ্টে এ আনন্দ অধিক দিন ভোগ করা ঘটিল না; মিবার আমাকে বিদায় দাও—বীরগণ আমার আর বিলম্ব নাই।"

অমর ও রত্ন নিকটস্থ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বীরগণের নেত্র হইতে জল নিঃসৃত হইতে লাগিল। প্রতাপ আবার কহিলেন,—

"কাঁদিও না—মিবারের হিতচেষ্টা কর।" প্রতাপ এক হস্তে অমরের অপর হস্তে রত্নের হস্ত ধারণ করিলেন। আর কথা বাহিরিল না। সকলে দেখিলেন, প্রতাপের বদনে অন্তিম ল... সমস্ত দেখা দিয়াছে। আর বিলম্ব নাই। প্রতাপ অমরের ...ঙ্গন করিয়া বীরগণের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। স...

"আমরা কদাপি মিবারের রাজছত্রের বিবাদী হইব না।"

তাহার পর ধীরে ধীরে প্রতাপসিংহের জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। যাঁহার বীরত্ব অতুলনীয়, দেশানুরাগ অপরিমেয়, অধ্যবসায় বিস্ময়কর, সহিষ্ণুতা অপরিসীম, তেজ অসমতুল, সাহস ও শক্তি অচিন্তনীয় সেই পরম পুণ্যাত্মা প্রতাপসিংহের প্রাণ বুদ্বুদ অনন্ত সময়-সমুদ্রে বিলীন হইয়া গেল। কঠোর কাল অকালে সেই প্রকাণ্ড মহীরুহ পাতিত করিয়া দিল—প্রতাপ-দিবাকর খসিয়া পড়িল—ঘোর তিমিরান্ধকারে বসুধা সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

প্রতাপ বিগতজীব হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে পবিত্র স্মৃতি বিলোপ করে কাহার সাধ্য? কালের ক্ষমতা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষম। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, যতদিন ধরণী মানবের নিবাসভূমি থাকিবে, যতদিন মানব হৃদয়হীন পশুবৎ না হইবে, ততদিন পুণ্যশীল, সাধু প্রতাপসিংহের পুণ্যময় নাম সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সম্পূজিত হইতে থাকিবে।

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত।